অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পরিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

ধৃতং প্রেম

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

চতুর্থ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

চতুর্থ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)

প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচকআশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,

বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,

অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম

পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,

কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম

"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম

পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম

২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম

রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩

"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি

পোঃ—পুপুনকী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

চতুর্থ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার চতুর্থ খণ্ড। কাজের প্রায়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" প্রকাশিত হইল। নিবেদনমিতি

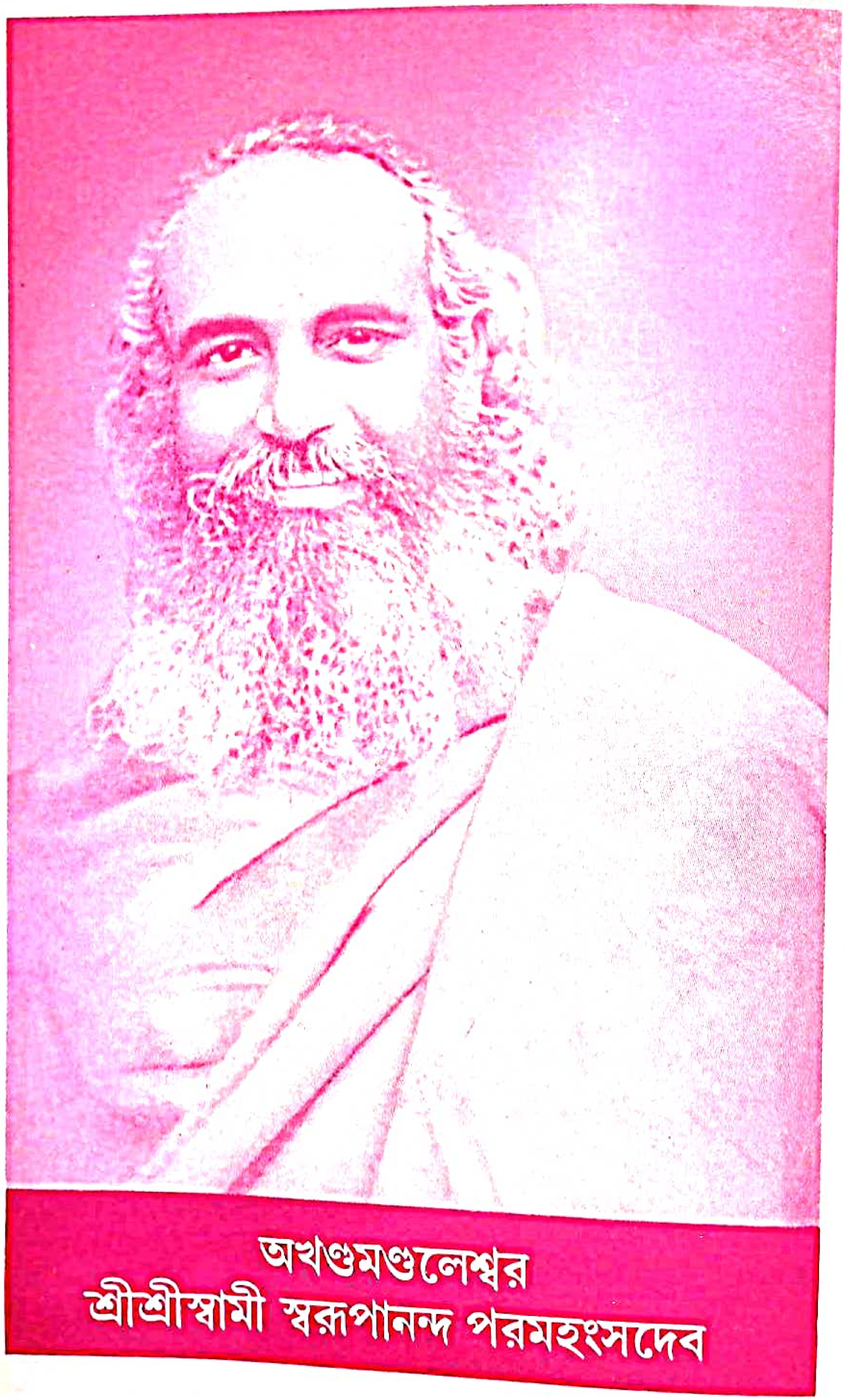
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৫

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্ম্মুদ্রণ।

প্রকাশক



ধৃতং প্রেম্না

(চতুর্থ খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজেকে অধমা বলিয়া ভাবিও না। তুমি অমৃতের পুত্রী, তুমি জ্যোতির্ম্ময়ের সন্তান, তুমি আমার আদরিণী মানস-কন্যা। নিজেকে অধমা বলিয়া ভাবিতে যাইবে কেন? তোমার জন্য রহিয়াছে অমৃতত্বের উত্তরাধিকার। মৃত্যুর অধিকার তোমার উপরে নাই। তুমি একটী মানবী মাত্র নহ, মানবী-বিগ্রহে তুমি জাগ্রত পরমাত্মা।

ভগবান তোমাকে বিকলাঙ্গ করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মনকে ত' তিনি বিকল করেন নাই। তোমার এই অবশ অচল অকর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গ লইয়াও ত' তুমি একটু লেখা-পড়া শিখিয়াছ, আবার সেই স্বল্প জ্ঞানটুকুই শিক্ষিকা রূপে শত শত বালক-বালিকার মধ্যে বিতরণ করিতেছ। তোমার শরীরের বিকলতা তোমার মনের বিকাশে ত' কোনও বাধাই হইতে পারিল না। মনের বলে তুমি অনেক বিঘ্ন চূর্ণ

করিয়া আসিয়াছ, এই মনের বলেই ভবিষ্যৎকেও তুমি গরীয়ান্ করিয়া নির্ম্মান করিবে।

তুমি আমাকে গুরু রূপে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছ, আমিও আমার এই বিকলাঙ্গী কন্যাকে শিষ্যারূপে পাইয়া গৌরবই বোধ করিতেছি। বলবান, রূপবান, জ্ঞানবান, বিদ্বান, অর্থবান, প্রভাববান সকল মানুষ অন্যত্র গুরু খুঁজিয়া লউক, আমি ত' দুর্ব্বল, কুরূপ, অজ্ঞান, মূর্খ, দরিদ্র ও অবজ্ঞাতদেরই চাহি। যাহারা অপর কোনও আচার্য্যের নিকটে লাভের সামগ্রী নহে বরং ঘাড়ের বোঝা এবং জীবন্ত আপদ, আমি ত' তাহাদেরই দিকে আমার লুব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা, যাহারা নিজেদের ভিতরের ব্রহ্মকে জান নাই বলিয়া নিয়ত কুণ্ঠায় কাটাইতেছ কাল, তাহদেরই ত' আমি মুক্তির পথ দেখাইতে চাহি। জ্ঞানী, বিদ্বান, সম্পত্তিশালী, রূপৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভাগ্যবানদের আমি বিদ্বেষও করি না, ঈর্ষ্যাও করি না কিন্তু যাহারা এই সকল লোভনীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত, তাহাদের পূজার জন্যই ত' আমি যুগযুগান্তর ধরিয়া করযুগে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।'গুরু হইয়া আমি যদি তোমাদের ধ্যানের দেবতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে জানিও, শিষ্য হইবার অনেক আগ হইতেই তোমারা আমার ধ্যানের দেবতা হইয়া রহিয়াছ।

মনীষীরা নানাভাবে জনসেবার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। কেহ অন্নদান করিয়া, কেহ বস্ত্রদান করিয়া, কেহ শিক্ষাদান করিয়া, কেহ চিকিৎসা-বিদ্যার সাহায্যে জন-সেবা করিয়াছেন। কেহ করিয়াছেন আবার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া। যাহাকে সেবা দেওয়া

হইয়াছে, কোনও কোনও ধীমান প্রেমিক তাহাকে নর-নারায়ণ আখ্যা দিয়াছেন এবং বিপন্ন, নিরন্ন, আর্ত্তের মধ্যে পরমোপাস্য পরব্রহ্মকে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সকলের সকল সেবা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন প্রকারের সেবক-দলকে মনে মনে প্রণতি জানাইয়াছি। কিন্তু দীক্ষা দিয়াও যে নরনারায়ণের সেবা করা যায়, তাহা জানিতামও না, মানিতামও না।

একদা জীবন-নাট্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যান্তর ঘটিতে সুরু করিল। আজ যে অবস্থায় রহিয়াছি, কালই দেহমন সেই অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গহন বন, পার্ব্বত্য উপত্যকা, নীরব পল্লী, দুস্তর সাগরতীর পরপর দৃশ্যসজ্জায় ঝলমল করিয়া উঠিতে লাগিল। কত নরনারী আর বালক-বৃদ্ধ, কত কপটী আর সত্যসন্ধ, কত মহাসতী আর গণিকা, কত দস্যু-লম্পট আর দাতাকর্ণেরা রঙ্গমঞ্চে ভিড় করিতে লাগিল। সময়য়োচিত অভিনয় করিতে গিয়া হঠাৎ আবিষ্কার হইয়া গেল যে, দীক্ষামন্ত্রে গণিকার পাতিত্য নাশ করা যায়, মাতালের মাতলামী ছাড়ানো যায়, চোর-দস্যুকে সাধু করা যায়, পরস্বাপহারীকে দাতা বানানো যায়, চিরকালের মিথ্যাবাদীকে সত্যশীল করা যায়, দুর্ব্বলে বলাধান সুসম্ভব, নিরাশকে হতাশার পঙ্ক হইতে টানিয়া তোলা সু-সহজ। বিদ্যুতের বেগে একটার পর একটা করিয়া অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যাইতে লাগিল। আমাকে বিশ্বাস করিতে হইল, রাজনৈতিক বিপ্লব এক একটা দেশের যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ, এক একটা দীক্ষামন্ত্রের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। সেই অবধি সেবাবুদ্ধিতেই লোককে দীক্ষা দিয়া আসিতেছি।

গোষ্ঠী-পুষ্টি নয়, দল-বাড়ানো নয়, অর্থসঞ্চয় নয়, একমাত্র দীক্ষাপ্রার্থীর নিঃশ্রেয়স কল্যাণের জন্যই এই দীক্ষা। আমার ধ্যানের ধনদিগকেই দিয়াছি দীক্ষা, এই জন্যই জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিত ও ধনীদের প্রতি নয়নের ক্ষীণতম দৃষ্টিটুকুও পড়ে নাই। সেই জন্য দীক্ষাকালে তোমাদের প্রতি জনকে সুস্পষ্ট রূপে বলিয়া দিতে আমার কখনও ভুল হয় না যে, নিজেদের দলবৃদ্ধির চেষ্টা কেহ করিও না, প্রত্যেকে সাধন করিয়া বলীয়ান হও। তোমরা, সমাজের অবহেলিত অবজ্ঞাতের দল, দীক্ষা পাইবার কয় যুগ আগ হইতেই আমার ধ্যানের দেবতা হইয়া রহিয়াছ বলিয়াই আমি স্বেচ্ছায় সমাগত তোমাদের দীক্ষা দিবার কালে সেই আধ্যাত্মিক হর্ষই আস্বাদন করিয়াছি, যাহার মধ্যে ইষ্টদর্শনের আমেজ আছে, যাহার মধ্যে নাই এক কণা পার্থিব স্বার্থের প্রলুব্ধতা।

তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে তোমার কোনও গুরুভগিনী নাই বলিয়া তুমি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা করিতে পার না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমার বিকলাঙ্গ দেহ লইয়া দূরে যাইয়া সমবেত উপাসনা যেমন শারীরিক দিক দিয়া কষ্টকর, তেমন আবার মনের দিক দিয়া একটু সঙ্কোচেরও কারণ। ইহা আমি বুঝিয়াছি। তবে সঙ্কোচটুকু তুমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পার। তোমার উপাসনায় নিষ্ঠা ও সাধনে অনুরাগ দুই চারি দিন পরেই তোমার অপরাপর পরমার্থ-ভ্রাতা ভগিনীদের উপলব্ধিগত হইবে। তখন দেখিবে, তোমার দেহের জন্য কেহ তোমাকে অনাদর বা সমাদর ক'রে না, তোমার অন্তরের শুচিতা ও সাধনের রুচি তোমাকে সর্ব্বজন-প্রিয়, সর্ব্বজনশ্রদ্ধিত ও সর্ব্বজনাগ্রগণ্য করিয়া দিয়াছে। ভিতরের সত্য

দিয়াই জগতে তোমার প্রকৃত পরিচয়। বাহিরের দিকে কে দীর্ঘকাল তাকাইয়া থাকিবে?

তবু দৈহিক অসুবিধাগুলির বিচারে তোমার সমধর্ম্মী আরও কিছু এই হিসাবে, বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায়, তুমি তোমার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের প্রতি সুরুচি-সম্পন্ন অন্যান্য মহিলাদিগকে সঙ্গতভাবেই আকর্ষণ করিতে পার। "আমার গুরুর চেলা হও" বলিয়া নহে, "আমার গুরু শ্রীভগবানের একাদশ অবতার" বলিয়াও নহে, "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ এক দেহে রূপ নিয়া আমার গুরুদেব হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন" একথা বলিয়াও নহে, পরন্তু "নিখিল জগতের ঐক্য, সাম্য, শান্তি ও প্রীতির অনুরোধে জীবমাত্রেরই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া সাধন-ভজন করা কর্ত্তব্য",—এই কথা বলিয়া ইহাদের আকর্ষণ করিতে পার। চেষ্টা করিয়া দল বাড়ান তোমাদের রাস্তা নহে কিন্তু এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে সমসাধকের সংখ্যা-বর্দ্ধন-চেষ্টা অবৈধ নহে। সেই চেষ্টার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু সেই অধিকারও প্রয়োগ করিতে হইবে সকল মত ও সকল পথের প্রতি স্নিগ্ধ ও মমতা-মাখান দৃষ্টি লইয়া, অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পূজাস্পদ আচার্য্যদের প্রতি বিদ্বেষ-বর্জ্জিত মন লইয়া এবং "এক গুরুর শিষ্য সংগ্রাম করিতেছি" এই ভাব লইয়া নহে, "সমসাধনার প্রকৃত সাধক খুঁজিয়া বাহির করিতেছি," এই বুদ্ধি লইয়া।

নিজের জীবনকে তুমি ধিক্কার দিও না মা। বিকলাঙ্গী হইয়াও তুমি স্বরূপতঃ পরমব্রহ্মই মাত্র। অন্য কোনও পরিচয় যে তোমার সত্য পরিচয় নহে, একথা বিশ্বাস কর। একথা বিশ্বাস করিতে অন্যের

কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমার সন্তানের পক্ষে ইহা অসাধ্য নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অবাধ্য ছেলেকে উন্মার্গগমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে তাহাকে নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন কর্ম্মপ্রণালীর ভিতরে ঠেলিয়া নিয়া ফেলিয়া দেওয়া। ইহার ফলে তাহার দীর্ঘাভ্যস্ত অনেকগুলি অপকর্ম্ম তাহাকে আপনি পরিহার করিয়া চলিয়া যায়। আবার অন্যদিকে হঠাৎ তাহার ভিতরে এমন সকল সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটে, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহ হয়ত ধারণাও করিতে পারে নাই। আক্ষরিক শিক্ষা লাভ হউক বা না হউক, এই ভাবে চরিত্রের সংশোধন একটা মস্ত কথা।

অবাধ্য পুত্রকে কঠোর ভাষণে উপদেশ দিলে তাহার সুফল কিছুই হয় না। তুমি যতই রুক্ষ ভাষায় কথা কহিবে, তাহার মনের বিদ্রোহ তত বেশী করিয়া উদ্যত হইবে এবং ততই সে তোমার প্রদত্ত হিতোপদেশকে আগ্রাহ্য করিবে। মিষ্টি কথায় উপদেশ দিলে মনটা ভিতরে ভিতরে উদ্ধত হইতে অবসর পায় না। তাই সুদীর্ঘকাল পরে

হইলেও এই সকল উপদেশ সে কখনও অনুতাপ সহকারে কখনও প্রীতিভরে স্মরণ করে।

বাধ্য বা অবাধ্য পুত্রকন্যাকে ভগবদ্‌বিশ্বাসী হইতে শিক্ষাদান সবচেয়ে বড় কথা। ভগবদ্‌বিশ্বাসীরা সৎকথা যত সহজে কাণ পাতিয়া শোনে আর অসৎকথায় যত অরুচি-সম্পন্ন হয়, অপরে তেমন হয় না। বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রশালায় ভগবান ধরা পড়ুন আর না পড়ুন, ভগবানে বিশ্বাস মানুষ মাত্রেরই এক অপরূপ আশ্রয়। এই আশ্রয় যাহার লাভ হইয়াছে, সে কেবল বিশ্বাসের বলে প্রলোভন-সঙ্কুল দুস্তর ভবার্ণব অনায়াসে পার হইয়া যায়।

এতদিন যদি রুষ্টভাষণও কহিয়া থাক, তবু এখন হইতে পুত্রকে তোমার মধুরভাষণে ভগবদ্বিশ্বাসবর্দ্ধক হিতোপদেশ দিয়া তাহার ভাবী জীবনের পাথেয় যোগাইতে থাক। তারপরে যদি সে আশ্রমে যায়, তাহা হইলে ছয় মাসে সে স্বভাব বদল করিয়া গৃহে ফিরিবে। পঁয়তাল্লিশটী বৎসর ধরিয়া আমি তরুণ কিশোরদের মনের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় এই একটী দুরূহ কার্য্যে আমার কাটিয়াছে। কেন যে ছেলেরা উন্মার্গগামী হয়, তাহা বুঝিবার আমার হাজার সুযোগ হইয়াছে। বত্রিশটী বৎসর ধরিয়া নানা সময়ে নানা ভাবে ছাত্র এবং কর্ম্মী রূপে কিশোরদিগকে পুপুন্‌কী আশ্রমে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাহাদের জীবন গড়িবার জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি, তোমরা যাহাকে দুষ্ট ছেলে বল, অনেক সময়ে যুদ্ধের ঘোড়া ছাড়া সে আর কিছুই নহে। উপযুক্ত শিক্ষা ও

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

পরিচালনা পাইলে সে জগতে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। তাহার ভিতরের সেই শৌর্য্য আত্মপ্রকাশের বৈধ পথ না পাইয়া বিপথে করিয়াছে বিচরণ আর তোমরা তাহাকে দুষ্ট ছেলে বলিয়া দিয়াছ গালি। প্রতিভার সুযোগ্য বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিলেই এরূপ ছেলেরা প্রত্যেকে দেশের গৌরব, সমাজের স্তম্ভ এবং জাতির মেরুদণ্ড রূপে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার শোক-গাথা মাখা বিরাট পত্রখানা পাইয়া যতটা ব্যথিত হইয়াছি, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর দশ দিনের মধ্যে তোমার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের সংবাদে তার শতগুণ স্তম্ভিত হইয়াছি। অতটুকু প্রেম-ভালবাসা লইয়া তোমরা গৃহ-সংসার কর আর মনে মনে ভাব যে দুই দিন হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াই ভগবদ্দর্শন করিয়া ফেলিবে।

নিজের স্ত্রীকে যে ভাল করিয়া ভালবাসিতে পারিল না, সে ভগবানকে ভালবাসিবে কেমন করিয়া?

দেখ, একটা বিষয়ে আমার ধারণা দেশ-প্রচলিত ধারণার প্রতিকূল। অনেকেই ভাবিয়া থাকেন, ভগবানকে ভালবাসিতে হইলে মাতা,

পিতা, পুত্র, কন্যা, পত্নী, বন্ধু আদি সকলকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমার ধরণা ইহার বিপরীত। সংসারের মানুষগুলিকে যে যোগ্যভাবে ভালবাসিতে পারিল না, ভগবানের কাছেও তাহার ভালবাসা যোগ্যভাবে যায় না। সংসারের মানুষগুলিকে ভালবাসিতে যে ফাঁকি দেয়, ভগবানকে ভালবাসিতে গিয়াও সে ফাঁকি দেয়। যার মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি আদি শিথিল, তার গুরুভক্তি বা ভগবদ্‌ভক্তিও শিথিল হইতে বাধ্য।

সেই বিচারে, তোমার পত্নীপ্রেম অব্যভিচারী নহে বলিয়া তোমার ভগবৎ-প্রেমেও ফাঁকি থাকিবে।

তুমি এই কথাটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিও।

তোমার নবপরিণীতা পত্নীকে অবলম্বন করিয়া অব্যভিচারী দাম্পত্য প্রেমের অনুশীলন করিতে পার কিনা, সেই চেষ্টা দেখিও।

ভগবান না করুন, তোমার দ্বিতীয়া পত্নীও হঠাৎ কায়া-পরিত্যাগ করিলে তোমাকে যাহাতে আবার দশ দিনের বা দশ মাসের ভিতরে তৃতীয় পত্নীর পাণিপীড়ন করিতে না হয়, তেমন করিয়া তোমার প্রেমকে খাঁটি করিতে হইবে।

তোমাদের প্রেমের গভীরতার অভাবই যে সমগ্র সমাজকে নানা সমস্যায় কণ্টকিত করিতেছে, এই সত্য কখনও ভুলিও না। ভুলিও না যে, বাহু-বন্ধনে কাহাকেও দুদণ্ড বক্ষে আবদ্ধ করিতে পারিলেই প্রেম হয় না। প্রেমের সম্পর্ক আত্মায় আত্মায়। দেহের বিনাশে দেহজ প্রেম লোপ পায়, যেমন তোমার ক্ষেত্রে হইয়াছে। প্রকৃত প্রেম দেহের বিনাশের পরেও অক্ষত, অটুট, অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আত্মার নিত্য-

সান্নিধ্য-দ্বার অনন্তকাল সজাগ, সঞ্জীবিত ও সুষমামণ্ডিত থাকে। তোমাদের বিবাহ আছে, প্রেম নাই। যাহাকে পুনরায় বিবাহ করিয়াছ, তাহার সহিত আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন কর। ভালবাসিতে শিখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত চেষ্টা নিয়ত কুশল সাধন করে। ছোট ছোট সদনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষের সহিত মানুষকে মিলাইবার অফুরন্ত চেষ্টায় অবিরাম লাগিয়া থাক। আন্দোলনটাকে ঘুমাইয়া বা ঝিমাইয়া পড়িতে দিও না। আন্দোলনটাকে আপ্রাণ প্রয়াসে জাগাইয়া রাখ।

ভগবানের নামও যাহারা শোনে নাই, আজ তাহারা তাঁহার নাম-গান করিতেছে। পশুবৎ জীবন যাহারা যাপন করিত, আজ তাহারা সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসিতে চাহিতেছে। এই যে অকল্পনীয় জাগরণ কোনও কোনও অঞ্চলে দেখা যাইতেছে, তাহা কি তোমার অন্তরে কোনও ভাবী চিত্রের রেখা বুলাইয়া যায় না?

সুপ্ত মানবকে জাগাইতে গিয়া তোমরা নিজেরা ঘুমাইয়া পড়িও

না। সকলকে জাগাইবে নিজেদের জাগরণ অটুট রাখিবার জন্য ভুলিও না কর্ত্তব্য, ভুলিও না জীবন-ব্রত।

একা পড়িয়াছ বলিয়া নিজেকে নিঃশক্তি মনে করিও না তোমার প্রতিটি সৎপ্রয়াসের সহিত আমি আছি। আমাকে কেবল একটা মানুষ বলিয়াই মনে করিও না। তোমাদের যেখানে নিষ্ঠা অটল, আমি সেখানে তোমাদের জীবনে অজেয় পরাক্রম। আমাকে জড় দৃষ্টিতে বুঝিতে চাহিও না। বিশ্বাস কর, একনিষ্ঠ হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতে পারি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস নিও।

তোমাদের জেলায় আমি ব্যাপক ভ্রমণ-তালিকা করিয়া একবার বেশ কতক দিনের জন্য আপ্রাণ শ্রম করিয়া আসিতে চাহিতেছি। কিন্তু বাবা, বাধা ত' হইয়াছে তোমাদের অবসাদ ও উদাসীনতা। আমি কি যাইতে চাহি কেবল কতকগুলি ভাষণ দিয়া সভাস্থলে করতালি আহরণ করিতে? এই করতালির প্রতি আমার লোভ থাকিবার কি কোনও কারণ আছে?

মহতেরা জীবের জন্য মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সে

আদর্শ জীবসেবার এবং প্রেমের। প্রেমের বলে অসাধ্য-সাধন হয়, প্রেমের বলে জীবসেবা সরস ও মধুর হয়। সেই জীবসেবাকে স্বাবলম্বনের ভিতর দিয়া কিভাবে প্রসারিত করা যাইতে পারে, ইহা আমার পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ধ্যান, ইহা আমার বত্রিশ বৎসরের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা। পরমুখাপেক্ষী অলসের পালকে আমি কর্ম্মঠ, শ্রমনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী দেখিতে চাহি। ধর্ম্মদান আমার উদ্দেশ্য নহে, কর্ম্মযোগাশ্রিত করিয়া প্রতিটি মানবের সুপ্ত শক্তিকে স্বাভাবিক অভ্যুদয়ের পথে পরিচালিত করাই আমার লক্ষ্য।

প্রচলিত প্রচারকদের সহিত এই সকল কারণে আমার কতক পার্থ্যক্য হেতু আমি কোনও বিশেষ কৌলিন্য অর্জ্জন করিয়াছি, এই দাবী আমি ভ্রমেও করি না। কিন্তু এই পার্থক্যের দরুণ আমার কর্ম্ম পথের প্রতিবন্ধকগুলিও প্রচলিত বাধা হইতে পৃথক্ ধরণের হইয়াছে। তাই আমি তোমাদের নিকটে প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে, সর্ব্বকর্ম্মে স্বাবলম্বনের মহিমা ঘোষণা করিয়া তোমরা জনগণের মনকে আমার ভাব-গ্রহণের পক্ষে আংশিক উপযোগী করিয়া রাখ। হঠাৎ নুতন কথা শুনিলে মানুষ ভয়ে আঁতকাইয়া ওঠে। তোমরা কিছু কিছু কহিয়া রাখিলে আমার কথা নুতন শুনাইবে না। ফলে আমার কাজ করিবার সুবিধা হইবে।

যাহাই করিবে, জনকল্যাণের প্রেরণাবশেই করিও। ব্যক্তিরূপ আমাকে প্রচার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নারীমাত্রেরই প্রতি মাতৃভাব থাকা প্রয়োজন কিন্তু যাহাকে দিদি বলিয়া ডাকাটা লোকপ্রথাসঙ্গত, তাহাকে জোর করিয়া মা বলিয়া ডাকিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। অন্তরের সুগভীর ভক্তিটাই বড় কথা, ডাকাডাকির বাড়াবাড়ি বরং বর্জ্জনীয়।

নারীমাত্রেরই প্রতি মাতৃবুদ্ধি জাগরিত করিতে হইলে নিজের মায়ের প্রতি আগে অপরিসীম ভক্তির উন্মেষ-সাধন প্রয়োজন। আবার, নিজের মাকে নিখিল বিশ্বের মাতার সহিত অভিন্ন বলিয়া ধ্যান জমান প্রয়োজন।

ভগবান মাতারূপে, পিতারূপে, গুরুরূপে এবং আরও নানা রূপে নিয়ত মানুষকে সঙ্গ দিতেছেন। এই মানুষ-রূপ যে মানুষের নহে, পরন্তু ভগবানের, এই কথাটী অন্তরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

কলিকাতা
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিচিত্র সংবাদ সব দিয়াছ। কোথাও সাধু-সজ্জনদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই যদি তাঁহারা জোর করিয়া সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দীক্ষা দিয়া দেন, তবে ত' বলিতেই হইবে যে, ইহা মহতের মধুর লীলা! যাঁহারা এমন করেন, তেমন সাধুদের দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিলে ক্ষতি কি? দীক্ষা জীবনের একটা অঘটন-ঘটনা। ইহাকে কোনও প্রকারেই লঘু হইতে দেওয়া উচিত নহে।

কেহ জোর করিয়া দীক্ষা দিলেই তোমরা নিতে বাধ্য হইবে কেন? জোর করিয়া দীক্ষা দেওয়া অনেক স্থলে নারীর উপরে বলাৎকারের ন্যায় অপরাধ। দীক্ষা যাঁহাদের ব্যবসায়, দীক্ষাদানের মধ্য দিয়া যাঁহারা পার্থিব কোনও স্বার্থ আদায়ের ফন্দী রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে যেন-তেন প্রকারেণ দীক্ষাদান অন্যায় কার্য্য না হইতে পারে কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীরা কেন ইহাকে বৈধ কার্য্য বলিয়া অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে? মানুষ যদি অন্যায়কে মানিয়া লয়, অন্যায়কারীরা কেন দুঃসাহসী হইবে না?

দীক্ষা জীবনের এক সুমহান্ সংস্কার। দীক্ষা পাওয়া জীবনের একটা অতি প্রধান ঘটনা। নারীর জীবনে বিবাহকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে, মানুষ মাত্রেরই জীবনে দীক্ষা প্রায় তদ্রূপ। দীক্ষা

জীবাত্মায় পরমাত্মায় উদ্বাহ। বিবাহ-ব্যাপারে যেমন সংশয়-বর্জ্জিত হইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত, দীক্ষার ব্যাপারেও তাহাই। যে-কেহ জোর করিয়া কাণ টানিয়া ফোঁস করিয়া একটা মন্ত্র ঢুকাইয়া দিলেই তাহা দীক্ষা হইল বলিয়া মনে করা একটা চরম বোকামি। কেহ একটা মন্ত্র লিখিয়া বা শুনাইয়া দিলেই যদি দীক্ষা হইল, তাহা হইলে আকাশে উড্ডয়মান বিহঙ্গমের নিষ্ঠীবন গায়ের উপরে পড়িলে তাহাকেই বা দীক্ষা বলা হইবে না কেন? যা তা ব্যাপারকে তোমরা দীক্ষা বলিয়া মান বলিয়াই না বলাৎকারে দীক্ষাদান এত চালু হইয়াছে!

নোয়াখালীর কৃষ্ণরামপুর আশ্রমে থাকিতে আমি গোস্বামী শ্রেণীর কতিপয় দীক্ষাদাতার কাহিনী শুনিয়াছি। কাহিনী কহিয়াছে তাহারা, যাহারা দীক্ষা নিতে গিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সরলা গ্রাম্য বিধবাকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইতে গিয়া মন্ত্রদান-কালে ইহারা ধর্ষণ করিয়াছেন। দীক্ষা কথাটার উপরে মানুষের এত বড় এক দৃঢ় মোহ ও অনুকূল সংস্কার রহিয়া গিয়াছে যে, এই সকল বলাৎকৃতা রমণীদের মধ্যে অনেকেই ইহাকে দীক্ষা বলিয়া মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশাচার ও লোকপ্রথা এমনই এক অদ্ভুত দুর্ব্বলতার জনক-জননী। ইহা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে তুড়িতে উড়াইয়া দেয়, বিচার-বুদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু গায়ের জোরে দেওয়া দীক্ষাও কি দীক্ষা বলিয়াই মান্য পাইবে? কেন তোমরা সাধু-নামধারী ব্যক্তিদের এই অন্যায় সহ্য করিবে?

শাস্ত্র বলিয়াছেন, এক বৎসর গুরু-পরীক্ষা কর, এক বৎসর

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

শিষ্য-পরীক্ষা কর, তারপরে দীক্ষা নাও বা দাও। এই কথায় নিহিত কোনও গূঢ়ার্থ কি নাই? ইহা কেবলই একটা কথার কথা? কোনও বিশেষ তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কি কথাটী উচ্চারিত হয় নাই?

জানিলে না, চিনিলে না, দীক্ষা নিয়া বসিলে। কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে গুরুর বিরুদ্ধে হাজার নালিশ সুরু করিলে। তোমার সাধন-ভজন অগ্রগতি পাইবে কি করিয়া? জানিয়া-শুনিয়া দীক্ষা নিলে ভবিষ্যতের অনেক জটিলতা আগেই দূর হইয়া যায়।

ঘরের মেয়েকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া ভিন্ন দেশে নিয়া যাইতে পারিলেই যেমন তাহাকে বিবাহের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, পথের ছেলেকে জোর করিয়া ধরিয়া বসাইয়া কাণে মন্ত্র দিয়া দিলেই তাহাকে তেমন দীক্ষা বলিয়া মানা চলে না। তবু যদি তোমরা ইহাকেই দীক্ষা বলিয়া মান এবং এক দিকে বিবেক আর অন্য দিকে লোকপ্রথার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া অন্তর্জ্জ্বালায় জ্বলিয়া মর, তবে তাহার আবার কি প্রতিকার হইতে পারে?

দীক্ষা ব্যতীতও যে ঈশ্বর দর্শন হইতে পারে, এই সত্যের উপরে মানুষের শ্রদ্ধা আসা আবশ্যক। তাহা আসিলেই যেভাবে-সেভাবে জোর করিয়া কেহ দীক্ষা দিলে সেই দীক্ষাকে পরিহার করিবার সৎসাহস আসিবে। দীক্ষা ব্যতীতও যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব, এই বিশ্বাস থাকিলে নিজের মনের মতন গুরু পাইবার জন্য সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সম্ভব হয়।

দীক্ষাদান করিয়া অনেক মহাপুরুষ জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কেহ কেহ কেবল জগতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই নিজেদের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের কণামাত্র সংস্রব না রাখিয়া অগণিত নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছেন। দীক্ষাদানের দ্বারা এক রতি লোকসান, প্রভুত্ব, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা অন্য কোনও স্বার্থলাভ হউক, এই কামনা জীবনে একটী দিনও করেন নাই, এমন গুরুও জগতে নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জোর-জবরদস্তির পথে বা ছলনা-কপটতার দ্বারা কাহাকেও দীক্ষা দেন না। দীক্ষাপ্রার্থীর অন্তরের অকপট আগ্রহই এই সকল ক্ষেত্রে দীক্ষাদানেচ্ছার প্রকৃত নিয়ামক।

অনেক গুরুরা বিশ্বাস করেন যে, যাহারা কিছুতেই ভগবানের নাম লইবে না, তাহাদিগকে জোর করিয়াও যদি দীক্ষা দিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এক সময়ে না এক সময়ে লোকগুলি একটু-আধটু নামজপ করিবেই। এইরূপ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হইয়াও তাঁহারা কখনও কখনও কোনও কোনও লোককে দীক্ষা দিয়া দেন যে; আজ অনিচ্ছার মধ্য দিয়াই নামের বীজ বপন করিলাম, কাল বিপদ-আপদের মুখে মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হঠাৎ দুই চারিবার এই নাম করিতেই হইবে এবং এই ভাবে মাঝে-মাঝে নাম করিতে করিতে এক সময়ে ভগবন্নামের প্রতি অবহেলাপরায়ণ এই ব্যক্তি নামের ভক্ত হইয়া উঠিবে। এইরূপ বিচারের দ্বারাও কেহ কেহ পরিচালিত হইয়া থাকেন যে, জোর করিয়াই যদি দীক্ষা দিয়া যাই, তাহা হইলে শতকরা ত্রিশটী লোক চরিত্রের ঔদ্ধত্যবশতঃ প্রাপ্ত দীক্ষা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু শতকরা ষাট-সত্তরটী লোক ত' ঐ

দীক্ষাকেই প্রকৃত দীক্ষা মনে করিয়া আটক হইয়া গেল! তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মোট শতকরা ত্রিশ জন লোকও কি আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার সঙ্ঘের জয়ধ্বনি করিবে না? কার্য্যকর হিসাবের দিক দিয়া এই সকল অঙ্ক নিতান্তই ভুল নহে। যাহা হউক, যে-কোনও প্রকারে যে-কেহ নিজ শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত রহিয়াছেন বলিয়া তোমাদের কিন্তু কোনও সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হইলে চলিবে না। তোমাদের আমি সহস্রবার বলিয়াছি যে, এই সকল তরল উপায়ে তোমাদের সম-সাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধি চলিবে না।

সমসাধকের সংখ্যাবৃদ্ধি অনেক সময়ে অনেকের নিকটে অতিশয় কামনীয় ব্যাপার। নিজ পরিবেশ পরিবর্ত্তনের দ্বারা সাধনে রুচিবর্দ্ধন যখন লক্ষ্য, তখন এই কামনা মোটেই দূষ্য নহে। পথ পায় না বলিয়া যাহারা চলিতে অক্ষম, অথচ পথ পাইলেই যাহারা ভগবানের দিকে উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিবে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তাহাদিগকে নিজ মতে নিজ পথে আনয়ন-চেষ্টা ততক্ষণ পর্য্যন্ত হিতকারক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই চেষ্টায় মিথ্যা, চাতুরী, ছলনা, প্রলোভন, অতিশয়োক্তি এবং স্বার্থলাভের অভিপ্রায় না মিশ্রিত হয়। তথাপি তোমরা তোমাদের সমসাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিতে যাইও না। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অকপটে তোমরা বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি অন্তরের ভালবাসা ছড়াইতে থাক, সর্ব্বশক্তি লইয়া তোমরা জগদ্ধিতার্থে এবং আত্মকুশলের জন্য গুরুদত্ত সাধন একাগ্রচিত্তে করিয়া যাইতে থাক। সাধনের বলে, সর্ব্বজীবশুভেচ্ছার

ফলে তোমাদের চোখে মুখে প্রেম ও জ্ঞান ফুটিয়া উঠুক, তোমাদের বক্ষে, বাহুতে ব্রহ্মবল জাগিয়া উঠুক। তখন মানুষ বিনা অনুরোধে বিনা প্ররোচনায় তোমাদের সমীপস্থ হইবে, আপন জন আপন জনকে চিনিয়া লইবে। চারিদিকে সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত পরিপুষ্টির জন্য যখন সম্ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত সকল ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি চলিতেছে, তোমরা সেই সময়ে এই বিশ্বাসে অটল নির্ভর রাখিয়া তদগতচিত্তে শ্রীভগবানের একক ও সমবেত সাধন করিয়া যাইতে থাক যে, যাহারা তোমাদের আপন, তাহারা তোমাদের জন্য শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিবে। মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দাও যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘগুলির দ্রুতগতি সংখ্যাপরিপুষ্টির ফলে তোমাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে। বিশ্বাসের বল তোমাদের বাড়ুক, আমাতে তোমরা নির্ভর কর আর নিষ্কাম চিত্তে সকল সঙ্ঘের সকল সৎকাজে যথাশক্তি সহায়তা দান কর। তোমরা গড়িতেছ এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়, জগতের কোনও সম্প্রদায়ই তোমাদের পর **নহে। ইতি—**

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

তোমার এক বৎসর আগেকার পত্রের আজ উত্তর দিতেছি। কয়েক বস্তা পত্র জমিয়া গিয়াছে। সাধ্য কার যে, পড়িয়া শেষ করে। উত্তর দেওয়া ত' তারপরের কথা।

লিখিতভাবে পত্রের উত্তর এক বৎসর পরে দিতেছি বলিয়া ভাবিও না যে, তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে দেই নাই। যখনই ব্যাকুল প্রাণে অন্তরের কামনা জানাইয়াছ, তার সঙ্গে সঙ্গে তদুচিত আশীর্ব্বাদ রওনা হইয়া গিয়াছে। ভ্রমান্ধ চক্ষু বলিয়া তোমরা চর্ম্মচক্ষে কালীর আঁচড়ে পত্রের জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত মনে কর যে, আমি বুঝি কিছুই করি নাই।

দীক্ষাদানের দিনই হয়ত তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, যখন যে সংশয় মনে জাগিবে, তাহাকে অন্তরে পোষণ করিয়া করিয়া ঘূণের মত হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে দিও না। একখানা কার্ডে সকল সংশয় লিপিবদ্ধ করিয়া ডাকে দিবে। আমাকে লিখিত ভাবে তাহার জবাব দিতে হইবে না। পত্র ডাকে দিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তরাত্মারূপী গুরু আপনা আপনি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সব সমস্যার মীমাংসা সুরু করিবেন। দুই, দশ, বিশ বার ইহার প্রমাণও হাতে হাতে পাইয়াছ। তাহার পরেও যে আমার হস্তলিখিত পত্র পাইবার জন্য তোমরা ব্যগ্র হও, ইহা তোমাদের মনের আবেগ বা দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভক্তি-ভালবাসা এক প্রকারের দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে।

তোমরা এই দুর্ব্বলতা দূর কর। সারা দিন খাটিয়াও আমি একশত কি দেড়শতের বেশী চিঠি লিখিতে পারি না। এক দেড়শত

ঠিকানা লিখিতে হইলেও একটা কর্ম্মক্ষম লোকের একদিনের শ্রম লাগিবার কথা। তোমরা প্রতিজনেই পত্রমুখেই প্রশ্নের জবাব পাইবার জন্য অধীর হইও না।

গুরু তোমার অন্তরে বাস করেন। তোমাদের একাগ্রতা সাধনের সহায়তার্থ আমি স্বীকার করিতেছি যে, তোমার সেই গুরু আর আমি এক ও অভিন্ন। বাহিরে গুরুকে যাহা দেখিতে পাও, গুরুদেব মাত্র ততটুকুই নহেন। তিনি তোমাতেও বিস্তারিত, তোমাতেও অবস্থিত। তিনি তোমাতে ঘুমাইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তুমি শিষ্য নাম ধারণ করিয়াছ, আমাতে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া আমি গুরু নাম পাইয়াছি। তুমি ও আমি স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। তোমাতে আমাতে প্রেম করার প্রকৃত মানে হইতেছে নিজেকে নিজে সর্ব্বশক্তি দিয়া সর্ব্ব-মনঃ-প্রাণ দিয়া ভালবাসা। তোমাতে আমাতে প্রেম জমানই হইতেছে আমাদের প্রকৃত গুরু-শিষ্য-সংলাপ। তুমি আমার জন্য, আমি তোমার জন্য, তুমি ছাড়া আমি নাই, আমি ছাড়া তুমি নাই, তুমি আর আমি মিলিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিক বিস্তারিত সর্ব্বতত্ত্ব সর্ব্বসত্য এক অভেদ-সত্তায় পরিণত। ইহাই তোমার আর আমার সম্বন্ধ।

শুধু মুখের কথায় এই সত্যের উপলব্ধি জন্মে না। উপলব্ধির জন্য সাধন করিতে হয়। তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সাধনে লাগিয়া যাও। সাধন করিয়া সত্য জান, সাধন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানকার পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় যে পত্রখানা পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। একদা ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ভাব-প্রকাশের মাধ্যম ছিল, আমরা চাহিতেছি অদূর ভবিষ্যতে সংস্কৃত ভাষাই সর্ব্বভারতের সর্ব্বজনীন ভাষার রূপ পাউক। সুতরাং কেহ সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিখিলে তাহাতে আনন্দ না হইয়া পারে না। পণ্ডিত মহাশয়কে আমার অভিনন্দন জানাইবে।

তোমার বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা দিবারাত্রি নানা সময়ে আমাকে নানা ভাবে দেখিতেছে জানিয়া তাহাদের প্রেমে আমি চমৎকৃত হইয়াছি. ভালবাসা চিত্রকে একাগ্রতা দেয়। সেই একাগ্রতা ভক্তি-ভালবাসার পাত্রকে যে-কোনও সময়ে যে-কোনও স্থানে মূর্ত্তিমান বিগ্রহে পরিণত করিতে পারে। আমাকে যে তোমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাছাড়ের এক জঙ্গলের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় বরবপুতে দেখিতে পাইল, ইহা তাহাদের ভক্তিরই বলে। আমি ত' তখন কলিকাতায় এই জড় শরীর নিয়া বাস করিতেছিলাম।

সিদ্ধদেহী দিব্যশক্তিশালী যোগী মহাপুরুষেরা যে-কোনও সময়ে

দূরদূরান্তরে গিয়া নিজ নিজ প্রিয়জনকে স্থূল রূপেই দেখা দিয়া আসিতে পারেন, ইহা মিথ্যা নহে। এমন কি, একই সময়ে দুই, তিন, চারি স্থানেও যুগপৎ এই বিভূতির খেলা তাঁহারা করিতে পারেন। আমি যোগীও নহি, মহাপুরুষও নহি, আমি তোমাদেরই মতন সাধারণ মানুষ। তোমাদেরই মত আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, শীতাতপবোধ, সুখ-দুঃখবোধ আছে। তথাপি যদি তোমারা কেহ কেহ কখনও কখনও সুদূর স্থানে আমাকে দেখিতে পাইতেছ বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে তাহা তোমাদের দিব্য ভক্তির বলেই সম্ভব হইতেছে। আমি জয়জয়কার দেই তোমাদের সেই অপার অপার্থিব অতুলন ভক্তির, যাহা আমার মতন যোগবিভূতিবর্জ্জিত একটী সাধারণ মানুষকে যোগীশ্বর করিয়া তোলে। ধন্য তোমাদের ভক্তি, ধন্য তোমাদের বিশ্বাস, ধন্য তেমাদের নিষ্ঠা।

ছুটিয়া আমি ঘরে ঘরে যাইব, হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়া আসিব, যুগপৎ শত শত ঘুমন্তের তন্দ্রা ঘুচাইয়া দিব, দেহ একস্থানে বসিয়া থাকিলেও বিদেহী হইয়া সর্ব্বত্র করিব কাজ, ইহাই ত' আমার প্রাণের কামনা। তোমাদের ভক্তিবলে যদি আমার কামনার হয় পরিপূরণ, তাহা হইলে সত্যই তোমরা ধন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

কলিকাতা

হরি-ওঁ ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এগার মাস পরে তোমার পত্রের উত্তর দিতেছি। ইতিমধ্যে এমন অনেক ঘটনা আপনা আপনিই ঘটিয়াছে, যাহা হইতে তুমি তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া ফেলিয়াছ। সকল সময়ে আমি পত্রের দ্বারাই তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিব, তাহা নহে। প্রশ্ন জাগিলে ভগবানই আমার হইয়া নানা ঘটনাবলির মধ্য দিয়া তোমাদের জ্ঞাতব্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন। আমি ত' নিজেকে নিয়ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিবার প্রয়াসে লাগিয়া রহিয়াছি, কেন তিনি আমার হইয়া কতক কতক কাজ তোমাদের জন্য করিয়া দিবেন না?

উদনা, আসারাম্বাড়ী, বেলারামবাড়ী, বনবাজার, বেহালাবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় যে সকল পার্ব্বত্য বস্তি আছে, তাহাতে যেই সকল আদিম অধিবাসী বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে হরিনাম ও প্রেম হইয়া তোমাদের যাইতে হইবে। এক ভাবের ভাবুক তুমি ওখানে মাত্র একজনই আছ বলিয়া মনে কোনও দ্বিধা রাখিও না। কাজে নামিলে দেখিবে, তোমার একাকিত্ব ঘুচাইবার জন্য আপনা আপনি অনেক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া নিজে সাধিয়া পরিচিত হইতেছেন। ভগবানের কাজে নামিলে ভগবান নিজে সঙ্গী হন, ভগবান নিজের গরজে আর দশ জন সাথী জুটাইয়া দেন। লক্ষ্য যখন তোমার সাত্ত্বিক, উদ্দেশ্য যখন তোমার প্রেমের প্রসার, চেষ্টা যখন তোমার

স্বার্থ-গন্ধহীন, তখন তুমি একাকিত্বের জন্য সঙ্কুচিত হইবে কেন?

নিজের প্রাণের গোপন বীণায় গভীর নাদে নামের, প্রেমের, ভক্তি-ভালবাসার ঝঙ্কার জাগাইয়া তোল। নিজে আগে কাণ পাতিয়া সেই মধুর নিঃস্বন শোন। শুনিতে শুনিতে মাদকতায় বিভোর হও। তার পরক্ষণেই দাও কাজে হাত। মদমত্ত হস্তীর সম্মুখে যেমন বিশাল মহীরুহও সমূলে নুইয়া পড়ে, তোমার সমক্ষে তেমন সকল বাধা নুইয়া পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইবে।

বন-বিভাগের ক্ষুদ্র একটা অফিসে তুমি অতি ক্ষুদ্র একটা চাকুরী কর বলিয়াই মানুষ হিসাবে তোমার মূল্য কম নহে। সেই মূল্যের যাচাই হইবে তোমার ঈশ্বর-ভক্তি আর মানব-প্রীতি দ্বারা। স্বার্থপর বড়-চাকুরেরা মানুষ হিসাবে তোমার চেয়ে অনেক ছোট, যদি তুমি নিঃস্বার্থ সেবা মানব-জাতিকে দিতে পার। নিজে যাহাতে কোনও অবস্থায়ই ছোট না হইয়া পড়, তাহার জন্য নিয়ত অন্তরে ঈশ্বরপরায়ণতা এবং জীবসেবাবুদ্ধি জাগাইয়া রাখ। ঈশ্বরের জীব বলিয়া জীবকে সেবা কর, জীবের ঈশ্বর বলিয়া ঈশ্বরকে ভক্তি কর। আর, এইভাবে জীবের সহিত ঈশ্বরের অতি নিকট সম্বন্ধটীকে চিরস্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত কর।

তোমরা সমাজে ছোট, চাকুরীতে ছোট, ধনে ছোট, মানে ছোট কিন্তু মূল্যে ছোট নহ। এই জন্যই ত' তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা অসীম। তথাকথিত ছোটরা যত বড় সেবা দিবার যোগ্য, তথাকথিত বড়রা তাহা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার জন্মদিনে তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। মানুষের দেহ ধরিয়া ভূমিষ্ঠই হইয়াছিলে ভগবানকে পরম আপন রূপে পাইয়া ভগবানের সৃষ্ট জগতের প্রতিটি অণু ও প্রতিটি পরমাণুকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে। তোমার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সেই অভীষ্ট পূরণ হউক।

দেহ শুধুই জড় যন্ত্রমাত্র নহে, ইহা চেতনের প্রকাশে সহায়। সে জড় বলিয়া পরিচিত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেও চৈতন্যস্বরূপ। দেখিবার ভুলে বা বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহাকে লৌকিকভাবে জড় নাম দিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মাণ্ডে জড় কিছুই নাই। সবই চৈতন্যস্বরূপ।

এই উপলব্ধি জাগিলেই তোমার জন্ম সার্থক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা পাহাড়ীদের ভিতরে পরিচয় ও প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া চল। এমন কোন ব্যবসায়-কর্ম্মে তাহাদের সহিত লিপ্ত হইবে না, যাহা দ্বারা তোমাদের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ আহত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কোনও নূতন বিলাসিতার প্রচলন না করিয়া কি ভাবে তাহাদিগকে দৈহিক ও মানসিক শুচিতার দিকে আকৃষ্ট করা যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। তাহাদের জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে কোনও গুরুতর বিপ্লব সাধন না করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নততর আদর্শ ও সুষ্ঠতর জীবন-যাপন-প্রণালীর দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

তোমাদের স্থানীয় সঙ্ঘটীকে যোগ্যতার দিক দিয়া এমন ভাবে তৎপর করিয়া রাখ, যেন প্রয়োজনীয় সময়ে আমার একখানা পোষ্টকার্ড পাওয়া মাত্র চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পথের সর্ব্বত্র বিরাট কর্ম্ম-কোলাহল নিমেষে সুরু করিয়া দিতে পার। সকলে একযোগে কাজ সুরু করিতে পারার মতন যোগ্যতা তোমাদের চাই।

অবশ্য, সেই যোগ্যতা কখনও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সুগভীর প্রেমানুশীলন ব্যতীত লব্ধ হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা আশিস নিও। একটী অবলা নারী হইয়া তুমি যে সঙ্কল্প-বাণী উচ্চারণ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে মহাশক্তি ছাড়া অন্য নামে ডাকিতে পারি না। "আজীবন ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব",—একথা এদেশে অনেক পুরুষেরাও উচ্চারণ করিতে সাহস পায় না। শক্তিময়ী মা আমার, তোমার মহাবীর্য্য সর্ব্বসিদ্ধি করায়ত্ত করিবে, এই আশীর্ব্বাদ করি।

কেবল ভাগ্য, কেবল অদৃষ্ট, কেবল প্রাক্তন,—এই কথা বলিয়া বলিয়াই লোকে বুক চাপড়াইতেছে আর কোষ্ঠী, ঠিকুজী, কররেখা এবং পঞ্জিকা ঘাটিতেছে। অনন্তবীর্য্য যে পরমেশ্বর জীবে জীবে পৌরুষরূপে বিদ্যমান, তাঁহার পূজা কেহই করিতেছে না।

তোমার জীবন পরমশক্তিমানের বীর্য্যবত্তার পূজায় ধন্য হউক।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পিতামাতা তোমাকে বিবাহ দিতে চাহেন, ইহা সুখের কথা। আমাদের দেশে পিতৃমাতৃসেবাই জীবনের মহত্তম ব্রত। পিতামাতার সুখসম্পাদনের জন্য বিবাহে তোমার সম্মতি দান কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা একথা বলিয়া উপহাস করে যে, ভারতীয়েরা বিবাহ নিজের জন্য করে না, করে পরের জন্য। একথা ভাবিয়া তাহারা হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়ে যে, বরবধূ আগে নিজেদের মধ্যে চেনাজানা করিল না, কেহ কাহাকেও ভালবাসিল না, হঠাৎ পিতামাতার ফরমায়েস মত বিবাহ করিয়া বসিল।

যে দেশে বিবাহের পরেই পুত্রটী পুত্রবধূর সম্পত্তি হইয়া যায় এবং পিতামাতার স্নেহের নীড় ছাড়িয়া অন্যত্র নীড় নির্ম্মাণ করে, সে দেশের লোকের বুঝিবার কি সাধ্য আছে যে, বিবাহের মত জরুরী ব্যাপারেও ভারতীয়েরা পিতামাতার মুখাপেক্ষা করে কত বড় এক আদর্শবাদের প্রেরণায়?

ভারতীয় বিবাহ নিজের সুখের জন্য বিবাহ নহে, ভারতীয় বিবাহ সংসার, পরিজন, সমাজ সকলের সুখের জন্য।

এই জন্যই এই বিবাহে পূর্ব্বরাগের রোমহর্ষ নাই কিন্তু সুদীর্ঘকালব্যাপী শান্ত পরিবেশে পরিপুষ্ট সুগভীর-গতি আনন্দময় অধ্যাত্ম-জীবন আছে।

তোমাকেও সেই বিবাহই করিতে হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বিবাহিত জীবন সুখময়, প্রেমময়, আনন্দময় ও অনাময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটী দিনের জন্য গিয়াছিলাম। একটী দিনেই তোমরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছ যে, পাত্র উপযুক্ত হইলে ক্ষণিকের মধ্যে শাশ্বত ফুটিয়া ওঠে, একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদেও অনন্ত আকাশের প্রতিচ্ছবি মিলে। তোমরা প্রমাণ করিয়াছ, নিমেষে অনন্ত কালের অভিযান সুরু হইতে পারে।

জীবকল্যাণ লক্ষ্যে রাখিয়া পরমেশ্বরের একনিষ্ঠ অর্চ্চনায় তোমরা লাগিয়া যাও। বিশ্বের কুশলের জন্য বিশ্বপতির তোমরা পূজা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নগরকীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা, অখণ্ড-সংহিতার পঠন-পাঠন ও সম্ভবত নিজেদের অন্তরের ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য ভাবানুকূল সজ্জন-সমাগম ঘটাইয়া ভাষণাদির ব্যবস্থা দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটীর প্রাণ-কেন্দ্র আলোড়িত করিয়া তোল। ইহার ফলে অনেক সুপ্ত আত্মা জাগিয়া উঠিবে, অনেক উদাসীনের বিবশতা ভাঙ্গিবে, অনেক নাস্তিকের আস্তিক্য আসিবে।

মনে রাখিও, কোনও সাম্প্রদায়িক ভাবের উজ্জীবন করিয়া সঙ্ঘে সঙ্ঘে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঠোক্কর বাঁধাইবার কোনও প্ররোচনা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে। সাম্প্রদায়িকতা বিষ, সাম্প্রদায়িকতা পাপ, সাম্প্রদায়িকতা অন্ধতাবিধায়ক মহাব্যাধি। তোমরা তোমাদের প্রতি কার্য্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বর্জ্জন করিয়া চলিবে। তোমাদের আত্মোন্নতিমূলক চেষ্টাগুলিকেও তোমরা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিবে।

সম্প্রতি আমি আসামের অনেকগুলি স্থান হইতেই পত্র পাইতেছি যে প্রখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্যেরা ধর্ম্ম বিষয়ে ভাষণ দিয়া জনসাধারণের অজ্ঞতা বিনাশ ও ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধন করিতেছেন। ইহা যে অতীব প্রীতিকর সংবাদ, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এমন শুভ সংবাদের

মধ্যে একটু চন্দ্রমা-কলঙ্ক দেখিয়া ভাবিত হইলাম। ধর্ম্মপ্রবক্তারা ধর্ম্মবিষয়ে ভাষণ দিয়া জনগণের মনের আধ্যাত্মিক অনুরাগ প্রবর্দ্ধন করিবেন, ইহাই ত' প্রয়োজন। "সাবধান, তোমরা বিপথে যাইও না, সাবধান তোমরা ভণ্ড গুরুর শিষ্য হইও না, সাবধান তোমরা খাঁটি মাল ফেলিয়া মেকী মালে মজিও না, সাবধান তোমরা যার তার নিকটে দীক্ষা নিও না",— এই সকল কথা প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যদের বলিতে হইবে কেন? এই সকল উক্তি কিসের লক্ষণ?

বছর দুই আগে আমার এক আমেরিকান শিষ্য আমাকে ক্যালিফর্ণিয়া হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমেরিকাতে নাকি একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী ঠিক এই রকম বক্তৃতা দিয়াছেন। মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এমন কথা প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যকে উচ্চারণ করিতে হইবে কেন?

তিন দিন হয় আমার অপর এক আমেরিকান শিষ্যা ফিলাডেলফিয়া হইতে পত্র দিয়াছেন যে, তিনি আমেরিকায় এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত নিভৃত আলাপের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। গুরু সম্বন্ধে কতক বিষয় জানিতে চাহিলে ইনিও নাকি এই মহিলাটীকে এই একই রকম উপদেশ দিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রশ্ন কি জাগিতে পারে না যে, ধর্ম্মাচার্য্য মহোদয়েরা রাস্তায় ঘাটে কেবল চোর আর কেবল বাটপাড়ই দেখিতে পাইতেছেন কেন? তাঁহাদের সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদৃষ্টি লোপ পাইয়া ভণ্ডদের প্রতি এত প্রখর দৃষ্টি পড়িল কেন?

আসল কারণটা কি?

তোমরা যদি কখনও তোমাদের কোনও ধর্ম্মাভিযান-প্রসঙ্গে এইরূপ প্রচার সুরু কর যে, চারিদিকে চোর-বাটপাড়েরা সরল-স্বভাব নিরীহ লোকের চোখে ধূলা দিয়া দীক্ষা দিয়া বেড়াইতেছে, অতএব জনসাধারণ অবিলম্বে সাবধান হউন এবং প্রকৃত সদ্‌গুরু চিনিয়া নিয়া আমাদের দলেই আসুন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, তোমাদের নিজের মধ্যেই অনেক ভণ্ডামি ঢুকিয়াছে। নতুবা তোমরা ধর্ম্মপ্রচারের আসল কর্ত্তব্যগুলি অপেক্ষা দুনিয়ার যত ঠগ বাছিবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ কেন?

আসল কথা এই যে, অসাম্প্রদায়িক সর্ব্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী নাশ পাইলে শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাচার্য্যদের ভিতরেও এই দুর্ব্বলতা জন্মিয়া থাকে যে, যে-কোনও প্রকারেই হউক, জগতের সকল লোককে নিজেরই শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তখন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বুলি মুখে কপচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ের মূলোৎপাটনে বাহুযুগলকে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইতে হয়।

এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি তোমরা পরিহার করিও।

মানুষ নিজের গুরুকে বা সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিয়া গণনা করে। ইহাতে তাহার সাধন-ভজনের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় না, তাহা নহে। এই জন্যই নর-পূজায় আপত্তিকারী অনেক মহাপুরুষকেও শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে শিষ্যদের প্রাণের আগ্রহকে সসম্মান স্বীকৃতি দিতে হইয়াছে। নিজ নিজ পূজাস্থানে নিজ নিজ গুরুমূর্ত্তি রক্ষণ এদেশে এক বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। কাহারও কাহারও পক্ষে ইহার জরুরী আবশ্যকতাও রহিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে লইয়া তোমরা সমবেত উপসনা করিবে, আমার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে তোমরা সমবেত উপাসনা করিবে, তাহাতে আমি আমার প্রতিচিত্র রক্ষার অনুমতি প্রদান করি নাই। একটা ব্যক্তি একটু দূরে সরিয়া গেলে যদি বিশ্বাসী অধিকাংশ আস্তিককে আমার উপাসনা-মণ্ডপে পাই, তবে কেন এই সরিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে না? আমি এই জন্যই আমার প্রতিমূর্ত্তির পূজাকে প্রচলিত হইতে দেই নাই।

এই একটী মাত্র ব্যাপার হইতে তোমারা আমার অন্তরের অসাম্প্রদায়িক লক্ষ্যকে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিও এবং তোমাদের প্রতিটি ধর্ম্মাভিযানে আমাকে তোমাদের সহিত নিয়ত অবস্থানকারী একটী সহযোগী সৈনিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বিশ্বদেবের প্রতি পূজা-বুদ্ধিতে কাজ করিও। তোমাদের অলস, অবশ, বিবশ, বিভ্রান্ত হইয়া অকারণে সময় খোয়াইলে চলিবে না। আজ হইতে প্রতিটি দিন তোমরা কোনও না কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচনায় লাগিয়া যাইবে কিন্তু তোমাদের মধ্যে থাকা চলিবে না সাম্প্রদায়িক কুবুদ্ধি ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অসূয়া। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী তোমাদের প্রেমের আধার। যাহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্বপতির আরাধনা করিতেছে, তাহাদের একজনও বিশ্বের বাহিরে নহে। তাহাদের প্রতিও তোমাদের সম্মাননা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম, বিনয় ও সুজনতা অটুট থাকিবে। তবে তোমরা আমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পুত্রদের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তাহাদের চাকুরীতে দিবে, ইহাতে আমি অন্তরের সায় অনুভব করি না। একবার কাজকর্ম্মে ঢুকিলে আর পড়াশুনা বা জ্ঞানার্জ্জন এই দেশের লোকের বড় একটা হইতে দেখা যায় না। একবার চাকুরীতে ঢুকিলে দেশপ্রথানুযায়ী চাকুরীই জীবনের সার-সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইবে। তার আগেই, যতটুকু বিদ্যার্জ্জন সম্ভব, করিয়া নেওয়া দরকার।

বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করা সম্পর্কেও আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই জাতীয় সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিয়া পুত্রগণ সবল, সুদৃঢ়, সুযোগ্য হইয়া উঠিলে তারপরে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতেন। ইহার একটা মস্ত তাৎপর্য্য এই ছিল যে, গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া পথভ্রান্তি ঘটিয়া গেলেও পূর্ব্বভ্যাস তাহাকে সৎপথে টানিয়া রাখিতে পারিবে। একথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন যে, একবার গৃহী হইবার পরে মাঝে মাঝে উদ্দাম ইন্দ্রিয়-সুখে আত্মোন্নতির স্বপ্ন ভুলিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

যতটুকু শিক্ষা দিতে পার, ছেলেকে শিক্ষা দাও। তোমার

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

স্বচ্ছলতা আছে, পুত্রের বিদ্যার্জ্জনে আগ্রহ আছে, এই অবস্থায় তাহাকে জোর করিয়া চাকুরীতে ঢুকান তাহার প্রতি অবিচার বা অত্যাচার হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

ওঁ-শ্রীগুরু

কলিকাতা

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ওঙ্কারই আমার চিরসুন্দর গুরু হইয়া আমার পথপ্রদর্শন করিলেন, ওঙ্কারকে আমি ব্রহ্মের সহিত অভেদ জানিলাম, এই জন্যই আমি ওঁ-শ্রীগুরু বা জয়ব্রহ্মগুরু কথাটুকু পত্রের শির্ষলেখরূপে লিখি। প্রণবরূপী নিত্যগুরুর নিকট আমার ইহা অন্তরের কৃতজ্ঞতা। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ইহা লিখি না।

হরি-ওঁ কথাটীও এই জন্যই লিখি যে, সব কিছু নিজেতে আহরণ করিয়া ওঙ্কার সর্ব্বময় ও সর্ব্বেশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছেন বলিয়া আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির পটে অন্তরের তুলি বুলাইয়া প্রাণে আনন্দ পাই।

কোনও বৈষয়িক বিষয়ে পত্র লিখিতে তাহার শির্ষদেশে ভগবানের নাম লেখা সঙ্গত নহে। বিষয়ের প্রসঙ্গে মন মলিন হয়, কখনও কখনও বা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সত্যভঙ্গ ঘটে। এমন ব্যাপারের সহিত ভগবানের নামটা উচ্চারণ করিলে একপ্রকার অপরাধ হয়।

কিন্তু জগৎ ও জীবের কুশলমূলক প্রসঙ্গে অথবা ভগবদ্‌বিষয়ে লিখিতে হইলে প্রথমেই ভগবানের পবিত্র একটী নাম লিখিয়া মনকে ভগবৎ-প্রেমরসে সিক্ত করিয়া লওয়া নিশ্চয়ই ভাল।

আমরা ভগবানের নাম প্রথমে লিখিয়া তাপরে চিঠিপত্রের বয়ান সুরু করি বলিয়া কোনও কোনও খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজককে উপহাসোক্তি রচনা করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার সবটাই উপহাসের নহে। জীবনের সর্ব্বকর্ম্মে ভগবৎ-স্মরণের ন্যায় পত্র লিখিতেও ভগবৎ-স্মরণ পুণ্য কর্ম্ম। তবে বৈষয়িক পত্রগুলিতে ভাগবানকে টানিয়া আনা তাঁর নামের প্রতি অমর্য্যাদা প্রকাশ করে। নামের একটা সম্মান আছে। তাহা কেন ভুলিব?

তবে, প্রেম লাভের লোভে যাহারা নাম করে বা লিখে, তাহাদের চিত্তের সাত্ত্বিকী স্পৃহাকে কোনও আইন-কানুন দিয়া বাধাগ্রস্ত করা চলে না।

অনেক বিষয়ী লোককে দেখিয়াছি, প্রাতে উঠিয়া লক্ষ হরিনাম-লিখন-সম্পত্তির জন্য নিজ গদীতে বসিয়া লেখনী চালাইতেছে। এক লক্ষ নাম লেখা হইলে তাহা গুরুদেবের আশ্রমে পাঠাইয়া দিল। তারপরে গুরুদেবের নির্দ্দেশ-ক্রমে তাহা কোনও যজ্ঞাদি উপলক্ষে বা গঙ্গানীরে সমর্পণ করা হইল। কেহ ইহার নাম দেন,—"নমঃ শিবায় ব্যাঙ্ক", কেহ বলেন,—ইহা "নারায়ণ ব্যাঙ্ক", কেহ বলেন,—ইহা "পারমার্থিক ব্যাঙ্ক"। এই ব্যাঙ্কে নাম জমা দিলে লেখকের কুশল হয়, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল।

এই সকল প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কোনও কারণ দেখি

না। কারণ, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে ইহা ঈশ্বর-প্রেমের উদ্দীপক হয়।

ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লোকে দেখিল, তুমি অসুখে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, আর তুমি আস্বাদন করিলে বিজ্ঞানাতীত প্রজ্ঞানের অমৃত, ইহা আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি। যোগীর সমাধিকে বুঝাইতে গিয়া একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক রুগ্ন নরনারীর রোগজ একাগ্রতা হইতে লব্ধ এক দিব্যভাবের বর্ণনা দিয়াছেন। এই সকল রোগ রোগ নহে, ইহা যোগাঙ্গ। তবে এই যোগাঙ্গ নিজের অনুশীলনের ফলে আসে না, আসে ভগবানের করুণা-কণায়। তুমি যে দিব্যাবস্থার আস্বাদন করিয়া তবে রোগশয্যা ছাড়িলে, ইহা তোমার এক মহৎ ভাগ্য। যিনি এই মহাভাগ্য করিলেন তোমাকে দান, তাঁহার চরণে শত শত বার প্রণিপাত কর, জানাও তাঁহাকে কোটি কোটি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

অসুখে পড়িয়া যে সত্যকে জানিয়াছ, এখন শরীরের সুস্থাবস্থায় সেই সত্যকে সর্ব্বজনের অধিকারে আনয়নের জন্য সপ্রেমে কাজে

লাগ। পৃথিবীর একটী মানুষ নীচে পড়িয়া থাকিতে তোমরা কোনও ঊর্দ্ধগমন কামনা করিতে পার না। সকলকে উদ্ধার করিয়া তোমাদিগকে আত্মোদ্ধারের সাধনায় লাগিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমার চেহারায় একটা দীপ্তি আসিতেছে। ইহা ব্রহ্মচর্য্য-সংরক্ষণের তীব্র সঙ্কল্পেরই সুফল। যাহার সঙ্কল্প দ্বারাই এমন হয়, তাহাতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটিলে কিই বা না হইতে পারে?

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যকে অসাধ্য-সাধনক্ষম এবং সকল তপস্যার মূল বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। ইহা অকারণ নহে।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে মুনি, ঋষি এবং দেবতাদের বিভিন্ন আচরণের বিবরণ হইতে তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস বলিয়া মনে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু এক একজন প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষের নানা অসামাজিক বা আধুনিক দৃষ্টিতে নিতান্ত ধিকৃত আচরণের পাশাপাশি আবার সহস্র সহস্র যোগী, মুনি, যতির কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং তৎসঞ্জাত অসামান্য তপঃপ্রভাবেরও

পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত গ্রাম্যভাবাপন্ন শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য বা অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত অমার্জ্জিত প্রথাদির ইতিহাস-সঙ্গত উপকরণ সঞ্চয়ের প্রয়োজনে যেখানেই যাহার ন্যক্কারজনক বর্ণনা থাকুক না কেন, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও সংযমকে সর্ব্বদা আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবার আমাদের অধিকার নাই, প্রয়োজনও নাই। সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে আমরা সত্যকে লাভ করিতে পারিব না; অভ্যুদয় অর্জ্জনে সমর্থ হইব না। সেই আদর্শের ভিত্তিতে যখন ভগবৎ-প্রেমের সাধনা হইবে সুরু, তখন সংযম ও প্রেম মিলিত হইয়া এমন এক অতুলনীয় মহিমার সৃষ্টি হইবে, যাহার পাদপীঠতলে নতজানু হইয়া কাম-কাতর পাশ্চাত্য প্রেমভিক্ষা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পুত্রের নাম রাখিও "পরমসুন্দর"। পুত্রকন্যার নাম রাখিতে সদর্থবাচী ভাল ভাল নাম রাখা সঙ্গত। নামেরও গুণ আছে।

কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয় না বা সত্য সত্য পদ্মলোচন ছেলে কাণা হয় না, তাহা নহে। অনেকে মহাপুরুষদের নামের অনুকরণে পুত্রের নাম রাখে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, কিন্তু পরিবেশ-প্রভাবে ও কুশিক্ষার ফলে এমন পুত্রও অতি অপদার্থ বা পরম পাষণ্ড হইয়া থাকে, এরূপও অনেক সময়ই দেখা যায়। তথাপি নামের গুণ আছে। ছেলের নাম মাগারাম, গুহিরাম না রাখিয়া সুখ-সুন্দর, শুভসুন্দর, প্রেমসুন্দর, প্রেমাঞ্জন, প্রেমকমল, জ্ঞানাঞ্জন প্রভৃতি রাখিলে নামের অর্থ দ্বারা যে মহচ্চিন্তার অনুশীলন সম্ভব হয়, তাহার সুফল ফলে। কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে নাম না রাখিয়া উচ্চভাব-প্রকাশক সহজোচ্চার্য্য শব্দ দিয়া নাম রচনা করা উচিত।

অনেকবার আমি অনেকগুলি চিত্র-প্রদর্শনী করিয়াছি। তন্মধ্যে পুপুন্‌কীর প্রদর্শনীটী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাহাই আমার প্রথম প্রদর্শনী। তাহাতে মাতৃঅঙ্কে একটী শিশুর চিত্র আঁকিয়াছিলাম। নীচে লিখিয়া দিয়াছিলাম,—

"শিশুরে লইয়া কোলে যে চিন্তা করিবে,
এই শিশু জগতেরে সেই বস্তু দিবে।"

তুমি তোমার শিশু সম্পর্কে এই নির্দ্দেশটী পালন করিও। সন্তানকে জগৎকল্যাণকারী ও ঈশ্বরপ্রেমিক করিতে হইলে মাতাপিতার স্বচ্ছ শুদ্ধ চিন্তার প্রয়োজন। এভাবে তোমরা শিশুকে যে সহায়তা দিতে পার, তাহা অতুলন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

ধৃতং প্রেম্না

(২২)

কলিকাতা
হরি-ওঁ ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমরা নাগা জাতির ভিতরে বেশ সুশৃঙ্খল ভাবেই কাজ সুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু নাগাদের মধ্যে যাহারা বিপ্লবপ্রিয়, তাহাদের ভিতরে শান্তি না আসায় এবং তাহাদের রাজসিক কার্য্যকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন আমাদিগকে অনেক কেন্দ্রেই ধর্ম্মপ্রচার ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধনে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। এখনো উলঙ্গ থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া একটা ঘরেই নিশিযাপন করে, এমন অঞ্চলেও আমার সহকর্ম্মীরা দুই একবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। অপরিচয় নিবন্ধন কতকগুলি অনিশ্চিত আশঙ্কা ত' আছেই, তদুপরি উলঙ্গ নরনারীদের সহিত একই গৃহে রাত্রি-যাপন করিতে হইলে তাহার ফলে যে সকল উৎপাতের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার দিকে তাকাইয়া আমি এই সকল অঞ্চলের কাজকে আগাগোড়াই মন্থরগতি রাখিয়াছিলাম। তবু কাজ আগাইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি নূতন। হয় ভারতসরকারের বন্ধুত্ব-স্থাপনের যোগ্যতা কম, অথবা তাঁহাদের বিগ্রহ-পরিচালনের তীক্ষ্ণতা কম, এইরূপ সম্ভাবিত কারণ সমূহের মধ্যে পড়িয়া নাগা-সমস্যা একটা সামাজিক সমস্যামাত্রে পর্য্যবসিত না রহিয়া একটা স্থায়ী অশান্তির রূপ যেন ধারণ করিতে যাইতেছে। এই সময়ে আমাদের পক্ষে

বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাহাদের ভিতরে আমরা কাজ সুরু করিয়াছিলাম, তাহাদের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিব কি প্রকারে?

হঠাৎ কোনও বুদ্ধি বাতলাইলে চলিবে না। অনেকগুলি দিকে ভাবিয়া দেখিবার আছে। তোমরা প্রতিজনে এই দিকে নিজ নিজ বুদ্ধিকে পরিচালিত কর।

শুধু বুদ্ধি পরিচালনেই হইবে না। প্রেমময়ী বুদ্ধি চাই। তোমার স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, নিখিল জগতের প্রতি ভালবাসা, ভগবানের প্রতি ভালবাসা একক মিলিত হইয়া যেন এক ত্রিবেণী-সঙ্গম সৃজন করে, যাহাতে তোমরা নাগা জাতির ন্যায় অনগ্রসর নরনারীদের প্রতি প্রাণের অকৃত্রিম ভালবাসায় পুণ্যস্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইতে পার।

কেবল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে তোমরা হিসাবে ভুল করিবে। বুদ্ধি কুলটার ন্যায় অনেক সময়ে বিপথে চলে। সেবা তাহা করে না। কারণ, সেবাতে প্রেম আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার প্রেমভক্তিমাখা সুমধুর পত্রখানা পাইয়া বড়ই সুখী

হইলাম। প্রেম-ধনে যে ধনী, তাহার আর অন্য কোনও ধনের প্রয়োজন নাই। অন্তরের প্রেম তাহার সকল রিক্ততা দূর করিয়া দেয়। হৃদয়-সরোবরে যাহার প্রেমের কমল ফুটিয়াছে, তাহার আসক্তি, মোহ ও দুঃখ চিরতরে লোপ পাইয়াছে।

পাসপোর্ট-ভিসা পাও নাই, এই জন্য আগরতলা আসিয়া দেখা করিতে পার নাই। কিন্তু বহু রাজ্যে বাস করিয়াও আমরা সকলে একটী মাত্র রাজ্যের অধিবাসী, সেই রাজ্যের নাম প্রেমরাজ্য। এই রাজ্যের রাজা শ্রীভগবান আর প্রজা আমরা সকলে। এই রাজার সহিত আমাদের সকলের সমান সম্বন্ধ, তিনি সকলের সমান আপন, সকলের সমান নিকট, তিনি সকলের প্রাণারাম, হৃদয়াভিরাম, পরমদয়িত। তাঁহাকে দিয়া আমাদের প্রতিজনের অস্তিত্ব, তিনিই আমাদের শ্বাসবায়ু, আমাদের প্রাণ, আমাদের হৃদয়, মন, চিত্ত ও আত্মা। তাঁহার সহিত তোমার ও আমার নিরন্তর ও নিত্য যোগ রহিয়াছে বলিয়াই তুমিও আমার কাছ হইতে দূরে নহ, আমিও তোমার কাছ হইতে দূরে নহি।

তুমি আমাকে গুরু বলিয়া, পিতা বলিয়া জানিয়াছ। কিন্তু তিনি আমার গুরু বা পিতা বলিয়াই আমি তোমার গুরু বা পিতা হইতে পারিয়াছি। সেই পরমপুরুষ তোমার পিতা বা গুরু বলিয়াই তোমাকে আমি শিষ্যা বা কন্যা বলিয়া জানিয়াছি। কেননা, ইহা এক অপূর্ব্ব রহস্য যে, আমি ক্ষণে ক্ষণে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমপুরুষের সহিত নিজেকে একেবারে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। অথবা কেবল ক্ষণে ক্ষণে কেন, আর্ত্তরূপে, ভক্তরূপে, বিস্ময়বিমুগ্ধ

সৌন্দর্য্যপিপাসুরূপে, কাব্যরস-ব্যাকুল খেয়ালীরূপে আমি কখনো অংশে কখনো অনংশে তাঁহার সহিত এক।

এ সম্বন্ধ তাঁহার সহিত তোমাদেরও হইতে পারে। প্রাণকে উন্মুখ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস তোমরা দুইজনেই নিও। যদিও তোমার সহধর্ম্মিণীকে আমি কখনও চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না, তথাপি তোমার পত্রে তাঁহার যে-রূপটী আমার মনঃশ্চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই সৌন্দর্য্য-সুষমামণ্ডিত ও মহিমান্বিত। স্বামীকে স্বেচ্ছায় সংযমের সাধনায় সহায়তাকারিণী নারী সামান্যা নহেন, তাঁহাকে মহাদেবী পরমেশ্বরী বলিয়া আমি পূজা করিব। ভারতে নরনারীর সম্বন্ধকে তাহার চূড়ান্ত গরিমায় তুলিয়া ধরিবার জন্য যাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতেই সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিজনেরই দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মৃতসঞ্জীবনী সুধা, নারী নবজীবনদায়িনী মহাশক্তি। নারীকে অবজ্ঞা করিয়াছে তাহারা, যাহাদের জীবন-বেদে পুরুষের একক আধ্যাত্মিক চরিতার্থতাকেই দেওয়া হইয়াছে ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের উচ্চাসন।

মানুষ মাত্রেই প্রথমে জীব, তার পরে দেবতা। জীব জৈব সুখের কামনায় সংসারের কত কিছু করে। তাহার মধ্যে নরনারীর নিভৃত মিলন একটা বড় দিক্। এই নিভৃত মিলন যদি বিবাহিত নরনারীর জীবনে না থাকিত, তাহা হইলে জীব-ভাবে তাহাদের জীবন হইয়া যাইত বিফল তৃষ্ণার এক মর্ম্মন্তুদ মরুদাহ। নরনারী নিজেদের জীবনের অপর সকল সাফল্য-অসাফল্য ভুলিয়া গিয়া একান্ত নিবিড়ে একান্ত গভীরে একের সহিত অপরে মিলিত হইতে পারে বলিয়াই, তাহাদের সংসার-তাপের একটা মস্ত হলকা সহজ-সহনীয় হইয়া গিয়াছে। জীব জানে যে, এই যৌন মিলন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইহার ফলে নারী ও নরের মধ্যে যে সুগভীর প্রীতির সৃষ্টি হয়, তাহা অনন্ত জীবনের তুলনায় নিতান্তই নশ্বর হইলেও জীবের ক্ষুদ্র পরমায়ুর তুলনায় নিতান্তই অসার ও ক্ষণস্থায়ী নহে। যেখানে নরনারী-মিলনের মধ্য দিয়া প্রকৃত নিবিড় সুখ আস্বাদিত হইয়াছে, সেখানে মুহূর্ত্তের সুখও অনায়াসে দশ বিশ বৎসর ধরিয়া নরনারীর মনে শিহরণ ও পুলক জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ।

পশুপক্ষীর দৈহিক মিলনের সহিত নরনারীর দৈহিক মিলনের প্রকৃতিগত এই একটী বিরাট পার্থক্যহেতু গোড়াতেই মানুষ পশুপক্ষী হইতে উচ্চস্তরের হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং নরনারীর জৈব ব্যবহার মাত্রাকেই পাপ এবং অপরাধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া কোনও লাভ নাই।

অতএব তোমাকে আগে হইতেই আশ্বাস দিয়া রাখিতেছি যে, স্বামী ও পত্নীর মধ্যে জৈব মিলন দ্বারা এমন কোনও পাপ তোমরা

সঞ্চয় কর নাই, যাহার দরুণ পঞ্চতপা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

তোমার সহধর্ম্মিণী এখনও দীক্ষিতা নহেন। অথচ তোমার অন্তরের প্রতিটি উচ্চভাব ও প্রেরণাকে সমদীক্ষিতারই মতন অকাতরে সমর্থন করিয়া যাইতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা, তোমার পক্ষে ভাগ্যের পরিচায়ক। পূর্ণ দেড় বৎসর কাল দুই জনে একত্র বাস করিয়াও সংযম হইতে যে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহারই মধ্যে তোমাদের চরিত্রের মহনীয়তাটুকু ধরা পড়িয়াছে। নিতান্তই অভ্যাসের বশে যেই সময়ে আরও শত শত দম্পতি মাত্র শরীরের সত্ত্বাশক্তিকে দুর্ব্বল করিবার জন্য জাগ্রতে ঘুমন্তে শত শত বার মিলিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছে যে, হায়, হায়, কিছুই ত' হইল না লাভ, কেবল রাত্রি-জাগরণ ও শক্তিক্ষয়ই ত' হইল সার, সেই সময়ে তোমরা দুই জনে দেড়টা বৎসর ধরিয়া পবিত্র সংযম-ব্রত পালন করিয়াছ। ইহাতে কি পরিমাণ যে খুসী হইয়াছি, তাহার কি বর্ণনা করিব? একটী দিনের জন্যও যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিতে পারে, তাহারা ঐ একটী দিনের মতন কিছুটা শক্তি আহরণ করে। তোমরা দুই জনে দেড়টী বৎসর ধরিয়া সংযম-পালন করিয়াছ। তোমাদের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কম নহে। তোমরা যে দেড় বৎসর কাল বিনা বাধায় পবিত্র দাম্পত্য সংযম পালন করিয়া যাইতে পারিয়াছ, তাহা দ্বারাই সূচিত হইয়াছে যে, তোমাদের দ্বারা ইহার অপেক্ষাও অধিকতর সংযম-পালন অসম্ভব নহে। আজ সহসা একটী রজনীতে মনের আবেগ দমন করিতে না

পারিয়া জৈব ভাবের প্রেরণায় মিলিত হইয়া গিয়াছ বলিয়া অনেক অনুশোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। আমৃত্যুই তোমরা সংযমী থাকিবে, এমন ব্রত ত' তোমরা কিছু নাও নাই! আর এমন ব্রতই যদি নিতে হয়, তবে বিবাহ করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তোমরা যে দেড় বৎসর ব্রত-পালন করিতে পারিয়াছ, তাহাই তোমাদের পক্ষে এক মহৎ সামর্থ্যের পরিচায়ক। সুতরাং একদিনের দুর্ব্বলতায় একেবারে হতাশায় এলাইয়া পড়িও না।

এদেশে দাম্পত্য সংযমের একটা মূল্য আছে। সেই মূল্য এমনই অসাধারণ যে, যখন প্রকাশ্য ভাবে লোকে শুনিতে আরম্ভ করিল যে, বিবাহিত হইয়া একত্র বাস করিয়াও কোনও কোনও স্থানে কোনও কোনও সাধক-পুরুষেরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিয়া যাইতে পারিতেছেন, তখন মানুষেরা ইহা মনে করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে যে, এই আচরণ সকলেরই অনুকরণযোগ্য। লোকে মনে করিয়াছে যে, ইহা একমাত্র অবতার-মহাপুরুষদেরই সাধ্য এবং সাধারণের অনুকরণ করিবার সাধ্য কিছু নহে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সাধারণ মানুষেরাই সাধন করিয়া অবতারকল্প হইয়া থাকেন। আর, যাহা অবতারকল্প বিরাট বিরাট ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব, তাহার অংশ হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণ অসম্ভব নহে। মানুষের ভিতরে ন্যস্ত ভগবদ্দত্ত শক্তির সম্পর্কে এই নিতান্ত দুর্ব্বলজনোচিত ধারণা শত শত লোককে অসাধারণ পুরুষদের আচরণের অনুসরণকারী হইতে বাধা দিয়াছে। কিন্তু ভারতের শাশ্বত সাধনা সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কেমন করিয়া জানিনা, তোমাদের ভিতরে দলে দলে নরনারী দাম্পত্য-

জীবনে সংযমকে সুসিদ্ধ করিবার কাজে আগুয়ান হইয়া আসিলে। কর অফিসে বা দোকানে চাকুরী, সারা দিনে সৎকথা শুনিবার অবকাশ তোমাদের কম, নিজেদের অন্তরের পবিত্র সঙ্কল্প গোপন রাখিয়া হইতে হইবে অগ্রসর, তবু তোমরা একজন দুইজন করিয়া একটু একটু করিয়া সফলতা আহরণ করিতে লাগিলে। আমার প্রায় আড়াই বৎসর কালের মৌনকালে যে এক দেড় হাজার দম্পতি আমার সামান্য তপস্যার সহিত যোগরক্ষা করিবার জন্য সংযমব্রতধারী হইয়া, রহিল, তাহা তাহাদের ব্রতের সাফল্যলাভের আগে কেই বা জানিতে পারিয়াছিল? তোমাদের মধ্যে সেই কয়েক জনের দৃষ্টান্ত আজ দাবানলের মতন চারিদিকে তাহার বহ্নিমালা লইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা ভগবানেরই বিধান।

ব্রত লইয়া মধ্য-পথে হারিয়া গিয়াছ, এই মনোভাবের দ্বারা তুমি নিজেকে নিপীড়িত করিও না। গৃহস্থ দম্পতির মধ্যে জৈব ব্যবহার পারস্পরিক প্রীতিধর্ম্মেরই একটা সাধন। তোমার সাময়িক ব্রতচ্যুতিকে তুমি সেই সহজ ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখিয়া কিছুকাল পরে পুনরায় নূতন সঙ্কল্প লইয়া পথ চলা সুরু করিও। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য এই নহে যে, তোমরা চিরকাল ব্রতই পালন করিতে থাকিবে। তোমাদের ঘরে মহাতপা ঋষিদের হউক আবির্ভাব, এই কামনাতেই করিবে তোমরা ব্রত-পালন।

মন হইতে হীনমন্যতা করিয়া ফেল দূর এবং পুনরায় কিছুকাল পর ব্রতারোহণ কর।

তুমি তোমার পত্রে একটী মুচি ছেলের ভক্তির কথা লিখিয়াছ।

পড়িয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ করিলাম। মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস বলিয়া যাহাদের এতকাল ঘৃণা করিয়াছ, তাহাদের ভিতরেও কত যে দেবতা ঘুমাইয়া আছেন, কেহ জানে না। ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা। ইহাই ত' হইয়া রহিয়াছে হিন্দুজাতির হাজার বছরের সংস্কার। তলোয়ারের খোঁচায় মোগল-পাঠান পারিল না ইহা দূর করিতে, লাথির চোটে ইংরেজ বাহাদুর পারিল না ইহা নাশ করিতে। ঘৃণার উৎকৃষ্ট পচা দুর্গন্ধের উপরে আরও শতবাসি মড়া চাপাইয়া তোমরা জগতের সকলের পক্ষে দুর্ভেদ্য এক সমাজ-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছ। আজ তাহাকে ভাঙ্গিতে হইবে প্রেমের বিস্ফোরণে। আজ তাহাকে দগ্ধ করিতে হইবে প্রেমের দাবানলে। আজ তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে প্রেমের প্লাবনে ডুবাইয়া, ভিজাইয়া, মজাইয়া। প্রেমই আজ পরম মহৌষধ। প্রেমের স্পর্শে হাজার বছরের মৃত কঙ্কালে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া অতীত ভারতকে নবসঞ্জীবন দিতে হইবে।

ঘৃণাকে তোমাদের অন্তর হইতে দূর করিতে হইবে আর ঘৃণার উত্তেজক কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে দীর্ঘকালের অনাদৃত এই সকল উপেক্ষিত সমাজ হইতে। পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিয়া কি জুতা সেলাই করা যায় না? আমি যখন ব্রিটিশ ত্রিপুরার রাউথহাটে একজন মুচীকে দিয়াছিলাম আমার কুজাটী ভরিয়া টিউবওয়েলের জল আনিতে, তখন চতুর্দ্দিকের কাঁচা-পাকা চামড়ার গন্ধে আমার সঙ্গীদের অনেকের বমনোদ্রেক হইতে যাইতেছিল। ইহা মুচির প্রতি ঘৃণাবশতঃ নহে কিন্তু তাহাদের জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে যে অশুচিতা যে অপরিচ্ছন্নতা রহিয়াছে, তাহার ফলে। সকলকে আমরা

প্রেমভরে বুকে তুলিয়া লইব কিন্তু তাহাদেরও কি প্রয়োজন নাই স্নাত স্নিগ্ধ সদাচারী হইবার? ডোম মড়া ঘাটে বলিয়া কি পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না? সকলেরই ব্রাহ্মণ্যের অধিকার আমরা স্বীকার করিয়াছি কিন্তু রাস্তার শেয়াল-কুকুর কুড়ানই যার জীবিকা, তার মধ্যেও ত' ব্রাহ্মণোচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা চাই।

প্রাণে প্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইলে প্রেম চাই। শুধু শুষ্ক হিতোপদেশে প্রাণ জাগে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ বারাণসী

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার নানা বিঘ্ন-বিপত্তির সংবাদ জানিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, সকল বিপদ কাটাইয়া সগৌরবে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে সমর্থ হও। বিপদ দেখিয়া ভয় পাইও না। বিঘ্ন-বিপদ না থাকিলে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন ও মহিমাবর্জ্জিত হইত।

তোমার পুত্র তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার দিকে তাকাইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিতেছ কেন? পিতা পুত্রকে লালন, পালন ও শিক্ষাদান করিয়াই খালাস। পুত্রের উপার্জ্জিত অন্নের দিকে পিতা

কেন দৃষ্টি রাখিবে? তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, বর্ত্তমান সভ্য জগতে সকলেই কৃতজ্ঞতাকে অসভ্যতা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে?

আজীবন পুঁত্রের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়াছ। ইহাই তোমার জীবনের সান্ত্বনা হউক। পুত্র তাহার কর্ত্তব্যপালন করিল না বলিয়া দুঃখ করিতেছ কেন?

অবশ্য, বিপথগামী পুত্রকে সৎপথে আনয়ন করাও পিতার কর্ত্তব্য-মধ্যে পড়ে। কিন্তু যেই পুত্রের দার্শনিক মতবাদই এই যে, "পিতা জন্ম দিয়াছেন নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপলক্ষ্যে, সুতরাং পুত্রকে শিক্ষাদান করিয়া জীবন-সংগ্রামের যোগ্য করা তাঁর দায়িত্ব, ইহা করিয়া তিনি এমন মহৎ কাজ কি করিয়াছেন যে, পুত্রকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে", সেই পুত্রকে সৎপথে আনয়ন করার চেষ্টায় আত্মসম্মান-জ্ঞান বাধা দিবে।

আপাততঃ তুমি তোমার পুত্রের সুমতি আনয়নের জন্য নিজে যাচিয়া কোনও কার্য্য করিতে যাইও না। পুত্র যদি কোনও ব্যাপারে সহায়তা চাহে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা দিবার চেষ্টামাত্র করিতে পার। যে পুত্র পিতাকে বাসনার দাস মনে করিয়া নিজেকে পিতার কামেরই ফল-স্বরূপ বলিয়া ভাবিতে পারে, তেমন পুত্রের মতিগতি পরিবর্ত্তনের জন্য একমাত্র ভগবানের কাছে প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই করিবার নাই।

যে পুত্রেরা কামের ক্রীড়নক হইয়া কুহকিনীদের ক্রীতদাসের জীবন-যাপন ক'রে, প্রায় ক্ষেত্রে তাহারাই নিজ নিজ পিতামাতা সম্পর্কে এইরূপ অপরিচ্ছন্ন চিন্তা করিয়া থাকে। আর এইরূপ

যাহাদের চিন্তা, জীবনে কঠোর আঘাত ও লাঞ্ছনার পরে ছাড়া তাহাদের ভুল ভাঙ্গে না। জীবনে যখন হিতবুদ্ধি জাগে, তখন তাহাদের পিতামাতারা হয়ত আর ইহজগতে থাকে না।

অকৃতজ্ঞতার ছায়া বাহিয়া এই ভাবে পুত্রের সংসারে আসে অশান্তি ও নিদারুণ দুঃখভোগ।

পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার প্রতি সকল ক্রোধ, বিরক্তি, ক্ষোভ ও অপ্রসন্নতা দূর করিয়া দাও। আশীর্ব্বাদ কর, কেবল আশীর্ব্বাদ কর। সকল মোহ অতিক্রম করিয়া সে নিজের কর্ত্তব্য নিজে বুঝিতে সমর্থ হউক। ভোগে সুখ নাই, তৃপ্তিও নাই। ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শান্তি। প্রাণ খুলিয়া পুত্রকে কেবল আশীর্ব্বাদ কর, জীবনে তাহার ত্যাগের দীপ্তি ফুটুক, কেবলি ভোগের সুখে ডুবিয়া থাকিয়া সে যেন মনুষ্য-জন্ম মিথ্যা করিয়া না দেয়।

তাহার প্রতি নিমেষের তরেও প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকাইও না। তোমার এই বৃদ্ধ বয়সেও নিজ ভূজবলেই পথ কাটিয়া চলিতে হইবে। পুত্রের নিকটে তোমার কিছুই চাহিবার নাই।

চাওয়া হইতে যত বিরত হইতে পারিবে, ততই তোমার মন শান্ত হইবে। যত প্রত্যাশা করিবে, তত হইবে আশাভঙ্গ, আর তত বাড়িবে বেদনা ও বিষাদ। চাওয়া ছাড়িয়া দাও।

তোমার সকল প্রার্থনা তুমি করিও একমাত্র ভগবানের কাছে। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস নিয়া প্রার্থনা করিও যে, যাহাতে তোমার কুশল, তোমার পুত্রের কুশল, তাহা যেন তিনি করেন। তিনি কি করিবেন, না করিবেন, তাহার পূর্ণ বিচার-ভার তাঁহার উপরেই ছাড়িয়া দাও।

বিজ্ঞান মানুষের পরমায়ু বাড়াইয়াছে। যাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত, টাইপয়েডকে কলা দেখাইয়া তাহারাও আজকাল বাঁচিয়া থাকে। বৃদ্ধ পিতাদের দ্বারা সংসার ছাইয়া যাইতেছে। একদা ইহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পুত্ররত্নদের জন্য অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে, আজ ইহারা সমাজের ভার, জাতির গলগ্রহ। ইহাদের উদরে দেহের অনেক অন্ন তলাইয়া যাইতেছে, ফলে পুত্ররত্ন ভোগ-বিলাসিতা ও জীবনের মান উন্নয়নের দিকে যাইতে বাধা পাইতেছে। এমন সঙ্কটে পাশ্চাত্য মনীষীদের মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি বাহির হইয়া গিয়াছে। "বৃদ্ধদের যন্ত্রণাহীন মৃত্যুদান করিয়া ধরা-পৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দাও,"—এ শ্লোগান উচ্চারণ সুরু হইয়াছে। পুত্র-রত্নদের সুখ-ভোগ-বিলাসের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার মুখে শনিগ্রহরূপে এক এক জন পিতা যে বাঁচিয়া রহিয়াছ, ইহাই ত' বাবা যথেষ্ট অন্যায় হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরে আবার প্রত্যাশা করিবে পুত্রের নিকট হইতে সেবা, যত্ন, গ্রাসাচ্ছাদন ও কৃতজ্ঞতা? দুরাশা ছাড়িয়া দাও।

সকল আশা ন্যস্ত কর ভগবানে এবং প্রার্থনা কর,—হে প্রভু, আমার নিজের সুখের জন্য আর আমি কাঁদিব না কিন্তু ভ্রান্ত পৃথিবীর বিভ্রান্ত মানবকুলের প্রাণে এই সত্য জাগাইয়া দাও যে, ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই সুখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যদিও উনসত্তর বৎসর বয়সে দীক্ষা নিয়াছ, তবু তোমার এক মহাবল এই যে স্বামী ও পত্নী এক সাধনের সাধক হইয়াছ। এখন সকল অতীত চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সাধন-সাগরে ডোব। এই বয়সেও অশেষ শ্রম করিয়া তোমাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এজন্য মনে দুঃখ নিও না। সকল শ্রমের ফাঁকে সেই পরমপ্রেমময় প্রভুর মঙ্গলমধুমাখা নাম অবিরাম স্মরর করিয়া যাইতে থাক। সমগ্র পৃথিবীকে অশান্তির অনলে দগ্ধ হইয়া যাইতে দেখিলেও তুমি এক কণা চিত্তদৌর্ব্বল্যকে অন্তরে ঠাঁই দিও না। নামের কৃপায় তোমার মধ্যে অপার শান্তি, অসীম তৃপ্তি, অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উন্মেষ হইবে। শুধু লাগিয়া থাক।

দুশ্চরিত্র পুত্র তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া মায়া-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনে রত হইয়াছে দেখিয়াও মনকে কণামাত্র নিরানন্দ হইতে দিও না। ভগবানের মঙ্গলময় নাম তোমার নিখিল-আনন্দ-কন্দ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সহস্র দুঃখ, দুর্গতি, বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও নামের তরী নির্ভয়ে বাহিয়া যাও। পালই ছিঁড়ুক, মাস্তুলই ভাঙ্গুক আর নৌকাই ডুবুক, তুমি তোমার দাঁড় বাওয়া ছাড়িও না। যার নাম নিয়া নৌকা ছাড়িয়াছ, তিনি ডুবন্ত নৌকা টানিয়া তুলিতে জানেন, ভাঙ্গা মাস্তুল জোড় দিতে পারেন, ছেঁড়া পালকে নূতন করিয়া গড়িয়া দিতে তিনি সমর্থ। আমার পিতৃ-দেবের একটা গান আছে,—

"তুমি যদি রাখতে নার,
ডুব্‌ব,
তাহে নাই ভাবনা।"

একেবারে ভাবনাহীন হইয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে পরিবার ছল, চাতুরী, মিথ্যার ধার ধারে না, উপবাসে কাল কাটাইতে হইলেও লোকের নিকটে যাচক হইয়া দাঁড়ায় না, সৎপ্রসঙ্গ, সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাবান, সাধন-ভজনে যাহাদের অন্তরের রুচি প্রগাঢ়, তেমন পরিবারের কন্যা তোমার বিবাহের পাত্রী রূপে নিশ্চিয় শ্লাঘনীয়া হইবে। দুই জন দুই জাতিতে বা দুই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই যে এরূপ বিবাহ আপত্তিজনক হইবে, আমি তাহা মনে করি না। বিবাহের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা সফল করিতে হইলে এইরূপ পরিবারের মেয়েকেই বধূরূপে পাওয়া সঙ্গত।

তুমি বাঙ্গালী আর পাত্রী পক্ষ অসমিয়া বলিয়া তোমার মাতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য গুরুজনেরা যে আপত্তি তুলিয়াছেন, কতকটুকু বিদ্বেষ এবং কতকটুকু অবিশ্বাসই মাত্র তাহার ভিত্তি। এইরূপ বিবাহ দুই চারিটি হইয়া যাইবার পরেও যখন দেখা যাইবে যে, শান্তিভঙ্গ হইতেছে না, তখন আস্তে আস্তে আশঙ্কা ও ভীতি দূর হইয়া যাইবে। জাতিতে জাতিতে মিলনের পক্ষে বিবাহও একটা উপায়, যদিও অন্যান্য উপায়গুলি ইহা অপেক্ষা ব্যাপকফলপ্রসূ। আন্তঃসামাজিক বা আন্তর্জাতিক বিবাহ হাজারে হাজারে হইতে পারে না, কোনও সমাজেরই অর্থনৈতিক কাঠামো তাহার ঠিক ঠিক অনুকূলও নহে। এই জন্য জাতিতে জাতিতে মিলন-সাধনে শাস্ত্রিক, শৈল্পিক, নাট্য-কাব্য-সাঙ্গীতিক ও জনসেবামূলক আদান-প্রদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর। তথাপি পারস্পরিক বৈবাহিক আদান-প্রদানের মধ্যেও একটা শুভফল রহিয়াছে।

বিদ্যাকূটের বর্ম্মণ-বংশীয় আমারই বাঙ্গালী এক শিষ্য-কন্যার সহিত বিহারের এক ভূমিহার-পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। ইহারা সুখেই আছে। আগরতলার ক্ষত্রিয়খ্যাতা ত্রিপুর-বংশীয়া অপর এক শিষ্যার সহিত দিল্লীর একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাহারাও সুখেই আছে। ব্যক্তিগত ভাবে এভাবে সুখে থাকা কঠিন কথা নহে। কিন্তু যেই বিবাহ দ্বারা নিজ সমাজের লোকেদের কাছ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, সেই বিবাহ জীবন-সংগ্রামকে কঠোরতর করিয়া দিতে পারে। আন্তঃ-প্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক বিবাহের সম্মুখে এইটা একটা নিদারুণ চ্যালেঞ্জ। বিদেশে গিয়া যেই সকল হিন্দু-সন্তান ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মেণ বা রাশিয়ান বধূকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রামের দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কেহই স্ব-সমাজে মিশিতে পারেন নাই।

তথাপি আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিবাহের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী, অসমিয়া, মৈথিলী ও উড়িয়া এই চারি প্রান্তের বর ও বধূদের বিবাহ-মিলনের মধ্য দিয়া একত্ব স্থাপনের চেষ্টার সাংস্কৃতিক সুফল অনিবার্য্য।

সুতরাং তুমি একটী অসমিয়া পরিবার হইতে তোমার ভাবী বধূ সংগ্রহ করিতে যাইতেছ দেখিয়া আমি অপ্রীত হই নাই। কিন্তু সহসা কোনও কাজ করিও না। কাল-প্রতীক্ষা কর। আজ যাহাকে চিন্তা রূপেই মাত্র সাথী পাইতেছ, বাহিরের পরিস্থিতিতে সে তোমার জীবন-সাধনার গতিপথে আনুকূল্য কতটুকু করিতে পারিবে, তাহা

দেখিবার জন্য সামান্য সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। প্রেম তোমার বিশ্বব্যাপী হইবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিবারের কন্যা তুমি বিবাহ কর আর না কর, তাহার সহিত তোমার জগদ্ব্যাপী প্রেমের অবাধ বিস্তারের কোনও অনুকূল বা প্রতিকূল সম্বন্ধ নাই। বিশ্বের সকলকে ভালবাসার দরুণ তুমি তোমার প্রচলিত গণ্ডীর বাহিরে গিয়া বিবাহ করিতেও পার, কিন্তু বিবাহ যদি তোমার প্রচলিত গণ্ডীর ভিতরেই থাকে, তবু তুমি বাহিরের সকলকে এক কণা কম প্রেম দিবে না, ইহাই তোমার সঙ্কল্প হউক। বিবাহ তুমি কর আর না কর, জীবন তোমার প্রেমময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর কয়েকবার তোমার প্রেরিত ভক্তিঅর্ঘ্য পাইয়াছি এবং তাহা তোমার অভিলষিত কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি। তোমার এই ত্যাগশীলতার জন্য তোমাকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি। অভিনন্দন এই জন্য যে, চিত্তবৃত্তির শুদ্ধি সম্পাদন না হইলে ত্যাগের রুচি ও সামর্থ্য আসে না। আশীর্ব্বাদ এই জন্য যে, সমগ্র জগতের সর্ব্বজনের কুশলের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদুক এবং

যেখানে যেভাবে পার দুঃখী, আর্ত্ত, বিপন্নকে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি জানিয়া তাহাদের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ হইয়া দিনের পর দিন আরও পুণ্যতরা, শুদ্ধতরা হও।

অন্তরের শুচিতাকে কেবল নিজের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া পতি, পুত্র, পরিজন সকলের মধ্যে তাহা প্রসারিত করিবার যোগ্যতা তোমার হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কন্যার অসবর্ণ বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়া তোমরা যে সকলে মরমে মরিয়া আছ, ইহা আমি উপলব্ধি করিয়া তোমাদের বেদনায় ব্যথা অনুভব করিতেছি। তবে ইহার মধ্যেও ভাল সংবাদ এই যে, তোমাদের মেয়ে তোমাদের কথা ভোলে নাই, কৃতজ্ঞতা সহকারে সর্ব্বদা তোমাদের কথা স্মরণ করে এবং নিজ সাধন-ভজনে অত্যন্ত উন্নত হইতে চলিয়াছে। দেহের মধ্যে তাহার মনটা ক্ষণকালের জন্যও নামে না। বিবাহই করিয়াছে কিন্তু ইতর সুখ-ভোগের প্রতি তাহার আদৌ লালসা নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতিমুখিনী এই গতি

অনেকাংশে সম্ভব হইয়াছে তাহার সমভাবের ভাবুক পতিলাভে। এই দিক দিয়া সে লাভবতীই হইয়াছে।

কিন্তু তোমরা তোমাদের নাড়ীছেঁড়া ধনকে সামাজিক ভাবে কাছে ডাকিয়া আনিতে পার না, আদর বা সমর্থন জানাইতে পার না, তোমাদের কোমল-হৃদয়া কন্যাও তোমাদের কাছে আসিতে সাহস পায় না। ইহার ফলে যে অন্তর্জ্জ্বালা চলিয়াছে, তাহা উভয়তঃই ক্ষতিকর।

অসবর্ণ বিবাহের পূর্ণ সমর্থক হইয়াও আমি এই কারণেই দুরন্ত রকমের সাংস্কৃতিক পার্থক্য-কণ্টকিত দুই অসবর্ণ বংশের মধ্যে বিবাহ অনুমোদনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তোমার পরলোকগত স্বামী নিজ কন্যার মনোভাবের দিকে তাকাইয়া অনেক আগেই এই বিবাহে পরোক্ষ সম্মতি দিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি। এই জন্যই এই বিবাহে বাধা সৃষ্টিতে আমার মন সায় দিতে পারে নাই।

সামাজিক ভাবে মিলিতে পার আর না পার, দূর হইতে তুমি তোমার কন্যাকে অবশ্যই আশীর্ব্বাদ করিও। যতটুকু বুঝিয়াছি, জান্তব সুখের হীন তাড়নায় সে এমন কাজ করে নাই, তাহার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক। সমাজে পতিতা হইয়াও যদি কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তবে তাহার দ্বারা সমাজের পরোক্ষ হিত অবশ্যম্ভাবী। এই দিক হইতে বিচার করিয়া তুমি তাহাকে অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

বারাণসী

হরি-ওঁ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যেখানে আমার শরীর যায় নাই, কণ্ঠ কথা কহে নাই, সেখানেও আমার লেখনী পৌঁছিতে পারে। যেখানে আমার লেখনীর মসী শুকাইয়া গিয়াছে বা পথ হারাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, সেখানেও আমার বিদেহী আত্মার অমোঘ স্পন্দন নিজের প্রতাপে নিজের পন্থা তৈরী করিয়া নিতে পারে। আমি আমার অকপট চিন্তার অব্যর্থ শক্তিতে বিশ্বাসী। তোমাদের আমি ইহারই বলে আপনার আপন রূপে পাইয়াছি।

অস্বীকার করিতে পারিবে এই কথা?

কেহ ত' যায় নাই তোমাকে বলিতে যে, আমার নামে এই পৃথিবীতে একটা মানুষ আছে। কেহ ত' যায় নাই তোমার নিকটে গ্রন্থরাজি লইয়া, যাহাতে আমার প্রিয় চিন্তা-নিচয়ের কতক নিদর্শন রহিয়াছে। তবু তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ, আমার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের সহিত তোমার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন মিলাইতে চাহিয়াছ, তোমার পৃথক্ ব্যক্তিগত সত্তাকে আমার সত্তার মধ্যে বিলীন করিয়া তোমাতে আমাতে অনির্ব্বচনীয় ও শাশ্বত একত্ব স্থাপনে যতমান হইয়াছ। ইহা কিসের ফলে?

তুমিও তোমার চিন্তাকে একাগ্র কর, স্বচ্ছ, সুন্দর, সরল কর,

কুটিলতা, কপটতা, ভান হইতে মুক্ত কর,—তোমারও প্রাণের আকর্ষণে নিখিল ভুবন তোমার সমীপস্থ হইবে।

আমি তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটীতে একবার শীঘ্রই যাইব। গ্রামই বল আর বাজারই বল কিম্বা একটী রেলষ্টেশানই বল, যে হিসাবেই বিচার কর, স্থানটী ঐহিক দিক দিয়া কোনও গুরুত্বের দাবী করিতে পারে না। এখনও সেখানে সেই আদিম যুগের অসংস্কৃত জীবনই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাপি আমার লোভ, হয়ত কোনও প্রাচীন বৃক্ষকোটরে একটী জীর্ণ পিপীলিকার বুকের স্পন্দনে নিখিল বিশ্বের দুঃখহর প্রেম খুঁজিয়া পাইব, যাহা রক্তচক্ষু ক্রুদ্ধ-মেজাজ মদমত্ত শত কুঞ্জরের ঈর্ষ্যাদগ্ধ বক্ষপঞ্জরে শান্তির অমিয় সিঞ্চন করিয়া তাহাকে ভাবান্তর, রূপান্তর ও জন্মান্তর প্রদান করিবে।

সেই লোভেই ক্ষুদ্রদের এত ভালবাসি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমর পত্রে একটী সংবাদ পাইয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। দুই মাস সময়ের মধ্যে তোমরা সর্ব্বজনীন পঁচিশটী সমবেত উপাসনা

করিয়াছ। প্রতি সপ্তাহে একটী করিয়া উপাসনা ত' তোমাদের বাঁধাই আছে, তাহা ছাড়াও সতেরটী সমবেত উপাসনা করিয়াছ। ইহা তোমাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এই সংবাদটী আমাকে দাও নাই যে, প্রতি উপাসনাতেই উপাসকেরা জনে জনে কিছু কিছু করিয়া পূজার উপচার হাতে হাতে নিয়া আসিয়াছিলেন কিনা। আমাদের সমবেত উপাসনা কেবল সমাসনে বসিয়া সমকণ্ঠে ভগবদুপাসনাই নহে, উপাসনার আয়োজনটুকুও আমাদের প্রতি জনের সম্মিলিত সেবার মধ্য দিয়া আপনা আপনি হইয়া যাইবে। কেহ যদি নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও এই কর্ত্তব্য আমাদের যেমন, কেহ যদি পিতা-মাতার শ্রাদ্ধীয় কর্ত্তব্য হিসাবে সমবেত উপাসনা করে, তবে তাহাতেও এই কর্ত্তব্য আমাদের তেমন। সকলে একত্র মিলিত হইলেই সমবেত উপাসনা হয় না, সকলের সহযোগও মিলিত হওয়া চাই। কেহ দূর্ব্বা আনিবে, কেহ বা আনিবে ফুল, কেহ নাড়ু আনিবে ত' কেহ আনিবে ফল।

ভোগ-নৈবেদ্যের ব্যয়ের ভয়ে অনেকে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হয় না। এই ভয়টা সকল সময়ই যে মনের অনুদারতার ফল, তাহা নহে। কখনও কখনও ইহা অসাধারণ দারিদ্র্যেরও ফল। যেই সকল স্থানে সংক্রামক ব্যাধি আছে, সেই সকল স্থানে ভোগ-নৈবেদ্যে আপত্তি নিতান্তই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত।

সুতরাং ভোগ নৈবেদ্যের দিক দিয়া কেহ কিছু না করিলেও একমাত্র ফুল-বেলপাতা দিয়াই যে সমবেত উপাসনা হইয়া যাইতে পারে, এই বিষয়ে তোমাদের সুদৃঢ় প্রতীতি থাকা আবশ্যক।

শত জনের শুভ সমাগত হউক, শত কণ্ঠে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হউক, শত জনের ক্ষুদ্র সহযোগ মিলিয়া কাজটুকু সম্পন্ন হউক। ইহাই সমবেত উপাসনার আদর্শ।

সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া জীবে বাড়ুক প্রেম, প্রাণে প্রাণে হউক মিলন, অপগত হউক অনর্থমূল আত্মকলহ, যাহা স্বার্থপরতারই কুফল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একথা সত্য যে জগতের সর্ব্ববস্তু প্রণবে বিধৃত রহিয়াছে এবং প্রণবই সকল বস্তুর স্বরূপ। কিন্তু এই যুক্তিতে তোমরা উপাসনার পূজার বিগ্রহরূপে প্রণবের স্থানে বা তাহার সহিত প্রতিযোগিতা কি সহযোগিতা করিবার জন্য অন্য বিগ্রহও বসাইয়া নিবে বলিয়া যে মনে করিতেছ, ইহা তোমাদের বুঝিবার ভুল জানিও। উপাসনার আসনে কোনও বিগ্রহ রাখিবার তাৎপর্য্যটা কি? নেত্র-নিমীলনের পূর্ব্বে এবং উন্মীলনের পরে বারংবার তোমাকে তোমার জপনীয় মন্ত্রটী স্মরণ করাইয়া দেওয়াই কি ইহার আসল উদ্দেশ্য নহে? এই

কারণেই নানা প্রতীক এক সঙ্গে বসাইয়া বা প্রণবের বদলে অন্য কোনও প্রতীক বসাইয়া উপাসনা করা সঙ্গত নহে।

তোমরা অনেকে আমাকে প্রণবের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাক। আমি নিজেও নিজেকে তাহাই বলিয়া জানিয়াছি। কিন্তু প্রণবের পরিবর্ত্তে আমাকে পূজা করিবে বলিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে সম্মতি জানাইতে পারিলাম না। যিনি যখন ভগবানকে যেই ভাবে প্রচার করিয়াছেন, আমাদের দেশে তিনি কিছুকাল পরেই তাঁহারই অবতার বা অভিন্ন স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের প্রচার করিলেও তিনি শিবপূজারই প্রধানতম এক প্রসারক, ইহা তাঁহার শিষ্যবর্গকে দেখিলেই বুঝা যায়। দশনামী সাধুদের মঠে মঠে শিবলিঙ্গ পূজিত হইতেছেন। ইহার ফলে শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়াও পূজা করা হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণভজন প্রচার করিলেন। এখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। বিশেষত্ব এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মধ্যে এমন এক নূতনত্ব সঞ্চার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যুগপৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। যিনি যাঁহার প্রচারক, তিনি তাঁহার সহিত অভিন্ন, ইহা তত্ত্বতঃ সত্য। সুতরাং এই ভাবে তাঁহাদের পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে।

নিশ্চয়ই আমি প্রণবের সহিত অভিন্ন। কিন্তু আমার পূজার প্রবর্ত্তন তোমরা করিও না। প্রণবের পূজার মধ্য দিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহি, আমার পূজার মধ্য দিয়া নহে। ইট, কাঠ, পাথরের

মধ্যেও ভগবানকে আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিলে সেই পূজা ভগবানে পৌঁছে। এই জন্যই মানুষ-পূজাকে ভারতবর্ষ দূষ্য মনে করে নাই। বরং পূজিত মানুষের সহিত পূজক মানুষের রূপে, গুণে, প্রকৃতিতে সমতা আছে বলিয়া মানুষ-রূপে ভগবানকে ভাবিতে এই দেশের লোক সহজে প্রণোদিত হয়। এত এত অবতারের পূজা প্রবর্ত্তন এই ভাবেই অতি সহজে হইয়া গিয়াছে। আর এই দেশ এতই সহনশীল যে, হাজার হাজার অবতার ও ঈশ্বরকল্প পুরুষদের পরে আরও নূতন দুই চারি দশটী অবতারের সমাগম ঘটিলে ইহা নিয়া কেহ মাথা ফাটাফাটি করিবে না। প্রথমে একটু-আধটু টীকাটিপ্পনী করিয়া প্রতিবাদ কেহ কেহ করিলেও শঙ্খঘণ্টাধ্বনির তলায় তাহা কয়েক মাসেই চাপা পড়িয়া যায়। সুতরাং ইচ্ছা করিলে আমাকে অবতার রূপে পূজা সুরু করিয়া দিলে সেই চেষ্টা বিফল প্রয়াসে পরিণত হইবে বলিয়া তোমাদের ভয় পাইবার কিছু নাই।

কিন্তু সেই পূজা আমি চাহি না।

তোমরা আমাকে অফুরন্ত ভালবাসা দিয়াছ। তোমাদের পক্ষে আমার প্রতি অদেয় কিছুই নাই। তোমরা তোমাদের যুক্তি, বিচার, ব্যক্তিত্ব সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে ভালবাসিতে পারিয়াছ। ভালবাসা যখন এমন হয়, তখনই তাহা সার্থক। আমি স্বীকার করিব যে তোমাদের ভালবাসা অতুলনীয়, অপার্থিব ও অকপট। তোমাদের প্রেম আমার শ্লাঘনীয় সম্পদ। কিন্তু ঘরে ঘরে অবতার বলিয়া পূজিত হইতে আমি চাহি না।

অকুণ্ঠ কণ্ঠে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি নিজেকে ব্রহ্ম,

বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধিতে পাইয়াছি। আমি নিজেকে তাঁহার সহিত অভেদ বলিয়া জানিয়াছি, যাঁহার কাছ হইতে এক এক মহাপ্রলয়ের পরে পরে এক এক জন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন। কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে যিনি ছিলেন, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিলয়ের পরেও যিনি থাকিবেন, আমি তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তায় নিজেকে দেখিয়াছি, নিজেতে তাঁহাকে পাইয়াছি। তথাপি আমি ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা পাইতে চাহি না।

এ পূজা করিলে তোমাদের পাপ হইবে, তাহা নহে; দোষ হইবে, তাহাও নহে। কিন্তু তথাপি এই পূজা আমি চাহি না।

আমি চাহি, কোটি কোটি দুঃখদুর্ভাগ্যপীড়িত অনন্ত আগত-অনাগত জীবের মধ্যে আমাকে দেখিয়া তাহাদের সেবার মধ্য দিয়া আমাকে তোমরা পূজা করিতে সমর্থ হও। সেই পুজার পুষ্পদল হইতেছে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, জ্ঞান ও প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

ওঁশ্রীগুরু

বারাণসী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা ভক্তিমাখা পত্রখানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আগরতলাতে তোমরা গিয়াছিলে আমাকে দেখিতে যে কত কষ্ট স্বীকার করিয়া, সেখানে তোমরা কত কষ্ট স্বীকার

করিয়া যে কয়েক দিন বাস করিয়া আসিয়াছ, আর কত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছ, সব ভাবিয়া তোমাদের অপার অসীম অতুলন প্রেমে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। প্রেম অকপট না হইলে এ কষ্ট কেহ স্বীকার করিতে পারে না। অথচ তোমরা হাজার হাজার জনে এই কষ্টটা হাসিমুখে সহিয়াছ।

দুঃখ করিয়াছ, আমাকে অতি অল্প সময়ের জন্য দেখিতে পাইলে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখ, আমাকে যাহাতে অনন্তকাল ধরিয়া দেখিতে পাও, তাহারই ব্যবস্থাটা আমি করিয়া রাখিয়াছি কিনা। তোমাদের প্রেমময় চিত্ত তাহা বুঝিবে। অন্যের তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমাকে তোমরা যেমন করিয়া ধ্যানের দেবতা করিয়াছ, আমিও তেমনই করিয়া নিত্যদিন তোমাদেরই ধ্যান করি। যখনই আমি যাহা-কিছু করিতেছি, বলিতেছি, ভাবিতেছি, তাহা কেবল তোমাদের পানেই তাকাইয়া। যাহাতে তোমাদের নাই কুশল, তাহা করিবার আমার সাধ্য কোথায়? তোমাদের মধ্যে আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। যাহা ভাবি, বলি, করি, তাহার সবই তোমাদের জন্য।

এই জন্যই ত' অতিশ্রমে আমার ক্লান্তি নাই।

তোমাদের প্রতি জনের ভিতরে সুপ্ত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠুন। তোমরা প্রতি জনেই যে জগদুদ্ধারকারী পতিতপাবন মহাপুরুষ, ইহা তোমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও। আমারও জগদুদ্ধারকারী মহাপুরুষ হইবার ইচ্ছা ছিল, পতিতপাবন দীনতারণ হইবার সখ ছিল। কিন্তু তোমাদের প্রতি জনের মধ্যে সেই অলোকসামান্য দৈববিভূতির

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

বিকাশ ঘটিবার আগ পর্য্যন্ত আমি সাধারণ মানুষটীই থাকিতে চাহি। কবে তোমরা প্রতি জনে জগদুদ্ধারের কাজে আগুয়ান হইয়া আসিবে, তাহা আমাকে আগে বল। তরুণ কৈশোরেই তোমাদের বলিয়াছিলাম, "তোরাও যা, আমিও তা।" তোমরা জগদুদ্ধার-কাজে লাগিবার পরেও সেই একই কথা কহিতে চাহি, "তোরাও যা, আমিও তা।"

তোমাদের কাছ হইতে আলাদা হইয়া আমি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে চাহি না। অমরার অমৃত আমি সকল জাতির সকল দেশের সকল কালের সকলকে লইয়া একত্র আস্বাদন করিতে চাহি। তাই আমি অমৃতভাণ্ড হাতে লইয়া ওষ্ঠপ্রান্তে আনিয়াও কেবল তোমাদের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সঙ্ঘবদ্ধতা কেবল বড় বড় কাজের বেলাই প্রয়োজন আর ছোট ছোট কাজে সঙ্ঘবদ্ধতার অনুসরণ করিবে না, তাহা নহে। ছোট্ট কাজটীও দশের চেষ্টায় সমাধা হউক। ইহার ফল শুভ। ছোট্ট ছোট্ট কাজে দশ জনের মিলিবার অভ্যাস একবার আসিয়া গেলে বড় বড় কাজ ঝড়ের বেগে আপনা-আপনি হইয়া যায়। সঙ্ঘবদ্ধতার

অভ্যাস মজ্জাগত না হইলে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিগত অহমিকা না কমিলে, কেবল কি বক্তৃতা দিয়া বড় বড় কাজ হয় বাবা? ছোট ছোট কাজে মিলিবার অভ্যাসের দ্বারা পারস্পরিক প্রেম বৃদ্ধি পায়। ইহাই সঙ্ঘবদ্ধতার বড় লাভ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—; প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্যকার সংবাদপত্রে একটী খারাপ সংবাদ পাঠে এই পত্র লিখিতে প্ররোচিত হইলাম। কোনও একটী সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ধর্ম্মসঙ্ঘের একজন ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধ প্রচারক মেদিনীপুর জেলার একটী গ্রামে একটী অপরিণত-বয়স্কা বালিকার মর্য্যাদাহানি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব দূর হইতে নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই, এমন কি নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরাও প্রকৃত সত্য জানে কিনা জানি না। কারণ, এই জাতীয় অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যেমন শক্ত, মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করাও তেমন শক্ত। আসল সত্য-মিথ্যা জানেন কেবল ঈশ্বর, অভিযুক্ত ব্যক্তি আর তথাকথিত ধর্ষিতা বালিকা।

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই জাতীয় অভিযোগ যাহাতে

কখনও কোনও সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মীর নামে না উঠিতে পারে, তাহার জন্য আগাগোড়া একটা অসামান্য সতর্কতা রাখিয়া চলা চাই। মেয়েদের সঙ্গে একান্তে একত্র অবস্থানে আমি যে তোমাদের কাছে নিয়ত আপত্তি জানাই, তাহার একটা প্রধান কারণ এই। তুমি হয়ত সংযমী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, তোমার হয়ত কোনও অবস্থাতেই চিত্তে চাঞ্চল্য আসে না, তোমার হয়ত কোনও বাক্য বা আচরণই কখনও সম্ভ্রম ও শালীনতা লঙ্ঘন করে না কিন্তু কোনও অসতর্কতা দ্বারা অপবাদ বা অভিযোগ সৃষ্ট হইতে তুমি দিতে পার না।

সর্ব্বজীবে প্রেমই তোমার ব্রত। কিন্তু তোমার প্রেম যাহাতে কুভাবে ব্যাখ্যাত না হইতে পারে, তার দিকে তোমার নজর রাখা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাজের ভার দাও প্রত্যেককে এবং কড়া ভাবে প্রত্যেকের কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া লও। "কাজ করিব" বলিয়া কাজ করিবে না, এমন দৃষ্টান্ত যেন একটীও না থাকিতে পারে। কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সঙ্গে যখন অকৃত্রিম অকপট অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমের হয় মিলন,

তখন কোনও কঠিন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুঙ্গাধুয়ার শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণের বয়স সত্তর পার হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে সে গতবার প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ খানা গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ঘুমন্ত মানুষদের জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এবার সে পীড়িত। এবার তাহার কাজের ভার তোমরা নাও। সেবার একা সে যে কাজ করিয়াছিল, এবার শত জনে তোমরা সে কাজে হাত দাও। অলসকে কর্ম্মঠ, অবসাদগ্রস্তকে কর্ম্মোদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত, হতাশকে আশারুণ উৎসাহে সঞ্জীবিত করাই না তোমাদের ব্রত। তবে আর গ্রীষ্ম দেখিয়া বসিয়া আছ কেন? দলে দলে ঘর হইতে বাহির হও। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সব কিছুর প্রকোপ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতি জনে অগ্রসর হও। নিষ্প্রাণ মৃতকে তোমরা প্রেমের জীবনীয় পান করাইয়া নূতন জীবন দিবে,—ইহাই না তোমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

(৩৯)

বারাণসী

হরি-ওঁ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিস্তারিত পত্র পাইয়া তাহাই অবগত হইলাম, যাহা আমি ওখানে থাকিতেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আসিয়াছি। একদল ব্রহ্মচর্য্যহীন সাধন-রুচি-বর্জ্জিত বাক্‌সম্বল অনুরাগী ব্যাক্তি নিজেদের ভিতরের অন্তঃসারহীনতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য পর পর তিন তিনটা বিরাট সম্মেলনে নিজেদের বাক্য, আকার ও ইঙ্গিতের দ্বারা যে সমর্থন তোমাদিগকে জানাইয়া আসিতেছিল, সত্যিকারের ঘটনার সম্মুখে তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। এখন সুস্পষ্ট বুঝা গেল, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনে নহে আগ্রহী, সাধন-নিষ্ঠায় নয় সুতীব্র-ব্রতী, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর এমন কাজে বিশ্বাস করা যাইবে না, যেই কাজের অসাফল্যের অর্থ হইতেছে এত বড় ক্ষতি, যেমন ক্ষতি তোমাদের সঙ্ঘ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। কলিকাতা কত বিরাট সহর, কত সেখানে বড় বড় কথা কিন্তু ঠিক কাজটীর মুহূর্ত্তে সবাই একেবারে চুপ মারিয়া গেল! ভাবিতেও আশ্চর্য্য লাগে। যাহাদের বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে এমন দুঃসাহসী কাজে হাত দিয়াছিল, এখন তাহারাই তোমার দুঃসাহসকে ধিক্কার দিতেছে। তা বরং দিক, কিন্তু ইহাদেরই সহযোগিতার ভরসায় তুমি কাঁচা টাকার বস্তাগুলি গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দিলে, সেই প্রণষ্ট ধন ত' আর ধিক্কারে ফিরিয়া আসিবে না।

নিজেদের অসহযোগিতার নিন্দনীয় দোষকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য এখন ইহারা নূতন নূতন প্রত্যভিযোগ সৃষ্টি করিতেছে। নতুবা বিচারশীল মানুষের দৃষ্টিকে যে ইহাদের দিক হইতে অন্য দিকে নিবার উপায় নাই! এই সকল অভিযোগে মোটেই বিচলিত হইও না। সঙ্ঘের অতীত ইতিহাস একবার স্মরণ কর। যাহাদের ভিতরে প্রকৃত শুচিতার অভাব, তাহারা চিরকাল ইহা করিবে। নিজের ত্রুটিকে ঢাকিবার জন্য অপরের ত্রুটি নিয়া জয়ঢাক পিটান একটা পৃথিবী-প্রসিদ্ধ কূটনীতি। কূটনীতিকে ডরাইবার তোমার প্রয়োজন নাই। ঋণের বোঝা মাথায় লইয়া দিবসের বিশ্রাম ও রজনীর নিদ্রা ভুলিয়াছ। নিন্দকদের নিদ্রার অবসর আছে, বিশ্রামেরও সুযোগ আছে, কারণ ঋণের বোঝা তাহাদের ঘাড়ে নহে। তবু এই নিন্দকদের ক্ষমা কর। অন্তরে জানিয়া রাখ, ইহারা অব্রহ্মচারী ও সাধন-বর্জ্জিত শূদ্র। ব্রাহ্মণোচিত দীক্ষা পাইয়াও তাহার মর্য্যাদা ইহারা রাখে নাই। এই জন্যই কর্ত্তব্যের ডাক ইহাদের কাণে পৌঁছে নাই। এই জন্যই ঠিক সেই সময়েই ইহারা অবহেলে নিদ্রায় ও বিশ্রামে দিনরাত্রি কাটাইতে পারিল, যেই সময়ে এক সপ্তাহের একশত আটষট্টি ঘন্টার মধ্যে সাতটী ঘন্টাও তুমি বিশ্রাম নিতে সাহস পাও নাই। হৃদয় ইহাদের নাই, তাহা নহে কিন্তু অসাধক ও অব্রহ্মচারীদের হৃদয়ে প্রেমের স্পন্দন জাগে না, তাহাদের স্নেহ, দয়া, মায়া সব মিথ্যা অথবা অভিনয়। ইহাদের বিষয় ভাবিয়া মনকে নিপীড়িত করিয়া লাভ নাই। ইহাদের কথা ভুলিয়া যাও।

এত বড় আঘাত আসিবার পশ্চাতে পরমেশ্বরের কি মঙ্গলময় অভিপ্রায় আছে, তাহা ভাবিয়া দেখ। "বিরাট সঙ্ঘ" "বিরাট সঙ্ঘ" বলিয়া লোকে কতই ধন্য ধন্য ক'রে, কিন্তু সমস্ত সঙ্ঘটার ভিতরে কাজের লোক নাই। লক্ষ লোক তোমাদের অনুবর্ত্তী বলিয়া লোকে কতই বিস্ময় প্রকাশ করে কিন্তু ইহাদের শতকরা একজন লোকও সাধন করে না এবং অন্তরের অনুরাগকে কার্য্যে রূপ দিতে আগ্রহী নহে। দুনিয়ার যত বস্তা-পচা মাল দিয়া গুদাম বোঝাই করিলে সম্পদ বাড়ে না, বাড়ে আবর্জ্জনা।

অবশ্য আমি তথাকথিত নীচ জাতির লোক বা তথাকথিত অশিক্ষিত লোককে বস্তাপচা বলিতেছি না। বস্তাপচা বলিতেছি তাহাদের যাহারা সাধন করিবে না, তবু দীক্ষা নিবে, সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে না, তবু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শিষ্যত্বের ভান করিবে।

যেখানে ভান নাই, চল আমরা সেখানে যাই। এখনও প্রচুর কাজ করিবার রহিয়াছে। সে কাজ আমরা সেখানে করিব, যেখানে অন্তরের ভাব মানুষেরা ভাষার বাহাদুরী দিয়া ঢাকিয়া রাখে না। যাহাদিগকে অবিলম্বেই প্রেমের বাহুবেষ্টনে টানিয়া আনিতে হইবে, সেই অশিক্ষিত অজ্ঞ মূর্খদের অবহেলা করিয়া তিনটা বৎসর আমরা সহরের কলুষিত বাতাসে কাটাইয়া দিয়াছি। চল আমরা সেখানে যাই, যেখানকার মানুষ এত ছোট যে বড় বড় কথা কহিতে জানে না, ভাষার কপটতায় ভিতরের অকর্ম্মণ্যতাকে লুকাইয়া রাখিতে শিখে নাই, যাহাদের উপরে কোনও বড় প্রত্যাশা আসে না, যাহাদের উপরে নির্ভর করিলে সহনাতীত কোনও বিপর্য্যয় আসিয়া ঘাড়ের উপরে

চাপে না। চল সেইখানে। আর সহর নয়। চল এবার দূরদূরান্তের ক্ষুদ্র গ্রামের জীর্ণ পর্ণ-কুটিরগুলিতে। আর দেরীও নয়।

অন্য দিকে আমার বা তোমার আত্ম-বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। এত বড় সহর, লোকগুলি সর্ব্বদাই ভাড়া করা হল-ঘর গুলিকে হুজুগের মুখে ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে। অন্য লোকদের পরামর্শ-সভায় যখন দুই শ' লোকও জমে না, তখন ইহারা দোতালার সিঁড়ি, একতালার সিঁড়ি, রাস্তার ফুটপাথ পর্য্যন্ত ভিড়ে ভরিয়া দিয়াছে। ইহাদের আমরা ত' কেবল হুজুগ করিতেই শিখাইয়াছি, ভালবাসিতে ত' শিখাই নাই! এই জন্যই ইহারা প্রায় কেহই আমাদের ভালও বাসে নাই। ভাল বাসে নাই বলিয়াই ইহাদের মুখে শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হইয়াছে। ভালবাসে নাই বলিয়াই ইহারা এমন সকল আভাস, ইঙ্গিত, আচরণ করিয়াছে, যাহাতে আমরা হিসাবে ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। ভালবাসে নাই বলিয়াই বর্ত্তমান বিপদটী তোমার আর আমার বিপদ, ইহাদের বিপদ নহে।

কেন আমরা ইহাদিগকে ভালবাসিতে শিখাইতে পারি নাই? হইতে কি পারে না যে, আমরাই ইহাদিগকে ভালবাসি নাই? শুদ্ধ বিচারে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বাহির করিব। আমরাই যদি ইহাদিগকে ভালবাসিতে না পারিয়া থাকি, তবে ত' ইহারা কপটতা করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছে। ইহারা আমাদের নিজেদের ত্রুটি চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। এস, এই জন্যও হয়ত ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজন হইবে। সে ধন্যবাদ আমরা দিব। এস, তাহার জন্যও মনে জ্ঞানে প্রাণে প্রস্তুত হই।

জয়যাত্রার পথ কুসুমাস্তৃত ত নহে। পথ কণ্টকে সমাকীর্ণ। প্রস্তর-কঙ্করে চিরদুর্গম এই পথের যাহারা যাত্রী, তাহাদের চাই দুর্জ্জয় সাহস, অসামান্য মনোবল, চূড়ান্ত ধৈর্য্য, অপরিসীম বীর্য্য আর প্রাণঢালা প্রেম। এস দেখি, এই সম্পদগুলিতে তোমার আমার কোথায় কতটা কম্‌তি আছে। যাহা কম আছে, তাহা অগৌণে পূরাইয়া লইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আনুমানিক তারিখটা তোমাদের জানাইয়া দিয়াছি, যখন আমার পক্ষে তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটীতে পদার্পণ সম্ভব হইতে পারে। হয়ত তখন ঝড়-বাদল-বৃষ্টি থাকিতে পারে কিন্তু সেই সকল বিঘ্নের মধ্য দিয়াই যতটুকু পারা যায়, সকল দিক সামলাইয়া কাজ করিতে হইবে। সুদিন আসিবার প্রতীক্ষায় ত' ঘরে বসিয়া থাকা যায় না। যাহাতে সুদিনে ভালভাবে কাজ করা যায়, তাহার জন্য দুর্দ্দিনেও কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। ঘন বর্ষার পার্ব্বত্য নদীর বিক্রম ও আস্ফালন দেখিতে আমার ভাল লাগে। তাই এমন অসময়ে সময় বাছিয়া নিয়াছি।

কিন্তু তোমাদেরও প্রতি জনের সর্ব্বশক্তিকে আমি সেই সময়ে জন-কল্যাণে নিয়োজিত দেখিতে চাহি। আর চাহি, এখন হইতেই তোমরা জনে জনে কর্ম্মবিভাগ করিয়া নিয়া নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী সদ্ভাবপ্রচারে চারিদিক হইতে একযোগে লাগিয়া যাও। তোমাদের কোনও কাজই যে তোমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য নহে, এই একটী বিষয়ে যদি তোমরা কৃতনিশ্চয় হইতে পার, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে কোনও কাজই অসাধ্য থাকিবে না। নিজের মান, নিজের যশ, নিজের প্রতিপত্তি, নিজের কর্তৃত্ব—এই সকল নিয়া তোমাদের মন সর্ব্বদা বড় ব্যস্ত-ব্যাপৃত থাকে বলিয়াই তোমাদের পক্ষে কোনও গুরুত্ব-পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ সম্ভব হয় না, আর গ্রহণ করিলেও তাহা সুচারুরূপে প্রতিপালিত হয় না। হয় শুধু ফাঁকি দেওয়া, লোকের চখে ধূলি দেওয়া আর মনস্তাপ সংগ্রহ করা।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি তোমাদের মধ্যে তীব্র আত্মকলহের আভাস পাইয়াছিলাম। আগ্নেয় পর্ব্বতের ধূম্রোদ্গীরণের সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা-ক্লেশকর গন্ধকের তীব্র গন্ধ পাইতেছিলাম। বুঝিলাম, তোমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনে নিজেদের ক্ষুদ্র স্থানটীকেই সমগ্র পৃথিবী বলিয়া ভ্রম করিয়া বসিয়া আছ এবং কালনেমীর লঙ্কাভাগে প্রমত্ত হইয়াছ। তাই আমি অনবসর মুহূর্ত্তের একটা ফাঁকে একটা টুঁ মারিয়া নিকটবর্ত্তী সহরের মধ্যে একটা দিনের জন্য ঢুকিলাম। সেখানে নূতন নূতন প্রাণে প্রেমের বহ্নি জ্বালিলাম। তোমাদের চখের ভ্রম ভাঙ্গিল। ক্ষুদ্র একটু স্থানে বসিয়াই পৃথিবীটাকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করার দরুণ নিজেদের ভিতরে যে তীব্র অহং জন্মিয়াছিল, সে শাসন পাইল।

এখন বোধ হয় বুঝিতেছ যে, আত্মকলহ করিবার তোমাদের কোনও সঙ্গত কারণই ছিল না। কূপমণ্ডূকতা আত্মকলহ সৃষ্টি ক'রে। এই জন্যই নিয়ত সঙ্ঘসম্প্রসারণের মধ্য দিয়া আত্মকলহ প্রশমিত হয়।

অথচ আমি তোমাদিগকে কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা তোমাদের ধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রসার সাধনে নিষেধ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া রাখিয়াছি। প্রশ্ন করিতে পার, তবে তোমরা করিবে কি?

আমার উত্তর, প্রেম কর, সর্ব্বজীবে প্রেম কর, কে কোন্ সঙ্ঘের, কে কোন্ সম্প্রদায়ের, কে কোন্ বর্ণের, কে কোন্ জাতির, কে কোন্ দেশের এই সকল বিচার ছাড়িয়া দিয়া নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেম দাও, সকলের আস্থা ও প্রীতি অর্জ্জন কর। ইহার ভিতর দিয়া তোমাদের সঙ্ঘ বলশালী হইবে, ইহার ভিতর দিয়া তোমাদের সম্প্রসারণ ঘটিবে। ইহার ভিতর দিয়া তোমাদের আত্ম-কলহ কমিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, তোমার জীবনের স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরে ময়মনসিংহ সহরে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই

সাক্ষাৎকারকে জগতের কেহ তখন কোনও মূল্য দেয় নাই। কিন্তু ঘটনাবলির দিকে তাকাইয়া বল ত', সত্যই কি সেই সাক্ষাৎকার নিতান্ত বিফলে গিয়াছে? আজ তুমি দেশত্যাগী, বাস্তুহারা, বিপন্ন কিন্তু নূতন দেশে আসিয়া নূতন পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া নিজেকে গড্ডলিকা-প্রবাহের মাঝে হারাইয়া ফেল নাই। পরমপ্রভুর বিজয়-পতাকা তুমি বীরের মত বহন করিয়া চলিয়াছ।

তোমার সেই অতীত কৈশোরের দিকে তাকাইয়া তুমি বর্ত্তমানের কিশোরদের কথা একবার ভাব। ইহাদিগকে ভগবৎ-প্রেমের পুণ্য পরশ দিয়া সরস-হৃদয় করিতে হইবে। সময় নষ্ট করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা সান্ত্বনা নিও। পুত্রের অকাল-প্রয়াণ পিতামাতার বক্ষে শেলসম দুঃখদ। ভাষায় ইহার সান্ত্বনা নাই। তবু সান্ত্বনা দিতেছি। বিশ্বাস করিও, ভগবান স্থানান্তরে তাঁর মহাকার্য্য সাধনের জন্য তাহাকে নিয়া গিয়াছেন। ভগবানের কাজে ভগবানের দেওয়া জিনিষ তুমি সানন্দ চিত্তে ছাড়িয়া দিয়াছ। মনে এই ভাব

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

পোষণ কর। দুঃখ তোমার দূর হইয়া যাইবে। আমার প্রাণভরা আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

সমবেত উপাসনা তোমাদিগকে প্রত্যহ করিতে বলি নাই। হয়ত তোমাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। নিজ নিজ ব্যক্তিগত উপাসনা প্রত্যহ করিবে। কিন্তু সপ্তাহে একটী নির্দ্দিষ্ট দিন স্থানীয় সকলে মিলিতভাবে সমবেত উপাসনা করিবে। ব্যক্তিগত উপাসনায় মন্ত্রাদি সকলই উপাংশুভাবে বা নীরবে স্মরণীয়, সমবেত উপাসনাতে একমাত্র জপনীয় নাম ব্যতীত আর সবই সমস্বরে নির্দ্দিষ্ট সুরে উচ্চারণীয়। অবশ্য জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পটা উচ্চৈঃস্বরে বিধি দেই নাই, সঙ্কল্পবাক্য মনে মনে করাই ভাল। তবু কলিকাতাতে প্রায় দশ বৎসর আগে একটী সমবেত উপাসনাতে আমি "ওঁ জগন্মঙ্গলোহং ভবামি" সঙ্কল্প দ্বাদশবার উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়াছিলাম এবং সমবেত সকল উপাসক ও উপাসিকারা আমার কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়াছিলেন। এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা মাত্র ইহই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণে দোষ নাই কিন্তু এতৎসম্পর্কে বিধি এই যে, ইহা মনে

মনেই হইবে। আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, আমার কলিকাতার পুত্রকন্যাগণ জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পের কথাটা যেন ভুলিয়া যাইতেছিল। তাই, ইহা করিবার আগে যে নামজপ সুরু করা চলিবে না, সেই কথাটুকু সকলের মনে অঙ্কিত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কল্প-মন্ত্র গাহিয়াছিলাম।

তোমার একক উপাসনাও বিশ্বেরই কুশলের জন্য, কেবল তোমার কুশল তাহার লক্ষ্য নহে। তবু সপ্তাহে যেমন একদিন সমবেত উপাসনায় সকলে মিলিত হইতেছ, তেমন প্রতিদিন নিজ একক উপাসনাও নিয়মিত করিয়া যাইতে হইবে। একই পরিবার দশজন বা বিশজন লোক দীক্ষিত রহিয়াছ বলিয়া যে প্রত্যহই বা দিবসে তিন চারিবার করিয়াই সমবেত উপাসনা করিতে বসিয়া যাইবে, তাহা নহে। সমবেত উপাসনার প্রকরণ ও ফল এক, একক উপাসনার প্রকরণ ও ফল এক। একই মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইলেও অঞ্জলিদান ও অখণ্ড-স্তোত্র পাঠের ব্যাপারে একটু পার্থক্য আছে। তোমরা ব্যক্তিগত একক উপাসনাকে অবহেলা করিও না। অনেককে আবার একক উপাসনার উপরে এত জোর দিতে দেখা যায় যে, তাহাদের আচরণে ইহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে সমবেত উপাসনার প্রয়োজনীয়তাকে তাহারা যেন স্বীকারই করে না। ইহাও তাহাদের ভ্রম জানিও।

একক উপাসনায় চিত্তের অন্তর্ম্মুখ ভাবের গভীরতা-বৃদ্ধি হয়, নিজের উপলব্ধির ভাণ্ডারে অনেক অভিনব সম্পদ আহৃত হয়। দিনের পর দিন অভিনিবেশ-বৃদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ ব্যক্তিগতভাবে সাধক

উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে থাকে। সমবেত উপাসনার দ্বারা নিজের সহিত অপরাপরের অজানিত একাত্মতা-বোধ জাগিতে থাকে এবং উত্তম সাধক অধম সাধককে টানিয়া অগ্রগতির পথে প্রতিষ্ঠিত করে। একক সাধনা নিজের সাধন-বলে সত্যকে চূড়ান্তভাবে জানিতে দেয় সামর্থ্য, সমবেত উপাসনা সকলকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে আনিয়া হৃদয়জোড়া মহামহোৎসবের করে আয়োজন। দুইটী জিনিষ এক নহে। দুইটারই পূর্ণ প্রয়োজন তোমাদের জীবনে রহিয়াছে। ভগবৎ-প্রেমই তোমার জীবনের একমাত্র উপজীব্য নহে, ভগবানের সৃষ্ট জগৎকেও প্রেমের এই মহীয়সী মেলায় সাদরে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে হইবে। জগৎ মায়া, সৃষ্টি মিথ্যা, জীব-জগৎ কল্পনা মাত্র, জীবের সুখ-দুঃখ অলীক, একথা বলিবার যেদিন প্রয়োজন ছিল, সেদিন তাহা আমরা অকপটে বলিয়াছি। আজ ভগবানের জগতের মধ্যে ভগবানকে, ভগবানের মধ্যে তাঁহার সৃষ্টিকে দেখিতে হইবে। তাই একক উপাসনা সমবেত উপাসনার হাতে হাত দিয়া এক সঙ্গে পথ চলিবে। একটীকে বর্জ্জন করিয়া অন্যটীকে একান্তভাবে গ্রহণ চলিবে না।

কোথাও সমবেত উপাসনা হইতেছে। তুমি যোগ দিতে আসিলে। এই সময়ে তোমার ব্যক্তিগত একক উপাসনাও করণীয় ছিল। কিন্তু এই অবস্থায় কি করিবে?

এই অবস্থায় তোমাকে হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সমবেত উপাসনার দ্বারাই তোমার একক উপাসনার কাজ হইয়া গেল।

প্রত্যহ সমবেত উপাসনার জন্য এক এক স্থান হইতে ডাক আসিতেছে। সকল স্থানেই সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে গেলে প্রত্যহ তোমার একটী করিয়া ব্যক্তিগত উপাসনা বাদ পড়িয়া যায়। এমতাবস্থায় কি করিবে?

এই অবস্থায় তোমাকে দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক স্থানের সমবেত উপাসনাই ঠিক সময়নিষ্ঠ ভাবে, শৃঙ্খলার সহিত, প্রেমপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়া হইতেছে কিনা। উত্তর যদি হয় ইতিবাচক, তাহা হইলে তুমি প্রত্যহই ঐ একটী বারের একক উপাসনাকে বাদ দিয়া একটী করিয়া সমবেত উপাসনা করিতে পার। আর তাহা না হইলে সপ্তাহে সাতটী দিনই সমবেত উপাসনা করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিবে এবং বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনাগুলিতে যোগ দিয়া বাকীগুলির সময়ে নিজের গৃহে বসিয়া নিভৃতে একক সাধনই করিবে।

সমবেত উপাসনা সপ্তাহে একবার হইবে, ইহাই বিধি। কেহ আমার জন্মবার বলিয়া মঙ্গলবারে, কেহ ছুটির দিন বলিয়া ভারতে রবিবারে, পাকিস্তানে শুক্রবারে, কেহ দেবগুরুর মধ্যে জগতের সকল গুরুর সাদৃশ্য আছে এই বিচারে বৃহস্পতিবারে, কেহ হাটবারাদি বাদ দিয়া করিতে বাধ্য হওয়ার ফলে অন্য কোনও বারে নিজ নিজ স্থানীয় সমবেত উপাসনা করিয়া থাকে। ইহার সবই ভাল। কিন্তু একই শহরে বা গ্রামে যদি নানা কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া সপ্তাহে তিন, চারি, পাঁচ দিন করিয়া সমবেত উপাসনা হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম উদ্যমে একটু একটু উৎসাহ পরিলক্ষিত হইলেও কিছুকাল

পরে দেখা যাইবে যে, সকল স্থানেই উৎসাহে ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীকে বহুমুখ হইতে না দেওয়াই উচিত। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা শহরের বা পল্লীর সকল উপাসক ও উপাসিকার সহজ মিলনের সুযোগরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। প্রত্যহ কোথাও না কোথাও সমবেত উপাসনা রাখিতে গেলে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা নিজের প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিবে।

এই কারণেই সপ্তাহে সাত দিন সাত জায়গায় সাতটী সমবেত উপাসনার সম্ভাবনা দেখা গেলে, একটী বা দুইটী মাত্র স্থানে সমবেত উপাসনা রাখিয়া বাকী স্থানগুলিতে হরি-ওঁ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করণীয়। ব্যক্তিগত একক উপাসনার সময়ে স্বগৃহে নিজ নিজ উপাসনা সারিয়া আসিয়াও লোকে হরি-ওঁ কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারে। হরি-ওঁ কীর্ত্তনেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত অখণ্ড-স্তোত্র পাঠ করিয়া অঞ্জলি দেওয়া না হইল, ততক্ষণ ভোগ-নিবেদন হইল না। সুতরাং যাহারা শেষের দিকে আসিল, তাহাদেরও স্তোত্রপাঠে যোগদান সম্ভব হইল।

সমবেত উপাসনাকে কোনও স্থানেই ব্যক্তিগত জেদাজেদির ব্যাপারে পরিণত হইতে দিলে চলিবে না। সকলকে প্রেমের মধ্য দিয়া আপন করাই সমবেত উপাসনার লক্ষ্য। প্রতিদিন যদি দুর্গাপূজা হইত, তাহা হইলে কি শারদীয়া দুর্গাপূজা এত জমিত? প্রতিদিনই একটা করিয়া সমবেত উপাসনা রাখার ভিতরেও সেই আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে।

আবার, আমরা এক পরিবারে ত্রিশ জন সমদীক্ষিত আছি, আমরা ত' আমাদের গৃহেই নিজেরা মিলিয়া সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা করিয়া থাকি, অতএব অন্যত্র সমবেত উপাসনার ডাক

আসিলে কি ঠেকা আছে আমাদের সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করিবার,— এই যুক্তিও সঙ্গত যুক্তি নহে। পারিবারিক উপাসনাটীকে সমবেত উপাসনার প্রকরণে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া সমাপ্ত করিলেও বাহিরের সকলের সহিত মিলিয়া সমবেত উপাসনা করিবার উপযোগিতা ও প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় না। সমবেত উপাসনার মত বস্তুকে কাহারও পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সাগরের দিকে না গিয়া গঙ্গা গোমুখীর দিকে ফিরিবে।

ভারতীয় সাধন-পদ্ধতি-সমূহ অমনিই অত্যন্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও নিতান্ত একক। যজ্ঞাদির প্রসঙ্গে যেখানে বহুজনকে নিয়া কোনও ব্যাপার হইতেছে, সেখানেও আজকাল পুরোহিতই প্রধান, যজমান উপলক্ষ্য মাত্র। নিজেই পুরোহিত, নিজেই যজমান, এই ভাবটা কেবল একক উপাসনাগুলিতেই বজায় রহিয়াছে। কিন্তু বিশ্বকে লইয়া যে আমার বিশ্বপ্রভুর পূজা, এই জিনিষটুকু একক উপাসনায় প্রকট হয় নাই, হইতেও পারে না। নিজের মুক্তি, নিজের মোক্ষ, নিজের নির্ব্বাণ, ইহাই একক উপাসনার স্বাভাবিক ঝোঁক। তাহা হইতে উপাসককে বাঁচাইবার জন্য সমবেত উপাসনার প্রয়োজন আছে।

একক উপাসনা যেন বিশ্রব্ধা কুলাঙ্গনা। সে তার আটপৌরে শাড়ীখানা পড়িয়া কোনও রকমে আঁচলে গা ঢাকিয়া নিজের কাজে বসিয়া গেল। নিজের অন্তরের তৃপ্তির দিকে চাহিয়া সে চলে, দশজনের রুচি ভাবিবার তাহার অবসর নাই, খেয়ালও নাই। সমবেত উপাসনা যেন সুসজ্জিতা কুলাঙ্গনার উৎসব-সমারোহে সহস্র-জন-মধ্যে আগমন।

(৪৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তুমি নূতন করিয়া ঘরবাড়ী তৈরী করিতেছ এবং সঙ্গে একটী ঠাকুরঘরও নির্ম্মাণ করাইতেছ, এই সংবাদ শুনিয়া নিরতিশয় সুখী হইলাম। শহরের দুইটী মণ্ডলীকেই সাদরে আহ্বান করিয়া তোমার প্রস্তাবিত পুণ্য-দিবসে সমবেত উপাসনার দ্বারা গৃহ-প্রবেশ করিও। সমবেত উপাসনার দ্বারা না হয়, এমন কোনও শুভকার্য্য নাই।

তুমি যে হুজুগে দীক্ষা নেও নাই, তুমি যে অনেক দিন ধরিয়া তোমার মনের মতন পথ ও মনের মতন গুরু খুঁজিতেছিলে, তাহা আমি জানি। একের প্রতি তোমার অকৃত্রিম অনুরাগই তোমাকে এই পরমপথে টানিয়া আনিয়াছে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই একের প্রতি জ্বলন্ত নিষ্ঠা যেন ক্ষণকালের জন্যও না স্তিমিত হয়। ধ্রুবতারার মতন তোমার নিষ্ঠা অটল থাকুক।

চারিদিকের লোকের মতামতের দিকে লক্ষ্য দিবার অভ্যাস করিলে নিজের মত ও পথের দিকে নিষ্ঠা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্যই জীবনের সব চাইতে অসাধারণ ব্যাপারে লোকের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার নিয়ম ভাল। অপরকে অসম্মান বা অনাদর করিবার জন্য নহে, নিজের কর্ত্তব্যকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। লোককে খুশী করিবার জন্য তুমি লালপেড়ে

কাপড় না পড়িয়া কালো পাড়ের কাপড় পরিধান করিতে পার, লোকের মন রাখিবার জন্য তুমি সন্দেশের বদলে পানতুয়া খাইতে পার, কিন্তু লোকের মন রাখিবার জন্য তুমি তোমার ঠাকুরঘরে দলে দলে দেবতার ছবি নিয়া সাজাইতে পার না। একের প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা, তাহাদের পক্ষে একই পূজার ঘরে একই পূজার আসনে দুই, তিন বা চারি বিগ্রহ বসান সম্ভব নহে। সতী নারী যেমন স্বামীর শয্যায় প্রাণান্তেও ভাসুর, দেবর বা স্বামীর বন্ধু আদিকে শয়ন করিতে দিতে পারে না, এই ব্যাপারটাও তেমন।

অনেককে বলিতে শোনা যায়, "আমি যে আমার ঠাকুরঘরে অনেক দেবদেবীর প্রতিচিত্র রাখি, অনেক রকমের পাথরের, পিতলের রূপার বিগ্রহ রাখি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি সকল দেবতাকেই একজনের বিকাশ বলিয়া মনে করিয়া থাকি।" অনেকে এমনও বলিয়া থাকেন, "আমার পরমারাধ্যকে সকলের আরাধ্য জানিয়া অন্যান্য দেবতাদিগকে তাঁর কিঙ্কর ও পরিচারকরূপে আমি মন্দির-ঘরে স্থাপন করিয়াছি।"

তাঁহাদের এই সকল যুক্তির মধ্যে কোথায় রহিয়াছে বিভ্রান্তি, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য তোমার প্রয়োজন নাই ন্যায় শাস্ত্র আলোচনার। তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে থাকুন কিন্তু সাধন-ভজনের মতন গুরু ও গূঢ় ব্যাপারে এইরূপ বহুমুখিতা যে তোমাদের পক্ষে চলিবে না, ইহা এক কথায় মানিয়া লইও। অপরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিজের মতে ও নিজের পথে দৃঢ় হইয়া যে থাকা যায়, তাহার তোমরা দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হও।

তোমাদের শহরে দুই দুইটী অখণ্ডমণ্ডলী হওয়াতে তোমাদের মতন কিছু কিছু নিরীহ লোক যে বিষম দোটানায় পড়িয়াছ, তাহা আমি অনুভব করিতেছি। কিন্তু যে কারণেই একটী মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়া দুইটী হইয়া থাকুক, ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্বহেতু কোনও অশান্তির সম্ভাবনা ত' আমি এখন আর দেখিতে পাইতেছি না। প্রায় প্রত্যেকটী উল্লেখযোগ্য কাজে ইঁহাদের মধ্যে বেশ সহযোগিতা দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। এমতাবস্থায় ইঁহাদের অস্তিত্বের বিভিন্নতার কথা ভাবিয়া আর মন খারাপ করা উচিত নহে। শহর যদি বড় হয়, তাহা হইলে সেই একই শহরে দুইটী তিনটী মণ্ডলী কেন থাকিতে পারিবে না? এমন কি, গ্রামও যদি শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের মতন, ত্রিপুরার কালিকচ্ছের মতন বা ঢাকার বজ্র-যোগিনীর মতন বড় হয়, তাহা হইলে সেখানে দুই তিনটী পাড়ায় একটী করিয়া আলাদা মণ্ডলী স্থাপিত হইতে পারে। অবশ্য, যেই গ্রামগুলির নাম করিলাম, সেখানে আজ আর হিন্দুর সংখ্যা কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে এই সকল গ্রামের নাম করিলাম, যেই সকল গ্রামে অনেকগুলি করিয়া দল থাকা সত্ত্বেও জনকল্যাণকারী অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জন্ম এবং অনেক মঙ্গলমূলক কার্য্য হইয়াছে। একটী শহরে দুইটী মণ্ডলী হইয়াছে বলিয়া আর দুঃখ করিও না। একটী মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া যখন দুইটী হইতে যাইতেছিল, তখনকার অবস্থা বিবেচনায় আমি দুইটী মণ্ডলী হওয়াই সঙ্গত মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু দুইটী আলাদা মণ্ডলী হইবার পরে দেখা যাইতেছে যে দুইটী মণ্ডলীই ভালভাবে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টিত আছেন। সুতরাং ইহা

নিয়া আর গবেষণা করিয়া লাভ কি? অবশ্য, একথা বলিব যে, আসামের এতবড় একটা শিল্প-শহরে প্রত্যেকটী মণ্ডলীর যতটা কাজ করা উচিত ছিল, তাহা হইতেছে না। কিন্তু দুইটী মণ্ডলী একত্র থাকিলেও ইহার অপেক্ষা বেশী কাজ হইত কিনা, তাহা অনুমান বা নির্দ্ধারণ করিবার মতন উপকরণ বা উপাদান আমাদের কাহারওই হাতে নাই।

তুমি যখন দুইটী মণ্ডলী হইতে দেখিয়া মনে বেদনা অনুভব করিয়াছ, তখন তোমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইলেও সাধ্যমতন দুইটী মণ্ডলীর সহিতই পূর্ণ যোগাযোগ রাখিয়া চলা সঙ্গত। নিজেকে নির্দ্দিষ্ট একটী মাত্র মণ্ডলীরই সদস্য বলিয়া ভাবিতে তোমার যখন অন্তরে ক্লেশ আসে, তখন তুমি দুইটীরই সদস্য থাকিয়া যাও। তারপরে কালক্রমে যাহা হইবার, হইবে। মোট কথা, একটী মণ্ডলী দুইটীতে বিভক্ত হইয়া যদি আদর্শেরই সেবায় নিরত থাকে, তবে আর অতীত কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইবার কি আছে?

তোমার রচিত চৌরাশি পংক্তি কবিতা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার অন্তরের কথাগুলি ইহাতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা মতে, নানা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শান্তি নাই, হুজুগে একটা দীক্ষা লইয়াও শান্তি নাই। গুরু-পরীক্ষা করিয়া, আত্ম-পরীক্ষা করিয়া, সকল শক্তি সকল অভিনিবেশ একটী মাত্র নামে নির্ব্বিশেষে ডুবাইয়া দিয়া ভগবানের করুণার পায়ে নিজেকে একেবারে বিকাইয়া দেওয়াতেই শান্তি, ইহাই তুমি বলিতে চাহিয়াছ। তোমার কবিতা আমার মর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই অনুরাগ অনন্তকাল ব্যপিয়া বিরাজিত থাকুক।

ভগবানকে ভালবাসাই জীবনের পরমা প্রাপ্তি। ইহা যাহার হইয়াছে, তাহার আর কিছুই হইবার বাকী নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অত দূরদেশে গিয়া পড়িয়াছ শুনিয়াও উদ্বিগ্ন হই নাই, যখন শুনিলাম যে তোমার স্বামীর পদোন্নতি হইয়াছে। কিন্তু সেখানে গিয়া মানুষের ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়া মনে ক্লেশ পাইতেছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম।

লোকের ঈর্ষ্যাকে গ্রাহ্য করিও না, মাৎসর্য্যপরায়ণ লোকদের প্রতি কোনও বিদ্বেষও পোষণ করিও না। যাহারা তোমাদের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ করিতেছে, ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর, তোমরা যেন তাহাদিগকে ভালবাসিতে পার। তোমাদের প্রেম সকল বিরুদ্ধবাদীর নীচতা নাশ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। জানিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ত' খুব ভাল কথা। জানা প্রয়োজন অথচ লজ্জা করিয়া প্রশ্ন করিলাম না, ইহা দস্তুর-মতন ক্ষতিকর ব্যাপার।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমরা ওঙ্কারের উপাসক, প্রণব ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকারের দেব-বিগ্রহের পূজা আমরা করি না, তবে আমাদের বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনার তারিখগুলি বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজার দিনেই গিয়া কেন পড়িতেছে।

যদিও তুমি কর নাই, তবু কেহ কেহ এই প্রশ্নও করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজার দিনে আমরা যে আমাদের বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনাগুলির ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে দেশ হইতে সেই সেই দেবতার পূজার বিলোপ সাধন করা।

চতুর্দ্দিকে যখন এই বিষয়টা নিয়া আলোচনা উঠিয়াছে, তখন এই বিষয়ে তোমাদের হাতে আমার সম্বলিত একটা প্রমাণপত্র থাকা সত্যই আবশ্যক। এই পত্রে তাহাই আমি তোমাদের দিতেছি।

যদি মনে করা যায় যে কলিযুগে সর্ব্বজনীন ভাবে ওঙ্কারোপাসনা প্রচলনকারীদের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ সেবক, যাঁহার

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

জীবৎকালেই লক্ষ লক্ষ লোক স্ত্রী-শূদ্রদের বঞ্চনাকারী শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে ওঙ্কারোপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা হইলে আমার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনার দিন কবে কবে হওয়া উচিত, তাহার একটা সাধারণ তালিকা আমারই জীবন ধরিয়া তোমরা কেহ করিয়া বসিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেমন, যেই দিন আমি ডাকাতিয়া নদী সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে হঠাৎ আমার সহ-সন্তররকারী বঙ্কিম মজুমদারকে মজ্জমান দেখিয়া তাহার কাণে ওঙ্কারমন্ত্র ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সেই দিনটা পয়লা বৈশাখ হওয়ায় উহা, যে কোনও দিক দিয়াই ধর না কেন, সমবেত উপাসনার পক্ষে একটা প্রশস্ত দিন হইয়াছে। এইরূপ এক একটা বিশেষ বিশেষ ঘটনা আমার জীবনে গিয়াছে, যাহাদের স্মারক হিসাবে এক একটা দিনকে বিশেষ সমবেত উপাসনার দিন বলিয়া ধার্য্য করিলে তোমরা বারো মাসে ছত্রিশটীর অনেক বেশী উপাসনার বিশেষ তারিখ পাইতে পার। সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা মহদ্‌গণের জীবনের নানা ঘটনা লইয়া এইভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের রীতি কোনও দেশেই অপ্রচলিত বা অনাদৃত নহে। কিন্তু আমি সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ রূপে জগতে স্মরণীয় বা বরণীয় হইয়া থাকিতে চাহি না। সেই কারণেই আমার জীবনের বিভিন্ন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনার তারিখগুলিকে তোমাদের বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনার তারিখ বলিয়া গণনা করিতে তোমাদের দেই নাই। তবে কিছুকাল ধরিয়া জন্মোৎসব একটা করিয়া তোমরা করিতেছ এবং তাহার দ্বারা তোমাদের নিজেদের মধ্যে মনের মিল ও জনসাধারণের সহিত তোমাদের যোগাযোগ হিতকর ভাবে বর্দ্ধিত

হইতেছে দেখিয়া আমি সেই বিষয়ে কোনও নিষেধ-বাণী উচ্চারণ করি নাই। অর্থাৎ তোমাদের প্রাণগত অভিলাষকে আমি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই কথা একেবারে নির্ভেজাল সত্য বলিয়া জানিও যে, সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা রূপে আমি সম্মান, পূজা বা স্মৃতি চাহি না। সেই কারনেই আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার তারিখগুলিকে তোমাদের বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনার তারিখ রূপে পরিগৃহীত করিতে চাহি নাই। আমার অবর্ত্তমানেও আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার তারিখগুলি লইয়া সমবেত উপাসনার তারিখ নির্দ্ধারিত হউক, ইহা আমি চাহি না।

কিন্তু তোমাদের সাধারণ সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার পরেও অতিরিক্ত বিশেষ বিশেষ উপাসনানুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।

কালী, দুর্গা, গণেশ, মহাদেব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতিকে আমরা মানিনা, এই কথার কোনও অর্থই হয় না। যাঁহারা এই সকল দেবতার কাহাকেও পূজা করেন, কৈ আমরা ত' তাঁহাদের কাহারও নিকটে গিয়া কখনও বলি নাই যে, এই সকল দেবতা মিথ্যা, ইঁহাদের পূজায় কখনো কাহারও কল্যাণ হয় নাই বা হইবে না, তোমরা এই সকল পূজা ছাড়িয়া দাও? একজন কালীপূজককেও ত' এই কথা বলি নাই যে, সে তাহার কালীমূর্ত্তি ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসুক। একজন দুর্গাপূজককেও ত' এই কথা বলি নাই যে, সে তাহার দুর্গাপূজা পরিহার করুক। একজন গণেশপূজককেও ত' বলি নাই যে, সে তাহার গণেশমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলুক।

যে যাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আধ্যাত্মিক সাধন করিয়া যাইতেছে, তাহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কোনও

প্রয়াস জীবনে আমাদের দ্বারা কখনও হয় নাই। তবে কি এমন কার্য্য করিয়াছি যে, আমরা কালী, দুর্গা আদিকে মানিনা বলিয়া জনরব উঠিতে পারে?

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইতিহাস ও পুরাণ সম্পর্কে নিত্য নূতন গবেষণার ফলস্বরূপে আগেকার দেবদেবী-বিশ্বাসীদের পুত্রকন্যারা বা তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকেই দেবতায় বিশ্বাস করে না। তাহারা নানা নামের নানা দেবদেবীর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ ক'রে, তাঁহাদের পূজা-প্রচলনকে কতকগুলি চালকলা-খেকো ব্রাহ্মণের দ্বারা সরল-বিশ্বাসী সহজ-বুদ্ধির লোকদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার প্রয়াস বলিয়া ব্যাখ্যা করে কিন্তু দেশপ্রথানুযায়ী পূজাদির ব্যাপারে অনিচ্ছায় আর্থিক সহযোগও করে। এই সকল পূজার দ্বারা একমাত্র পুরোহিত ছাড়া আর কাহারও কোনও হিত হইতেছে বলিয়া তাহারা মনেও করে না। আর এইরূপ মনে করিবার পক্ষে একটা প্রবল যুক্তি এই রহিয়াছে যে, পুরোহিত ত' পুজা করে, যজমান ত' করে না। যজমান পয়সা খরচ করিয়াই খালাস। মন্ত্র পড়ায় যদি কোনও পুণ্য হয়, তবে তাহার ফলটুকু পুরোহিতই পায়। পূজার আগেও যজমান যেখানে ছিল, পূজার পরেও যজমান প্রায় সেইখানেই থাকে। আর কিছু উন্নতি তাহার হয় না।

এইভাবে লোকের মধ্যে সাধন করিবার রুচি কমিয়া যাইতেছে। আর এইরূপ লোকের সংখ্যাই বর্ত্তমানে অত্যধিক।

সুতরাং যাঁহারা অবিশ্বাসের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অমুক দেব বা তমুক দেবীর উপাসনার জন্য পুরোহিতের মুখাপেক্ষী থাকিতে

চাহেন না, তাঁহাদের জন্য পথের প্রয়োজন আছে। আমরা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়াছি। দেবদেবীর প্রতি বিদ্বেষ প্রচার আমরা করি নাই। দেবদেবীর প্রতি ভক্তি-প্রচারকারী পুরোহিতেরা যাঁহাদের অভাব মিটাইতে পারেন নাই, আমরা তাঁহাদিগকে তৃষ্ণার জল দিয়াছি।

আমাদের ত্রুটি এইটুকুই।

কালী, দুর্গা, শিব ও গণেশ আমরা মানি না, ইহা সত্য নহে। কিন্তু আমাদের উপাসনার বহুর পূজা নাই। পূজা একজনের। কারণ, একনিষ্ঠা হারাইলে সাধনে উন্নতি অসম্ভব।

আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ লোকগুরু হইয়াছেন। তাঁহাদের দেখিয়াছি, নিজে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও শিষ্যদের জনে জনে পছন্দ মতন রামমন্ত্রে, কৃষ্ণমন্ত্রে, বিষ্ণুমন্ত্রে, নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এবং মহাদেব যে বিষ্ণুর কিঙ্কর আর পার্ব্বতী যে বিষ্ণুর কিঙ্করী, ভাগবত-পাঠকালে এই ব্যাখ্যা শুনাইবার পরেও, শিষ্যের ফরমায়েস মতন তাহাদিগকে শিব-পার্ব্বতীর মন্ত্রেই দীক্ষা দিতেছেন। নিজে যে সাধন পাইয়াছেন, তাহা কতিপয় লোকের মধ্যেই দিয়াছেন এবং নিজে যে সাধন পান নাই বা করেন নাই, তাহাই দেশ জুড়িয়া সকল লোককে বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। অমুক মঠ বা তমুক মিশনের স্বামীজীরা আসিয়া শিষ্যদের না ভাগাইয়া নিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী-পুরুষকে তাহাদের রুচিমতন নানা মন্ত্র দিয়া ত্রাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ফলে দেখা যাইতেছে যে, একই গুরুর শিষ্য হইয়াও এই শত

শত লোক কখনও একটা মঞ্চে আসিয়া একত্র হইতে পারিতেছে না। মহোৎসব দিয়া বা কীর্ত্তন করিয়া অনেকগুলি নানা ভাবের লোককে একত্র করিবার চেষ্টা আবহমান কাল হইয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু সকলে একত্র বসিয়া একই ভাবে নিজের পৌরোহিত্য নিজে করিয়া উপাসনা করিতে পারে, এমন কোনও সামান্য ধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে নাই।

আর আমরা কোনও অবস্থায়ই মন্ত্রদান-কালে শিষ্যের মর্জ্জির উপরে নির্ভর না করিয়া সকলকে একই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়াতে এবং সেই মন্ত্রটী সর্ব্বশাস্ত্র-মতে সকল মন্ত্রের সমন্বয়, সমাহার ও স্বীকৃত বলিয়া সম্মানিত থাকাতে, বহুকে তুষ্ট করিবার প্রয়োজন-বোধ হইতে একেবারেই মুক্ত। তাই আমরা আমাদের উপাসসনাতে বহু বিগ্রহ আসিতে দেই না। আমাদের এই একনিষ্ঠাকে যদি ভুল বুঝিয়া কেহ দেবদেবী-বিদ্বেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, তবে তাহাতে আমাদের ক্ষতির কোনও কারণ ত' নাই বাছা।

হিন্দু সমাজে এক একটা নির্দ্দিষ্ট তিথিতে চিরাচরিত পূজাদির অনুষ্ঠান হইয়া আসাতে, সেই সেই দিনটাতে সাধারণভাবে মানুষ মাত্রেরই মনে পূজা-ভাব থাকে। সেই সেই তিথিতে বিভিন্ন পূজা-প্রাণ জনের মনের স্পন্দন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরও মনে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার ক'রে। সেই সেই তিথিতে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক পূজার্চ্চানাদি তাঁহারা ত' করিবেনই, যাঁহারা সেই সেই দিবসীয় দেবতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু তোমরা জানো না, আমি জানি, পূজার

চালকলাতেই অধিকাংশের লোভ থাকে, দেবতায় ইহারা বিশ্বাস করে না। তাহারা কি বহির্ম্মুখ মন লইয়াই বিচরণ করিবে? দেবতায় বিশ্বাস করে না, অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, এমন লোকদের পক্ষে আমাদের সমবেত উপাসনায় ত' আপত্তির কিছু নাই। দেবতায় বিশ্বাস করে, এমন লোকেও জানে যে সকল দেবতা ওঙ্কার মহামন্ত্রের মধ্যে যুগপৎ বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং দেশপ্রচলিত বিশেষ বিশেষ পূজার তিথিতে সাধারণতঃ লোকের মনে যে ভক্তির স্পন্দন জাগিয়া থাকে, তাহার বাতাবরণের সুযোগটুকু লইয়া আমরাই বা আমাদের সমবেত উপাসনা সেই দিন কেন করিব না? যাঁহারা সেই দিন কোনও সাম্প্রদায়িক পূজা নিয়া ব্যস্ত থাকিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এমন দিনটীর কেন সদ্ব্যবহার করা হইবে ন? তাই সেই সেই বিশেষ দিবসে তোমাদের সমবেত উপাসনারও তারিখ পড়িয়াছে।

আশা করি, তোমার জবাব তুমি পাইয়াছ। এখন মনঃপ্রাণ দিয়া কাজ করিয়া যাও। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত কোনও কলহে প্রমত্ত না হইয়া কাজ কর। তাঁহাদের প্রতি অন্তরের প্রেম রক্ষা করিয়া কাজ কর। তাঁহাদের প্রদত্ত বাধাকে আশীর্ব্বাদ এবং অপবাদকে শুভেচ্ছা জানিয়া কাজ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ
বারাণসী
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার অতি তরুণ বয়সে একদা আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে, আজ তার কথা পুরাপুরি তোমার স্মরণেও নাই। অথচ আমার প্রতি অন্তরের অনুরাগও কমে নাই, শ্রদ্ধাও না। এখন তুমি ভাবিতেছ যে, কেমন করিয়া নূতন করিয়া আবার দীক্ষাটী লওয়া যায় এবং নূতন করিয়া সাধন-জীবন শুরু করা যায়।

অতি তরুণ কৈশোরে দীক্ষা নিতে পারিয়াছিলে, ইহা তোমার মহৎ সৌভাগ্য। সাধন কিছু করিতে পারিয়া থাক আর না থাক, তুমি যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত, এই কথাটাই তোমাকে নিয়ত মনোবল যোগাইয়াছে। তবে একেবারেই সাধন না করার ফলে বা নিতান্তই অনেক দিন পরে পরে কিছু কিছু সাধন করাতে অনভ্যাসের দরুণ তোমার সংশয় আসিয়াছে যে, ইহাই আমার দেওয়া সাধন কিনা।

আমার মনে হয়, এইটুকুই তোমার সমস্যা।

ইহাই যদি হইয়া থাকে, তবে আমার কাছে আবার নূতন করিয়া দীক্ষা নেওয়ার তোমার কোনও আবশ্যকতাই নাই। কারণ, কে না জানে যে আমি প্রণব-মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়া থাকি এবং সাধন-কৌশল রূপে শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকি? তুমিও সম্ভবতঃ এই উপদেশই পাইয়াছিলে। অনেক গুরুদেবেরা আছেন,

যাঁহারা নিজেরা যেই নামের সাধন করেন, শিষ্যদের সকলকেই সেই নামই যে দিবেন, তাহা নহে। কেহ কেহ কোষ্ঠি-ঠিকুজি বিচার করিয়া যেই ব্যক্তির জন্য যেই বীজমন্ত্র আসে, তাহা দিয়া থাকেন। অবশ্য, এইভাবে মন্ত্রদান কতকটা লটারির টিকিট কেনার মতন। কাহার ভাগ্যে যে কি পুরস্কার আসিবে, কেহই জানে না। যাহার প্রতিবেশ-প্রভাব যেই সাধনের অনুকূল, এই লটারি-খেলায় তাহার ভাগ্যে তাহার বিপরীত নামে দীক্ষাও হইয়া গিয়া থাকে, যাহার দরুণ গরীব বেচারীরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়া শেষ জীবনে গিয়া নিজের অভিলষিত কোনও মহাপুরুষের কাছে মন্ত্র পালটাইয়া প্রাণের গতির সম্মান রক্ষা করে এবং এই ভাবে জীবনের অনেকটা সময় তাহাদের প্রায় বৃথা কাটিয়া যায়। অনেক গুরুদেবেরা আবার নিজ পুত্রদের দীক্ষা দেন নিজ পিতার নিকটে প্রাপ্ত মন্ত্রে কিন্তু শিষ্যদের দীক্ষা দেন অন্যান্য নানা-মন্ত্রে। ইহার জন্য স্মৃতি-শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে শিষ্য-বংশের তালিকা রক্ষা করিয়া কাহার গোষ্ঠিতে কাহাকে কি মন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। কোনও গুরুদেবের হঠাৎ মৃত্যু হইয়া গেলে তাঁহার পুত্র যদি কোনও প্রকারে সেই মন্ত্রকুলজীর খাতাটী খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলেই বিপদ বাঁধিয়া গেল।

কিন্তু এই সকল ভয় আমার ব্যাপারে নাই। আমি ওঙ্কার-মন্ত্র শিখিয়াছিলাম স্বয়ং ভগবানের কাছ হইতে। নানা সময়ে নানা গুরু আমার জীবনে তাঁহাদের কল্যাণ-প্রভাব বিস্তার করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই আমাকে ওঙ্কার-মন্ত্র হইতে এক চুল বিচলিত করিতে

পারেন নাই। কাহারও কাহারও সহিত চির-জীবনের মতন সম্পর্কচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে এই ওঙ্কার-মহামন্ত্রের ব্যাপার লইয়া। কাহাকেও কাহাকেও গুরু বলিয়া অর্চ্চনা করিয়াছি কেবল তিনি ওঙ্কার-মহামন্ত্রেরই সমর্থক বলিয়া বা নিজে ইহার সাধক বলিয়া। এই একটী ব্যাপারে আমি একেবারে আপোষহীন বিপ্লবী। ওঙ্কার-মন্ত্রে আমার নিজের অধিকার অর্জ্জনের জন্য আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনে যাহা অবিরাম করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহার নাম সংগ্রাম। আর এই ওঙ্কার-মন্ত্রে সর্ব্বসাধারণের পরিপূর্ণ অধিকার স্থাপনের জন্য যাহা করিয়া চলিয়াছি, তাহার নাম বিপ্লব। এই সংবাদ এমনই প্রসিদ্ধ যে, তুমি তোমার অতি কাঁচা বয়সে দীক্ষা নেওয়ার দরুণ যদি মন্ত্র ও সাধন ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকটে পুনরায় আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষিত না হইয়াও যদি তুমি প্রণব-মন্ত্রের সাধনা করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে তাহাতেই তোমার দীক্ষা অটুট রহিল বলিয়া মনে করিও।

নামজপের অনেকগুলি প্রণালী পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত আছে। আমার পর্য্যবেক্ষণ আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছে যে, যে-কোনও প্রণালী ধরিয়া নাম জপিলেই ভগবানের নাম তাহার শক্তির প্রকাশ করিতে থাকিবেন। নাম নিজেই এমন মহান্ যে, কোনও প্রক্রিয়া-বিশেষের উপরে তাহার পরিবিকাশ নির্ভর করে না। কিন্তু সাধকের আধারের তারতম্য অনুসারে প্রণালী-বিশেষে সহায়তা কম বা বেশী হইয়া থাকে।

কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নাম করিয়া থাকেন।

তাহারও শুভফল আছে। বিশেষ করিয়া যাহারা মাঠে ঘাটে খাটিবে, তাহাদের পক্ষে সন্ধ্যার পরে সুর-সহযোগে ভজন যেন এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। যাহারা সাধক নহে পরন্তু শ্রমিক, তাহাদেরও এই সময়ে কণ্ঠ খুলিয়া ভগবানের নামগান করিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে অসুবিধা এই যে, বীজমন্ত্র জোরে জোরে গাওয়া চলে না।—তাহার সাধন গোপনে। তাই বীজমন্ত্রের অনুকল্প হিসাবে বীজ-সহযোগে বা বীজের স্মারক কোনও নামাবলি গাওয়া হয়। ক্লীং যাহার বীজমন্ত্র তাহার পক্ষে হরেকৃষ্ণ নাম, রাং যাহার বীজমন্ত্র, তাহার পক্ষে রঘুপতি রাঘব রাজারাম বা সীতারাম জয় সীতারাম প্রভৃতি নাম সেই জন্যই প্রশস্ত। প্রণব যাহার বীজমন্ত্র, তাহার পক্ষে হরি-ওঁ হইবে কীর্ত্তনীয় নাম।

এ সকলই ত' সর্ব্বসাধারণের জানা কথা। সুতরাং তোমাকে আবার আসিয়া নূতন করিয়া আমার কাছ হইতে দীক্ষা নিতেই হইবে, ইহা কেন ভাবিতেছ?

কেহ কেহ মালা জপিয়া থাকেন। মালা জপের সুবিধার দিক এই যে, ইহাতে জপের সংখ্যাটা ধরার উপায় থাকে। সংখ্যা-সঙ্কল্পিত জপ মালা দ্বারাই ভাল হইয়া থাকে। কিন্তু মালা লইয়া দিবানিশি জপ চলে না। মালা লইয়া জপ যদি প্রকাশ্য স্থানে করিতে বস, তাহা হইলে লোকের সম্মুখে নিজেকে জাপক বলিয়া জাহির না করিয়া রক্ষা নাই। তথাপি, অনেকে মালা-জপই করিয়া থাকেন এবং তাহাও অতি উত্তম উপায়। তবে তোমার মালার দৈর্ঘ্যটা কমাইয়া তুমি ছোট করিয়া নিতে পার, যাহাতে ইহা বহনের অসুবিধা কম হয় এবং মেরু

না রাখিয়া মালা গাঁথিতে পার, যাহাতে সংখ্যার প্রয়োজনে মেরু ফিরাইতে গিয়া মনের অভিনিবেশ কতকটা না পাতলা হইয়া যায়।

কেহ কেহ পথ চলিতে চলিতে প্রতিটি পাদনিক্ষেপের সহিত নাম-জপ করিয়া থাকেন। তুমিও ইহা করিতে পার। তবে সেই সময়ে বাক্‌সংযমী হইতে হইবে। নতুবা নামজপের বিঘ্ন হয়।

কেহ কেহ হৃৎস্পন্দনের সহিত নাম জপিয়া থাকেন এবং ইহাও অতি সুন্দর একটী উপায়। কিন্তু শারীরিক বিপর্য্যয়ের দরুণ ক্ষেত্র-বিশেষে হৃদয়ের স্পন্দনের সহিত তালরক্ষা করা কষ্টকরও হইতে পারে। তেমন অবস্থায় এই উপায় বর্জ্জনীয়।

কেহ কেহ শ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত নামজপ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের অনেক রকমের প্রণালী আছে, যাহা ব্যক্তি-বিশেষে পরিবর্ত্তন দাবী করিতে পারে। সেই জন্য সকল সময়েই কেবল স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত নাম করিবার অভ্যাসই সঙ্গত। শ্বাসের উপরে একটুকুও বলপ্রয়োগ করিবে না বা ইচ্ছা করিয়া শ্বাসকে ছোট বা বড় হইতে দিবে না। এইভাবে নাম করিয়া যাইতে যাইতে আস্তে আস্তে তোমার পথ তুমিই বুঝিয়া লইতে পারিবে।

এতখানি লিখিবার পরেও যদি আমার প্রমুখাৎ আরও কিছু জানিবার আছে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তিন দিন পরে আমার সহিত কলিকাতায় দেখা করিও। এই মর্ম্মে তোমাকে দ্বিতীয় একখানা পত্রও দেওয়া হইল।

অনেকদিন আগে দীক্ষিত হইয়াও এতগুলি বছর তুমি হট্টগোলে

হারাইয়া গিয়াছিলে। আজ তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। ইহা যে কি আনন্দের, বলিবার নহে। জন্ম জন্ম ধরিয়া কতজনকে হারাইয়াছি, সকলকেই পুনরায় বক্ষে ফিরিয়া পাইব, ইহা সুনিশ্চিত। এই জন্যই ত' গায়ে পড়িয়া গিয়া কাহাকেও দীক্ষা দেই না। যে আমার আপন, সে আমার কাছে আপনিই ছুটিয়া আসিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ বারাণসী

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার বাড়ীতে সেই দিন বিষম ঝড়-বাদলের মধ্যে সমবেত উপাসনা সুচারুরূপে সমাপিত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ঝড়-বাদল মাথায় করিয়া কাশীপুর হইতে হরিদাস আসিয়া তোমাদের উৎসাহ দিতে লাগিল এবং তোমাদের ঐকান্তিকতা উপাসনার অসাধারণ সাফল্যরূপে প্রকটিত হইল, ইহার চাইতে আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে? দেখ মা, ভক্তির অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। এই সেই দিন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সংবাদ পাইলাম যে, পাহাড়ী রিয়াংরা কয়েক জনে মিলিয়া একখানা উপাসনার মণ্ডপ তৈরী করিয়াছে এবং তাহাতে উপাসনার আয়োজন করিয়া মাত্র অখণ্ড-

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

সংহিতা পাঠ আরম্ভ করিয়াছে এমন সময়ে সাংঘাতিক ঝড় ও বজ্র-বিদ্যুৎ সুরু হইল। দলে দলে লোক পলাইয়া যাইতে লাগিল, একটী পাহাড়ী দম্পতি বলিল,—"না, মরণই যদি হইবার থাকে, তবে বাবামণির উপদেশ-বাণী অখণ্ড-সংহিতা শুনিতে শুনিতে প্রাণ দিব।" জিদ করিয়া তাহারা তাহাদের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। ঝড়ও থামিল, বজ্র-বিদ্যুতের প্রকোপও কমিল, আস্তে আস্তে পুনরায় সকল পাহাড়ীরা আসিয়া উপাসনা-মণ্ডপ পূর্ণ করিল, আসাধারণ গাম্ভীর্য্যের এবং অসামান্য সাফল্যের মধ্য দিয়া সমবেত উপাসনা শেষ হইল।

সর্ব্বত্রই ত' দেখিতেছি, ভক্তদেরই জয়, ভগবান্ তাঁহার ভক্তদের পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন। তোমরা ধন্য যে তোমরা ভক্ত হইয়াছে!

মনে তোমার সাধ ছিল যে ঠাকুরকে সোনা-রূপার বিল্বপত্র দিয়া অঞ্জলি দিবে। ইহাতে তোমার মন যখন তুষ্টি পাইয়াছে, তখন আমিও তুষ্টই হইয়াছি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিব।

সোনা-রূপার চাইতে ঠাকুর তোমার প্রাণের ভক্তিটাই বেশী চাহেন। আর গাছের বিল্বপত্র ও গাছের তুলসী-পত্রেই তাঁহার অনুরাগ অধিক। সোনার তুলসীপাতা আর রূপার বেলপাতা প্রয়োজন নহে। ভবিষ্যতে প্রাণের ভক্তিটাই বেশী করিয়া দাও। এই সকল বাহ্য ব্যাপার অনেক সময়ে ভক্তির বর্দ্ধক বটে কিন্তু এই সকল আড়ম্বরের কাছে নিজেকে ছাড়িয়া দিও না। সহস্র সহস্র লোকের হাতে বিল্বদল, তুলসীপত্র, দূর্ব্বাগুচ্ছ ও ফুল তুলিয়া ধর। সহস্র সহস্র লোকের দ্বারা

তোমার ঠাকুরের উপাসনাটী চালাইয়া যাও। তাহাতে যে আনন্দ, তাহার তুলনা নাই।

তোমরা কত কষ্ট করিয়াই আগরতলা গিয়াছিলে। কেহ কেহ ভগবানের দয়ায় বিশেষ কোনও কষ্ট না পাইয়াই পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিতে পারিয়াছ। কিন্তু তোমরা কেহ কেহ এত ক্লেশ পাইয়াছ, যাহা আমার বুকে নিরন্তর বাজিতেছে। তবু আমার পরমা শান্তি এই যে, তোমরা গিয়াছিলে। গিয়াছিলে প্রাণের টানে, গিয়াছিলে প্রেমের টানে, গিয়াছিলে তোমাদের এই বৃদ্ধ সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের আকর্ষণে। যে প্রেমশীল, জগতে সেই ত' জীবিত। অপর সকল লোক মরা মাত্র। তাহাদের কথা ভাবিয়া কাজ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

বারাণসী

হরি-ওঁ

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমাদের স্থানীয় এবং পারিবারিক উৎসবে সকলের স্বতঃপ্রণোদিত সহায়তার মধ্য দিয়া একটা সর্ব্বজনীন উৎসবে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতে সকলে এমন মুক্ত হস্তে সহযোগ করিয়াছেন যে কয়েক মণ চাউল তোমাদের

উদ্বৃত্ত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আমাদের সমবেত উপাসনার বিশেষত্বই ত' এই যে, এখানে সকলেই নিজ নিজ হাতে করিয়া কিছু না কিছু নিয়া আসিবেন এবং গৃহস্বামীও সকল প্রকার অভিমান অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া সকলের সহযোগকে গুরুদেবের দয়াদত্ত আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহা সকলের সেবায় লাগাইবেন। এই একটী পরম প্রয়োজনীয় কথা আমি তোমাদের বুঝাইতে বুঝাইতে হদ্দ হইতে যাইতেছিলাম। এমন সময়ে একটী অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা আমাকে চমকিত করিয়া দিয়া প্রমাণিত করিলে যে, না সত্যই তোমরা আমার নির্দ্দেশের অর্থ বুঝিয়াছ। ইহাতে বড়ই সুখী হইয়াছি।

সম্প্রতি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বড়ই রেষারেষি চলিয়াছে। বিগত কতক মাস ধরিয়া তাহার ত' ভয়ানক মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। এমন অবস্থায় তুমি একটী সত্যিকারের শুভ সংবাদ দিয়াছ যে, তোমাদের এই উৎসবে স্থানীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভক্তেরা দলে দলে তোমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন এবং আনন্দদান করিয়াছেন। নানা মতের লোকেরা একত্র মিলিত হইয়া যে আনন্দ করিতে পারেন, ইহার দৃষ্টান্ত কি সত্যই স্বর্গীয় নহে?

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে যেই যেই স্থান হইতে সব চাইতে বেশী বাধা বা বিরোধিতার করিতেছিলে তোমরা আশঙ্কা, ঠিক সেই সেইখান হইতেই এই যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কি কোনও বিশেষ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নহে?

কতকগুলি নিরীহ সংসারী ভক্তের ভিতরে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা জাগাইয়া দিয়া যেই সকল ত্যাগের মার্কাধারীরা নিজেদের সাম্রাজ্য অসাপত্ন রাখিবার ফিকিরে ছিলেন, তাঁহাদের চাল ব্যর্থ হইতে সুরু করিয়াছে। মানুষের বিবেক চিরকাল কেহ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে যে পারে না, তাহার লক্ষণ সব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। দুই এক স্থানে যখন ইহা দেখা যাইতেছে, তখন এই শুভলক্ষণ আস্তে আস্তে আরও বহু স্থানেই দেখা যাইবে। ধর্ম্মগুরুরা ধর্ম্মদানের নাম করিয়া যেখানে যেখানে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা পরিবেশন করিতেছেন, সেখানে সেখানে চিরকালই যে অন্ধকারের রাজত্ব চলিতে থাকিবে, এই অসম্ভব কথাটা আমরা গোড়া হইতেই ত' বিশ্বাস করি নাই। আমরা যদি আমাদের অন্তরের প্রেমে অকপট ও অকৃত্রিম হইতে পারি, তাহা হইলে কিছুকাল মধ্যেই সেই সকল উৎপাত বন্ধ হইয়া যাইবে, যাহা অনেক স্থানেই সকল অপক্ষপাত দর্শকের মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে। সত্য সকল সময়েই জয়ী হইবে। সত্যের জয় কেহই কোনও দিন আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। যার যতটুকু সত্যের উপরে স্থিতি, তার কতটুকু প্রতিষ্ঠা কেহই নাশ করিতে সমর্থ হইবে না। ঈর্ষ্যা করিয়া মানুষ খেপান নিতান্তই ভ্রমের ব্যাপার।

সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই শ্রদ্ধা করিবার জিনিষ আছে, এই বিশ্বাসটা তোমরা রাখিও। যেখান দিয়া যেই সম্প্রদায় যতটুকু শ্রদ্ধার যোগ্য, সেইখান দিয়া তাহাকে ততটুকু শ্রদ্ধা দিতেই হইবে। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা না দেওয়া দোষ। শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধা করা পাপ। তোমরা এই দোষ এবং এই পাপ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিও। তোমাদের

চিন্তা, বাক্য ও আচরণে যেন কোনও সম্প্রদায়ের মর্ম্মস্থান না আহত হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি কাজ করিবে। এই ভাবে যদি তোমরা আবহমান কাল চলিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের জয় রুখিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। অপরকে অঘাত না দিয়াও যদি তোমরা আহত হও, তবে সেই আঘাতের বেদনা দূর করিবার ভার ভগবান্ তাঁহার নিজ হাতে নিবেন। তোমরা সেই বিষয় নিয়া মোটেই চিন্তা করিও না। বিগত কতকগুলি মাস ধরিয়া সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া দলে দলে ভদ্রসন্তানেরা নানা স্থানে তোমাদের সঙ্ঘের অযাচক আর্থিক ভিত্তির উপরে যে নিদারুণ আঘাত হানিয়া চলিয়াছেন, তাহার বেদনা মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহাদের দ্বারা শত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে এই মানবীয় সত্য বিস্মৃত হওয়া চলিবে না যে, ইঁহারা সকলেই তোমাদের ভাই। নির্ব্বোধ এক ভ্রাতা অপর এক নিরপরাধ ভ্রাতার ক্ষতি করিয়া বসিলে তাহা সহ্য করিয়া যাওয়াই ত' সঙ্গত কাজ। বিদ্বেষকে তোমরা অন্তরের কোণেও আসিতে দিও না। যাঁহারা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি বরং আগের চাইতে অধিকতর প্রেম অর্পণ কর। ইহার ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, যাহা সর্ব্বজীবের পক্ষে শুভকর, আনন্দদায়ক ও গৌরবজনক।

তোমাদের অঞ্চলের পাহাড়ের কাজটা আরম্ভই হইতে পারিল না, ইহাতে আমি ব্যথিত হইয়াছি। বারংবার আমি তোমাদের জানাইয়াছি যে, সুযোগ কখনও ফেলিয়া রাখিতে নাই। তোমরা ত্বরিত হইতে পারিলেই না। সব কাজই যদি মানুষ ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখে,

তাহা হইলে যাহা হয়, তাহাই তোমাদের হইয়াছে। নাগা ও রাংখল নেতা তথা গাঁওবুড়াদের সহিত আস্তে আস্তে পরিচয়-স্থাপন হইল, তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গতাও হইল, কিন্তু হইল না ইঁহাদের পুঞ্জিতে ধর্ম্মাভিযান লইয়া অগ্রসর হওয়া। এক একটা করিয়া জেলা-প্রতিনিধি-সম্মেলন তিন মাস পরে পরে করিয়াই যাইতেছ, তাহাতে কত কত বিষয়ের আলোচনাও হইতেছে, কিন্তু যখন কাজ করিবার সময় আসে, তখন তোমরা আলোচনার ফলাফলকে কাজে রূপ দিতে দ্রুত চেষ্টিত হও না। বল, ইহার চাইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যেই সকল স্থানের কথা লিখিয়াছ, সেই সব স্থানে নাগারা এখনও নিজ নিজ পুঞ্জিতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, এই সংবাদ আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু সেখানে যাইয়া কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল অবস্থায় সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, এই সংবাদটা ত' তোমরা আমাকে তখন জানাইলে, যখন এই সকল স্থান বিদ্রোহী নাগাদের রণাঙ্গণে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উলঙ্গ থাকিতে অভ্যস্ত নাগাদের মধ্যে একজন দুইজনের যাওয়া যে নানা কারণে ভাবিবার, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু এই কথা ত' তখন আমাকে জানাও নাই। এই কথা ত' তখন তোমার জেলার আর দশ বিশটী মণ্ডলীতে জানাও নাই। যাহাতে বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ জন একত্র যাওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কি করা যাইত না? এই সকল ব্যাপারে আর্থিক কোনও অসুবিধা ঘটিলে আমি কি বারাণসী হইতে অকৃপণ হস্তে টাকা পাঠাই না?

আরও লিখিয়াছ যে, নাগারা একে ত' উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ,

তাহাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ সকলে একটী মাত্র গৃহে করে রাত্রিযাপন, এমতাবস্থায় তোমাদের রাত্রিবাসের বিশেষ অসুবিধার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এক দুই তিন দিন রাত্রিবাস করিবার মত কুঁড়েঘর সেই বাঁশবনের জঙ্গলে তুলিয়া লওয়া খুব একটা অসাধ্য ব্যাপার নহে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা যাহা অনায়াসে করিতে পারেন, তাহা তোমরা কেন করিতে পারিলে না, ইহাই ত' আমি বুঝিলাম না। আজ এই সকল বস্তি উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হইয়াছে, আজ আর কোনও দুঃসাহস করিবার মানে হয় না। কিন্তু সেদিন তোমরা কিছু কাজ করিয়া রাখিলে এই সব উপদ্রব কমিয়া যাইবার পরে দেখা যাইত যে, তোমরা কতটা আগাইয়া রহিয়াছ। তোমাদের কাহারও মাথার ভিতরেই এই সোজা কথাটা ঢুকিতেছে না যে, আজ যেখানে এক কণা কাজ করিয়া রাখা যাইবে, দশ বিশ বছর পরে হইলেও সেখানে আমরা তাহার কোনও না কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুফল পাইবই পাইব। আমরা মহাবটের বীজ ছড়াইতেছি, কোনও প্রকারে কোনও অঞ্চলে একটা বীজও যদি একবার অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাহা হইলে হাজার বছর পরেও তাহার ছায়া পাওয়া যাইবে।

ভবিষ্যতে অফুরন্ত বিশ্বাস না থাকিলে কোনও বড় ও স্থায়ী কাজ করা যায় না। সেই বিশ্বাস তোমাদের আসুক।

অবিলম্বে তোমাদের জেলার সকল মণ্ডলীগুলিতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলার প্রধান কয়টী মণ্ডলীতে পত্র দিয়া আমার এই অভিপ্রায় জানাইয়া দাও যে, বর্ষার ঠিক পরে একযোগে সকল জেলায়

সকলগুলি পার্ব্বত্য বস্তিতে আমাদের কাজ সুরু করিয়া দিতে হইবে। আজ যেখানে আমরা কাজ সুরু করিয়া দিলাম, কাল সেখানে বিদ্রোহীদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পারে। পরশু সেখানে ভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাগণের কামান দাগা শিক্ষা করিবার চাঁদমারী হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কাজ বসিয়া থাকিতে পারে না। যখন কোনও স্থান সত্য সত্যই বিপজ্জনক হইবে, তখন আমরা বরং সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ করিব, কিন্তু তাহার আগে ও পরে আমাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কাজ আমাদের চালাইয়া যাইতেই হইবে।

ব্যাপক কাজ করিবার আগে বৈজ্ঞানিক রীতি হইতেছে, সমস্তগুলি স্থান ঢুঁড়িয়া তাহার মানচিত্র তৈরী করিয়া নেওয়া। কোন্ অঞ্চলে কোন্ মাসে ধর্ম্মভিযান নিয়া গেলে অল্প শ্রমে বেশী কাজ হইবে, কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ স্থান হইতে অভিযানকারীদের আনিয়া সমবেত করিতে হইবে, ইহার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও আভাস সেই মানচিত্রে থাকিবে। সেই মানচিত্র মূলকেন্দ্রে দ্রুত আসিয়া যাওয়া প্রয়োজন। আর প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর কর্ত্তব্য হইবে নিজ নিজ স্থানের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য পুঞ্জিগুলির মানচিত্র তৈরী করিয়া সেই সেই স্থানে কাজ আরম্ভ করিবার বিষয়ে সকল অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা। যেখানে যে মণ্ডলী আছে, সকল মণ্ডলী হইতে অভিযাত্রী কর্ম্মী আনিয়া এক সঙ্গে কাজে লাগাইতে হইবে। যখন যেই স্থানটীকে ধরা হইবে, তখন সেই স্থানটিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। এই ব্যাপারে অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই যথেষ্ট নহে। যে যত পারে,

সে তত ব্যয় করিবে, ইহা হইবে তোমাদের পণ। তোমরা যে একটা অতিশয় নূতন ব্যাপারে হাত দিয়াছ, ইহার যে ফল সুদূর-বিস্তারিত, ইহা যে এখন যুগের দাবী, এই কথা তিনটী মনে রাখিতে পারিলেই দেখিবে, অলসতা আসে না, কাতরতাও আসে না আর আসে না কৃপণতা। একের পক্ষে যাহা বোঝা, দশের পক্ষে তাহা সহজ-বহনীয়ই হয়। তোমরা যে নিজেদের স্বার্থ-চিন্তা করিয়া কাজগুলি হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিতেছ, এমন মিথ্যা অপবাদ আমি তোমাদের দিব না। কিন্তু তোমরা নিজেদের নিতান্তই আর্ত্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তোমরা নিজেদের আপরিমিত শক্তিতে গণনায়ই আন না, তোমরা তোমাদের নানা স্থানের এক একটা বিরাট সাফল্য হইতে এখনও আত্মবিশ্বাস আহরণ করিতে পারিতেছ না, ইহাই তোমাদের ত্রুটি। তোমাদের আর একটী ত্রুটি এই যে, কাজে লাগিবার সময়ে জন কতক লোকেই যাহা করিবার কর, প্রতি জনকে হাত লাগাইতে আজ বাধ্য করিতে পারিয়া উঠিলে না। এই একটা বিষয়ের অক্ষমতাই তোমাদের সকল গৌরবকে যেন ম্লান করিয়া দিতেছে।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আমি একখানা বহি লিখিয়াছিলাম, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য। তাহাতে এক জায়গায় লিখিয়াছিলাম, কত কত বিপ্লব দেশে ও রাষ্ট্রে হইতে থাকিবে, কিন্তু আমরা তাহাতে থামিব না। আমাদের সেই কথা কি মিথ্যাই হইয়া যাইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ বারাণসী

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিকে পাহাড় আর টিলা, তার মাঝে ক্ষুদ্র একটী সহরে বসিয়া আছ। তোমাদের দ্বারা যে ভাবী মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কাজ হইতে পারে, তাহা তোমার চিন্তা করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর।

চতুর্দ্দিকের সাত, আট, দশ মাইল দূরে দূরে অবস্থিত পার্ব্বত্য "বাড়ী"তে "বাড়ী"তে তোমাদের যে কত কাজ করণীয় আছে, বলিবার নহে। আমার কাছে জীবনের পরম পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছ, এমন তোমরা সেখানে কম পক্ষে পঞ্চাশ জন আছ। তোমরা কি সকলে মিলিত হইয়া অবিলম্বে পরামর্শে বসিবে যে বর্ষার ঠিক পরেই যাহাতে তোমাদেরই দ্বারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে হরিনামের বন্যা বহাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার জন্য তোমরা কে কি করিতে পার? আমি নিজে আসিয়া সব করিয়া দিয়া যাইব, এই নির্ভর তোমরা ছাড়িয়া দাও। তোমরা কাজ আরম্ভ করিলে আমি তোমাদের বাহু দিয়াই কাজ করিব এবং ঠিক উপযুক্ত সময়ে সশরীরেও আবির্ভূত হইব। যতক্ষণ আমার এই জড় দেহ কর্ম্মক্ষম আছে, ততক্ষণ আমি তোমাদের কাছে বিশ্রাম চাহি না। সুতরাং তোমাদের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে দেখিলেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিব। যে

দিন আমার এই জড় দেহ থাকিবে না, সেই দিনও আমি আদর্শবান্ কর্ম্মীদের সাথে সাথে কাজ করিয়া বেড়াইব। কোনও কোনও ভাগ্যবান আমাকে তখন দেখিতেও পাইবে। কিন্তু আজই তোমরা কাজে লাগ। আর কাজ ফেলিয়া রাখিও না।

কোনও বড় কাজেই যে তোমরা আর আগের মত উৎসাহ অনুভব কর না, তাহার দুইটী মস্ত বড় কারণ রহিয়াছে। প্রথম কারর, তোমরা নিজ নিজ জীবনে সীমাবদ্ধ ভাবেও ব্রহ্মচর্য্য-পালনে আগ্রহী নহ। ব্রহ্মচর্য্য যাহারা যতটুকু পালন ক'রে ততটুকুই বল, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই সকল সম্পদ ছাড়া কি করিয়া কেহ বড় কাজে হাত দিতে পারে?

দ্বিতীয় কারণ এই যে, তোমরা অনেকেই এক মনে এক প্রাণে সাধন কর না। সাধন করিলে গুরুবাক্যে নিষ্ঠা আসে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস আসে। এই দুই বস্তু আসিলে কোনও দুশ্চর তপস্যাকেই আর অসাধ্য মনে হয় না। তোমাদের গুরুদেব দৈনিক আঠারো ঘণ্টার ছেচা পরিশ্রম ঘাড়ে বহিয়াও তোমাদের ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, "কাজে নামো", আর তোমরা দিব্যি নাক-ডাকান নিদ্রায় মজিয়া রহিয়াছ, ইহা সাধনহীনতারই ফল, ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পনের দিনের উপর হইল পাইয়াছি। পত্র দ্বারা জবাব দিবার সময় করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি ত' বাবা জানি, লিখিতভাবে পত্রের জবাব না দিলেও মনে মনে যে জবাব পাঠাই, তাহা তুমি জানিতে পার। নিজেকে তুমি এতই অভক্ত অভাজন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক যে, তোমার বিনয়ের কোমলতার সুযোগ নিয়া তোমার ভিতরে একটা রেডিও-ষ্টেশান স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। যতই তুমি অভিযোগ করিতেছ যে, তোমার অত দুঃখ কষ্ট যাতনার সংবাদ পাইয়াও আমি তোমার বিষয় একটুকুও ভাবি না, ততই যে তুমি তোমার নিজের অগোচরে আমার সদাপ্রহরার বস্তু হইয়া যাইতেছ। প্রেমের গতি অত্যদ্ভুত, রীতিও আশ্চর্য্য। বিপদ ও দুঃখের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে তুমি এত সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছ যে, দু'দিন পরেই দেখিতে পাইবে যে আমি আর দূরে নহি, তোমার অতি নিকটে, একেবারে তোমার সহিত অভেদ অভিন্ন হইয়া তোমার অন্তরতম প্রিয়জন। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে আমি সেই লক্ষণ প্রকট দেখিতেছি। তোমার মতন অভিমানী ছেলে আমার আরও অনেক আছে, কিন্তু ত্যাগ, সেবা, অপকট ভক্তির সহিত এমন অভিমানের শুভ-সংযোগ ত' আর দেখা যায় নাই। তুমি একটা

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

নির্দ্দিষ্ট গোত্রের মধ্যে থাকিয়াও অসামান্য ভাবেই অসাধারণ। এই জন্যই ত' তোমাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালোবাসি।

তোমার পিতামাতার প্রদত্ত অবাঞ্ছিত সংস্কার, তোমার বংশ-সংস্কার, তোমার প্রতিবেশ-প্রভাবজাত সংস্কার সব কিছুই আমি কাটাইয়া দিয়া তোমাকে নরকের জীবন্ত যাতনা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব। এই প্রত্যয়ে তুমি সুস্থির হইয়া থাক। মনকে কেন বারংবার দুর্ব্বল হইতে দিতেছ? তোমার নিষ্ঠা আর আমার স্নেহ একত্র মিলিত হইলে জগতে কোন্ অসাধ্য না সাধন করিতে পারে? আমি তোমাকে ভুল পথে চলিতে দিব না, আমি তোমাকে বারংবার বৃথা অনুতাপ সঞ্চয় করিতে দিব না। আমি সত্যই তোমাকে আপন করিয়া লইব, আমি তোমাকে বুকে ধরিয়া নিজেও কৃতার্থ হইব। কারণ, তোমরাই যদি আমার বক্ষ শীতল না করিলে, তবে আমার পৃথক্ অস্তিত্বের সার্থকতা কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ডখানা পাইলাম। একটী শাদা রংয়ের পেচক তোমার রান্না-ঘরে ঢুকিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছ। এই ব্যাপারে তুমি অত্যন্ত

চিন্তিতও হইয়াছ। কোন্ অমঙ্গল আবার কোন্ দিক দিয়া আসিয়া হাজির হয়, ইহা ভাবিয়া উতালা হইয়াছ।

উতালা হওয়া কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছ যে, পিছন হইতে কেহ হাঁচিলে অমঙ্গল হয়, টিকটিকি গায়ে পড়িলে অমঙ্গল হয়, পেঁচা ঘরে ঢুকিলে অমঙ্গল হয়। শুনিতে শুনিতে অমঙ্গল আশাঙ্কা করিতেই ত' অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছ।

আমি বলিতেছি যে পেচক গৃহে প্রবেশ করায় তোমার কোনও অমঙ্গল হইবে না। তুমি মন হইতে সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হও।

সুদূর অতীত কালে, এমন কি যখন আর্য্যজাতি ভারতে পদার্পণও করেন নাই, এমন সময়ে অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশেও নানা উপজাতির লোক এক একটা প্রাণীকে বা বৃক্ষকে নিজেদের বংশের কল্যাণকারী বলিয়া ভাবিত। সেই সকল বিভিন্ন উপজাতিকে একত্র করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত করেন ভারতীয় আর্য্যেরা। সংস্কৃত ভাষা ও প্রণব মন্ত্র দিয়া তাঁহারা এই ভাবে বিভিন্ন রকমের সংস্কার-বিশিষ্ট উপজাতিগুলিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্য্য-বংশধরদিগকে এক এক উপজাতির এক একটা আলাদা আলাদা প্রাণীর প্রতি অনুরাগ ও বিরাগকে কিছুটা কিছুটা করিয়া স্বীকার করিয়া নিতে হইয়াছিল। এই ভাবেই তোমাদের মধ্যে অনেক গ্রাম্য সংস্কার স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু নূতন যুগ আসিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের আর সেই

সকল আদিম যুগের সকল সংস্কারই মানিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। পেচক, গর্দ্দভ প্রভৃতি প্রাণীরা পরমেশ্বরেরই সৃষ্টি এবং তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পালন করিয়া জীবের নানা হিতই সম্পাদন করিতেছে। তাহাদের সম্পর্কে অন্তরে ভীতি পোষণ করা দুর্ব্বলতা বা মূর্খতা মাত্র।

তথাপি মনে যখন দ্বন্দ আসিয়াছে, তখন ভক্তি করিয়া তোমার গৃহে একটী সমবেত উপাসনা দাও এবং ভয়মুক্ত হও ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। তোমার ঠাকুরঘরে বেশ কয়েক খানা দেবতা ও মহাপুরুষের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। ঠাকুরঘর সাজাইবার দিক দিয়া ইহা খুব ভুল হইয়াছে বলিয়া বলিতে পারি না। এতগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি ও মূর্ত্তি একত্র থাকিলে দেখিতে ভালই হইবে। কিন্তু সাধনে একনিষ্ঠার দিক দিয়া ইহা অনুমোদন করিবার উপায় নাই। উপাসনা করিতে বসিবার আগে ত্রিভুবন যখন ভ্রমিয়া বেড়াও, তখনও তোমাকে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেই

নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে মনে মনে নামের স্মৃতি জাগাইতে চেষ্টা করিলেও বাহিরের নানা চিত্র ও প্রতিচিত্র আসিয়া মনের উপরে ছায়া ফেলে, যাহাতে ধ্যান আর সেই সময়ে জমিয়া ওঠে না। তাই, উপাসনার সময়ে যখন নিজ ঠাকুরঘরে বসিয়া নামে মন মজাইবার জন্য প্রয়াসী হইবে, সেই সময়ে বহু বিগ্রহ বসাইয়া দিয়া নিজের ধ্যানের একাগ্রতাকে নাশ করিয়া লাভ কি? এই বিষয়ে তোমাদের প্রায় সকলেরই যুক্তি-পরম্পরা প্রায় একপ্রকার। ঠাকুরদাদা অমুক দেবতাকে ভালবাসিতেন, তাই তাহার একটি চিত্র রাখিতে হইবে, বড় মাতুল মহাশয় তীর্থ করিতে গিয়া আর এক দেবতার একখানা ছবি নিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই খানাকেও রাখিতে হইবে। কিন্তু নিজস্ব সাধন-ব্যাপারের প্রশ্ন তোমার ঠাকুদাদার জীবনের সমস্যার প্রশ্নও নহে, তোমার মাতুল মহাশয়েরও নহে। ইহা তোমার এমনই একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে, এইখানে তোমার চরম ও পরম অভিনিবেশ একটী মাত্র স্থানেই যাহাতে হয়, তাহাই আগে করণীয়।

এই জন্যই তোমার পূজার আসনে অনেকগুলি পূজ্য বিগ্রহ একত্র বসাইবার ব্যাপারটাকে খুব একটা সহানুভূতির সহিত সমর্থন করিতে পারিলাম না।

যাহাদের মন একটী মাত্র তত্ত্বে ডুবান অসম্ভব বা অসাধ্য, তাহাদের পক্ষে যে-কোনও প্রকারে একটা অনুরাগ বা আনুগত্যের ভাব আনিবার জন্য বহু বহু দেবতা, বহু বহু মহাপুরুষ আদির প্রতিচিত্র স্থাপন করিয়া লওয়া ক্ষতিকর নহে। অনেক মন্দিরে যে বহু দেবতার মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার একটা উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে

যে, যদি কোনও লোক বিশেষ একটী দেবতার প্রতি আগ্রহ অনুভব না করিবার দরুণ অন্তরের ভক্তি নিবেদন না করে তবে সে অন্য কোনও দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হয়ত তাহা করিতে প্রলুব্ধ হইবে। এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, ইহা একটা কম কথা নহে। ভাসাভাসা ভাবে যাহারা ভগবানের কথা ভাবে, একটা অবলম্ব লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে একেবারে মজিয়া যাইবার যাহাদের সাধ্য নাই, তাহাদের মনকে যে-কোনও প্রকারে টানিয়া আনিয়া মাঝে মাঝে একটু সরস করিয়া দেওয়ার পক্ষে ইহা নিতান্তই ফেলিয়া দেওয়ার মতন উপায় নহে। কিন্তু মানুষেরা গুরু ত' করে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার জন্য, দীক্ষা ত' নেয় একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার ব্যাপারে যাহাতে নানা মতের নানা পথের হট্টগোল আসিয়া ঝঞ্ঝাট না বাঁধায়, তাহার জন্য। সাধারণের জন্য দেবতার মেলা সহনীয় হইতে পারে, কিন্তু দীক্ষিতের জন্য তাহা কেন হইবে?

একনিষ্ঠার যে কি শক্তি, তাহা একনিষ্ঠ হইয়া সাধন না করিলে কেমন করিয়া বুঝিবে? জন্মাবধিই ত' দেখিয়া আসিতেছ যে, লোকে এক ঘাটের জলে সন্তুষ্ট নহে, দশ ঘাটের জল না হইলে প্রাণে পিপাসা মিটে না। কেবল গীতা পড়িয়া শান্তি নাই, চণ্ডীরও কয়েক অধ্যায় না পড়া হইলে মন খচ্ খচ্ করে। ভাগবত পড়িয়া তৃপ্তি নাই, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেরও কতকটা পড়া না হইলে কেমন অসম্পূর্ণ অসফল বোধ হইতে থাকে। সকল দেবতাকে একত্র করিয়া নিয়া ঠাকুরঘর সাজাইয়া উপাসনায় বসিলে সকলের প্রতি সমভাব বা সমশ্রদ্ধার মত একটা অসাধারণ সম্পদ লাভ যে হইতে পারে না,

তাহা নহে কিন্তু ইহার ফলে সাধকের প্রকৃত সাধনের স্থানটিতে নিষ্ঠা কমিয়া গিয়া তাহার সাধনকে অগভীর রহিবার সহায়তা করে কিনা, তাহাও ত' ভাবিয়া দেখিবার মতন। এই ফটোখানা না হইলে ভাল লাগে না, ঐ ফটোখানা না হইলে মনে মানে না, সেই ফটোখানা পাইলে পিপাসার যেন পরিতৃপ্তি হইত, আরেকখানা ফটো যে তারও চাইতে মনোলোভা,—এই ভাবে মনের মর্জ্জির কাছে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া দিয়া তোমরা একনিষ্ঠার সমাধি করিয়া দিতেছ। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ না যে, সকল দেবতাকে, সকল মহাপুরুষকে, সকল অবতারকে, সকল পীর-পয়গম্বর-প্রফেটকে তোমরা যার যার স্থানে প্রাণের গভীর ভক্তি নিবেদন করিলে কেহই ত' তোমাদের কার্য্যে আপত্তি করিবেন না। নিজের উপাসনার স্থানটীতে তুমি কতজন দেবতা বা মহাপুরুষকে স্থান দিবে? বাছিয়া বুছিয়া তিন জন কি চারি জনকে স্থান দিয়াছ, কিন্তু কি করিয়া জানো যে ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক বড় বড় দেবতা বা মহাপুরুষ নাই বা ছিলেন না? এমন কত দেবতা আবার নূতন করিয়া নিজ নিজ পূজা প্রচলনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, যাঁহারা অনার্য্যদের পূজিত দেবতাদের হঠাৎ প্রাধান্যলাভে পূজার জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছেন? আজ যদি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোনও নূতন ভাষ্যকার ঋগ্বেদের এমন ভাষ্য করিয়া দিতে পারেন, যাহা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের সকল গবেষণাকে একেবারে স্তব্ধ ও নস্যাৎ করিয়া দিতে সমর্থ, তাহা হইলে কাল হইতেই দেশপ্রচলিত অনেক আধুনিক দেবতার পূজা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ভারতের ধর্ম্মবিবর্ত্তনের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

অনেকবার ঘটিয়াছে। এমন কি, এক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর অন্য দেবতার পূজারও প্রচলন অসাধারণ ব্যাপকতায় হইয়া যাইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈততত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া দেশব্যাপী যে অসাধারণ ধর্ম্মান্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য ও সূক্ষ্ম ফল দেশ ও জাতির উপরে যাহাই হউক, গৌণ ও প্রকটিত ফল যে শিবোপাসকের সংখ্যাবৃদ্ধি, এই কথা কে না জানে? সমশক্তিশালী অন্য কোনও প্রচারক বা প্রচারক-গোষ্ঠী যদি ঋগ্‌বেদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এক দিকে শায়ণভাষ্য ও অপর দিকে আধুনিক ইতিহাস-সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী কৃত যাবতীয় পুরাতাত্ত্বিক গবেষণাকে উড়াইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নূতন নূতন মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার যে-কোনও পুরাতন দেবতার পূজাকে একেবারে আধুনিক পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিতে পারেন। এই সম্ভাবনা এই দেশের মাটিতে, এই দেশের লোকের ধাতে, এই দেশের পল্লী-মনের চিরপোষিত সংস্কারের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে কি রাস্তার মধ্যে উড়ো চিঠি পাইয়া সাতখানা করিয়া নকল করিয়া চারিদিকে নিজের নাম গোপন করিয়া পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হও? অমুক স্থানের অমুক তপস্বী অমুক পাহাড়ে অমুক দেবতার পূজা করিতে গিয়া হঠাৎ প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছেন, যদি এক কোটি লোক "অমুক দেবতায় নমঃ" এই মহামন্ত্র সাতখানা কাগজে লিখিয়া নিজের নাম-ধাম গোপন করিয়া তাহা প্রচার করেন, তাহা হইলে সেই তপস্বী মানব-শরীর ফিরিয়া পাইবেন; যদি কোনও পুরুষ

বা নারী এই পত্রখানা পাঠ করিয়া সাত দিন মধ্যে সাতজন লোকের নিকটে পাঠান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লটারির টিকিটে জয়ী হইয়া তিনি লক্ষপতি হইবেন, আর যদি না পাঠান, তাহা হইলে ছাত্র হইলে তিনি পরীক্ষায় ফেল করিবেন, নারী হইলে তাঁহার পতির মৃত্যু হইবে, পুরুষ হইলে ধনেপুত্রে বিনাশ পাইবেন,—এই জাতীয় চিঠি পাইলে তোমরা হন্যে কুকুরের মতন ক্ষেপিয়া উঠিয়া সাতখানার জায়গায় একুশখানা পত্রে সেই অমুক দেবতার নমস্কার-মন্ত্র বা জয়গাথা লিখিয়া ডাকে পোষ্ট কর বা হাটের মাঝে যখন মানুষ নিজেদের কাজকর্ম্ম লইয়া থাকে অতি মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত, তখন অলক্ষিতে তাহাদের হাতে দিয়া সরিয়া পড়। ইহাই যেখানে তোমাদের প্রায় শতকরা সত্তর জন লোকের সহজ-বিশ্বাস-প্রবণতা, সেখানে নূতন নূতন দেবতার পূজা প্রবর্ত্তন বা পুরাতন দেবতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কি একটা কঠিন কথা?

এই সকল কথা ভাবিয়া দেখ। তাহার পরে নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরাই নির্ণয় করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

বারাণসী

হরি-ওঁ

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, তোমার যে নাম করিতে বসিলে জ্যোতির্দর্শন হয়, এই কথা বাহিরে প্রকাশ বা প্রচার করিও না। মন দিয়া নাম করিতে থাক। নাম করিতে করিতে আরও কত কি দর্শন ও অনুভূতিতে আসিবে, তাহার ঠিক কি? জগতের যত আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, সবই নামসেবার ফলে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া পুলকিতও হইও না, আশ্চর্য্যান্বিতও হইও না। কিন্তু আরও অধিকতর উদ্যমে সাধন করিবার জন্য উৎসাহিত হইও।

মন দিয়া নাম করিতে থাক। কাম-ক্রোধাদি যতই প্রবল হউক, নামের শক্তির চাইতে তাহাদের শক্তি বেশী নহে। যখনই দেখিবে যে রিপু প্রবল হইতেছে, তখনই নামের মধ্যে নিজেকে বেশী করিয়া সমর্পণ করিবে।

নামে যাহাদের রুচি আসে, নামে যাহাদের বিশ্বাস অবিচল, নামের পাগল হইয়া যাহারা চলে, এমন সাত্ত্বিক লোকদের সংসর্গ করিবে। সৎসংসর্গের ফলে মানুষের অনেক শুভ হয়।

নামে যাহাদের রুচি নাই, নামে যাহাদের বিশ্বাস নাই, নামের সেবাকে যাহারা গর্হণ করে, নিন্দা করে, তুচ্ছ করে, বৈষয়িক প্রয়োজনে তাহাদের সহিত মিলিতে মিশিতে হইলে তাহাদের সহিত বাক্ব্যবহারে খুব সংযত থাকিবে, যেন তোমার প্রাণের প্রভুর নামের নিন্দা তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া তোমার কর্ণকে পীড়িত না করিতে পারে।

সাধনা-জগতে যাহারা তোমার অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া আছে, তাহারা যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে নিরন্তর

উৎসাহ দিবে। কিন্তু সাবধান, ইহার ফলে যেন আবার তোমার সাধন-গতির বেগ না কমিয়া যায়। নিজে পিছনে পড়িয়া যাইয়া অন্যকে অগ্রসর হইবার সহায়তা করার কোনও মানে হয় না। নিজে চলিতে চলিতেই অন্য পথিককে পথের সহায়তা দিবে।

যাঁহারা তোমার অপেক্ষা সাধনে অধিকতর অগ্রসর, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব রাখিবে কিন্তু তাঁহাদের কোনও উক্তি বা চেষ্টার ফলে যদি তোমার ইষ্টনিষ্ঠার হানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে।

সকল সম্প্রদায়ের সাধুসজ্জনদের প্রতিই অন্তরের গভীর ভক্তি পোষণ করিবে কিন্তু নিজের ইষ্টনিষ্ঠার হানি করিয়া কোথাও কোনও কার্য্য করিবে না। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহেই তোমরা স্বচ্ছন্দে যোগদান করিতে পার; কেননা, সকলেই এক পরমেশ্বরকেই ভজনা করিতেছেন। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে ভজনা করিতেছেন, ইহাই মাত্র পার্থক্য। কিন্তু তোমার নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠানে তুমি লোক-রঞ্জনের জন্য নিজের বিধি লঙ্ঘন করিয়া কিছু করিও না। তোমার সমবেত উপাসনাবিধির মধ্যে কোনও নবপ্রবর্ত্তন স্বীকার করিবে না। অপরের অনুষ্ঠানে বাধা না দিয়াও নিজের নিষ্ঠায় অটুট থাকা যায়, এই বিশ্বাস সর্ব্বদা রাখিও। সঙ্কীর্ণতা আর নিষ্ঠা এক জিনিষ নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ
বারাণসী
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার নবনির্ম্মিত মন্দিরে তুমি শেষ পর্য্যন্ত ওঙ্কার-বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করিলে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তোমার বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সংবাদ আমি অনেকদিন হইতেই পাইতেছিলাম, কিন্তু তোমার মনে যে নানা ভাব চলিতেছিল, তাহাও টের পাইতেছিলাম। এই জন্যই আমি বিগ্রহ সম্পর্কে তোমাকে মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলি নাই। এখন তোমার পত্রে এই সংবাদ জানিয়া পুলকিত হইলাম যে, আমাকে কিছুই কহিতে হইল না, তোমার অন্তরপ্রভু তোমাকে স্বপ্ন-যোগে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ওঙ্কার-বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মন্দিরে তুমি অন্য বিগ্রহ স্থাপন করিলেও আমি তাহাতে কখনও আমার কোনও আপত্তি জানাইতাম না। কারণ, তুমি ত' স্বাভাবিক ভাবেই তোমার মনের পূর্ব্ব সংস্কারের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিবে। কেহ কাহারও মনের সংস্কার অনুযায়ী পুণ্য কার্য্য করিলে তাহাতে বাধা দিতে নাই, তাহাকে সহযোগ ও সহানুভূতিই দেখাইতে হয়। ইহা সামাজিক সদাচারের দিক দিয়া যেমন একটা সুন্দর অনুশাসন, আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও তেমন। সুতরাং তুমি পুণ্য-কামনায় মন্দিরে যেই বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করিতে, তাহাতেই আমি আমার আনন্দ জ্ঞাপন করিতাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তুমি এমন বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলে, মন্দির আমার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে যাঁহাকে বসাইতাম। এই

জন্যই আমার আনন্দটা অত্যধিক। তোমার মন্দির লোকের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধনের সহায়ক হউক আর হউক তোমার অন্তরে প্রেমভক্তির সঞ্চারক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ
বারাণসী
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সন্ধ্যা হইলে বিদ্রোহী নাগাদের ভয়ে তোমরা চখ-মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিবে, এই প্রতীক্ষায় যে, কতক্ষণে হইবে সূর্য্যোদয়। প্রতিটি লোককে ভীত-কণ্টকিত চিত্তে নিশাযোগে একটী গাছের পাতার শব্দে হইতে হইবে উৎকণ্ঠিত, উদ্‌বিগ্ন, এমন যেখানে পরিস্থিতি, সেখানেও তোমরা উৎসাহে বুক বাঁধিয়া আশ্রমের জমির জঙ্গল উজাড় করিতেছ, সতের ফুট কূপ খুঁড়িয়া ফেলিয়াছ, তরি-তরকারী উৎপাদন করিয়া এই কয় দিনেই চারি টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনার শাকসব্জী বাজারে বেচিয়াছ, এসব সংবাদে কে না পুলকিত হইবে? তোমাদের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হইতেছে যে আমি যে একদিন সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল পুপুন্‌কীতে হাজার বিঘ্নের মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া শ্রম করিয়া আদর্শ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার সেই শ্রম অসার্থক হয় নাই। লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া সেদিন যে শ্রম করিয়াছিলাম,

আজ তাহা তোমাদের আদর্শানুসরণী প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া লোকসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। সত্যই তোমাদের আশ্রম-স্থাপন-প্রচেষ্টাকে আমি শত ধন্য দেই। ধন্য তোমাদের সৎসাহস, ধন্য তোমাদের আদর্শানুরাগ।

যতটা সম্ভব, অযাচক-বৃত্তির মধ্য দিয়াই, স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়াই তোমরা আশ্রমীয় প্রয়াসকে লোককল্যাণী মূর্ত্তি দান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছ। ইহা এই বাক্‌সর্ব্বস্ব যুগে কম কথা নহে। হাজার হাজার বা লাখ লাখ টাকা তোমাদের এই স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া অর্জ্জিত হওয়া সম্ভব হয়ত নাও হইতে পারে কিন্তু যেই কয়টী কপর্দ্দক অর্জ্জিত হইবে, তাহা হীরার টুকরার মতই দামী, এই বিশ্বাস রাখিও। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও, ভগবানের নামে পরমা রতি রক্ষা করিও আর নির্ব্বিদ্বেষ নিরহঙ্কার চিত্তে মানব-সেবার মহৎ কার্য্যে যুক্ত থাকিও। ছোট হইতে বড় জিনিষ যে তোমরা গড়িয়া তুলিতে পারিবে, তাহা তোমাদের সূচনাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। আত্মশক্তিতে যাহারা বিশ্বাস করে, ভগবান নিয়ত তাহাদিগকে শক্তি যোগান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য তোমাদের ওখানকার মণ্ডলী সম্পর্কে একটা অতি অদ্ভুত অভিযোগ শুনিলাম। কেহ কেহ নাকি ইচ্ছুক, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী মঙ্গলবারে করিতে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, এই বারটীই সাতটী বারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহাদের গুরুদেবের ইহা জন্মবার।

তুমি নাকি বলিয়াছে যে, না, মঙ্গলবারে সাপ্তাহিক উপাসনা করা চলিবে না, কারণ ইহা তোমাদের গুরুদেবের জন্মবার বলিয়া একটী সাম্প্রদায়িক বার হইয়া গিয়াছে, তোমাদের গুরুদেব বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে কখনও যেন কোনও সাম্প্রদায়িকতা না আসে, ইত্যাদি।

ঠিক এই একটী বিষয় নিয়া তোমাদের মধ্যে দুইটী নেতৃস্থানীয় ভ্রাতার নাকি নিদারুণ মতবিরোধ হইয়াছে এবং দুইজনেই প্রভাব-সম্পন্ন বিধায় মণ্ডলীর সভ্যরা নাকি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছ।

সংবাদটী বড় অশুভ। প্রথম অশুভের পরিচয় তোমাদের দ্বিধা-বিভক্তিতে। দ্বিতীয় অশুভের পরিচয় তোমাদের বুদ্ধির অল্পতায়। এমন একটা তুচ্ছ কথাকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলীর দুই টুকরা হইয়া যাওয়া অন্যায়। আর, সাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে, অসাম্প্রদায়িকতাই বা কি বস্তু, তৎসম্বন্ধে তোমাদের সুস্থ বোধশক্তির অভাবও নিদারুণ অশুভ।

সপ্তাহে একটী সমবেত উপাসনা তোমাদের করিতেই হইবে। যেখানে যেই বারটী সকলের পক্ষে সুবিধাজনক, সেখানে সেই বারেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা হইবে। রবিবার সাধারণ ছুটির বার বলিয়া অধিকাংশ স্থানে রবিবারই সমবেত উপাসনা হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ ছুটির দিন শুক্রবার, এজন্য সেখানে সকলে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা শুক্রবারই করিয়া থাকে। শনি, রবি, মঙ্গলবার হাটবার বলিয়াই মনে পড়ে রহিমপুর ও মোচাগড়া

আশ্রমে বৃহস্পতিবার সমবেত উপাসনা হইত। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বুধবার হইত সমবেত উপাসনা, কারণ বুধবারই ছিল সেখানে সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্বজনীন ছুটির বার। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু, শুক্রাচার্য্য অসুরদের গুরু, উভয়েই জগতের গুরুদের প্রতিনিধিস্থানীয়। এজন্যও বৃহস্পতি বা শুক্রবার কোথাও কোথাও সমবেত উপাসনা হইয়াছে।

হাটবার, অফিসের চাকুরীর দিন ইত্যাদি অসুবিধাজনক বার বাদ দিয়া সপ্তাহের যে-কোনও নির্দ্দিষ্ট বারে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা চলিতে পারে। কোনও স্থানে যদি মঙ্গলবার অসুবিধাজনক না হয়, তাহা হইলে মঙ্গলবার আমার জন্মবার বলিয়াই কি বাদ পড়িয়া যাইবে? মঙ্গলবার কি সপ্তাহের মধ্যেই একটী বার নহে?

মঙ্গলবারে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা করিলেই যদি তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা যে আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনা আমারই প্রদত্ত বিধি অনুসারে কর, ইহাও কি সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না? এই উপাসনা নিতান্তই অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা তোমাদিগকে মঙ্গলবারই করিতে হইবে, অন্য বার হইলে চলিবে না। অন্য কোনও গুরুদেব হইলে এই কথাটী বলিবার সুযোগ হয়ত গ্রহণ করিতেন।

আমি তোমাদিগকে অসাম্প্রদায়িক হইতে বলিয়াছি কিন্তু তোমরা তাহার ভুল অর্থ বুঝিয়া বসিয়া আছ। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমভাবের নাম অসাম্প্রদায়িকতা। অসাম্প্রদায়িকতার ধূয়া ধরিয়া

সামান্য কারণে বা অকারণে নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির নাম অসাম্প্রদায়িকতা নহে। সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তকের শুভ জন্মবারে যদি কোনও স্থানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা করিতে অফিস-আদালত, হাট-বাজার প্রভৃতির কোনও অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত সর্ব্বজনীন ভাবে প্রায় সর্ব্বত্রই মঙ্গলবারেই এই সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। আর তারই জন্য তোমরা মনে করিতে থাকিবে যে, তোমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া গিয়াছে? তোমাদের বিচারশক্তি এত কাঁচা কেন? নিজের গুরুর জন্মবারে উপাসনা করিলে নিষ্ঠা বাড়ে। আমি ত' কাহাকেও বিশেষ করিয়া মঙ্গলবারেই সমবেত উপাসনা করিতে বলি নাই কিন্তু তথাপি শত শত স্থানে এই মঙ্গলবারেই ছেলে-মেয়েরা মহোৎসাহে সমবেত উপাসনা করিতেছে,—গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, হালখাতা, ভিত্তিস্থাপন আদি করিতেছে। গুরুদেবের জন্মবারকে সম্মান করিয়া ইহারা নিজেদিগকে লাভবান মনে করিতেছে। আর, তাহা করিবার ফলে যদি অমুক সঙ্ঘ আর তমুক সঙ্ঘের লোকে তোমাদিগকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া গালি দেয়, তাহা হইলেই তোমরা ভড়কাইয়া যাইবে? অপরের কথায় নিজের কর্ত্তব্য হইতে টলিবে? ইহা কোন্ দেশী অসাম্প্রদায়িকতা? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে প্রায় প্রতিটি সদস্যের নিজ নিজ সামূহিক কর্ত্তব্যের প্রতি যে এত উদাসীনতা, তাহার কয়েকটী কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ এই যে, দীক্ষিতেরা অনেকেই আসিয়াছিল হুজুগে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দীক্ষা নিবার পরে গুরুর উপদেশ-মত যে চলিতে হইবে, নিজের মতলব-মতন চলা যে সঙ্গত নহে, অন্তরে এই বিষয়ে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় না জন্মিতেই ইহারা অধিকাংশে দীক্ষা নিয়াছিল।

তৃতীয় কারণ, দীক্ষা যে একটা নবজন্ম, দীক্ষালাভের পরে যাবতীয় প্রতিকূল পূর্ব্ব-সংস্কার সাধ্যমত বর্জ্জন করিয়া নিজের রুচি, প্রকৃতি ও আচরণকে দীক্ষালব্ধ সাধনের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা দরকার, এই বিষয়ে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব।

চতুর্থ কারণ, দীক্ষা নিয়াই খুব একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, দীক্ষা নিবার পরে আর সাধনে মনোনিবেশ না করিলেই বা ক্ষতি কি এই জাতীয় একটা বেপরোয়া মনোভাবের অস্তিত্ব।

পঞ্চম কারণ, আর আর যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহারা কেহ কেহ যে সাধন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে সত্যই ধাবিত হইতেছে

এবং তাদের সংসর্গ দ্বারা যে নিজেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুশল হইতে পারে, এই সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও আগ্রহের অভাব।

ষষ্ঠ কারণ, সমদীক্ষিতদের প্রতি আপন ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় প্রেমপূর্ণ অনুরাগের অভাব।

ইহা ছাড়াও ক্ষুদ্র-বৃহৎ আর কতিপয় কারণ রহিয়াছে।

এই সকল কারণ-জাত কুফল হইতেছে সামূহিক কর্ত্তব্যগুলির প্রতি উদাসীনতা। কিন্তু কিছু কাল নিয়মিত সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই সকল ত্রুটি তোমাদের অধিকাংশের মধ্য হইতে দূর হইয়া যাইবে। তাই এত জনের উদাসীনতা সত্ত্বেও সকলকে যেভাবে পার ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া সমবেত উপাসনাটীতে বসাইতে আমি বারংবার নির্দ্দেশ দিতেছি।

সংসারের কাজের চাপ, দারিদ্র্য, অস্থিমজ্জা-শোষণকারিণী দুশ্চিন্তা মানুষের জীবন ভরিয়াই আছে। সপ্তাহে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট দুইটী ঘণ্টা সময় তাহাদের তোয়াক্কা না রাখিয়া সমবেত উপাসনায় আসিতে সকলকে বাধ্য কর। হাতে ধর, পায়ে ধর, বিনয়-নম্রতা সহকারে প্রবোধ-বচনে বাধ্য কর, প্রেমের অপরিমেয় আকর্ষণে তাহাদের টানিয়া আন। ক্রোধ, বিরক্তি, অপভাষণ বা সমালোচনার পথ ছাড়িয়া হাত জোড় করিয়া মিনতি জানাইয়া সকলকে বল, ব্যক্তিগত উপাসনা প্রত্যেকে নিজগৃহে প্রাণ ভরিয়া করুক এবং নিজেদের সঙ্গসুখ দিয়া সকলকে সামূহিক উপাসনাকে ভাবগম্ভীর, প্রেমসমৃদ্ধ, ঐক্য-রসান্বিত ও মহিমান্বিত করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চতুর্দ্দিকে নাগা বিদ্রোহের বিভীষিকা আর তার মধ্যেও তোমাদের নবপরিকল্পিত আশ্রমের জঙ্গল কাটা হইতেছে, পাথর স্থানচ্যুত হইতেছে, কূপখনন চলিতেছে, শাকসব্জি উৎপাদিত হইতেছে,—এসব সংবাদ শুনিয়া তোমাদের স্থানীয় কর্ম্মীদের সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে শত ধন্যবাদ দিতে হয়। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া একদিকে যখন তোমরা সারারাত্রি ঘোর জঙ্গলে ছেলেপিলে নিয়া নিঃশব্দে লুকাইয়া থাকিতেছ, সেই সময়েই দিনের বেলা আবার আশ্রম-গঠনের কাজের ভার যাহার উপরে যতটুকু পড়িয়াছে, তাহা সে নিরুদ্বেগ চিত্তে নির্ভয়ে করিয়া যাইতেছ, ইহা এক অনুপম দৃষ্টান্ত। যাহারা নানা বাধা-বিঘ্নের দোহাই দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য এড়াইয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাকে একাকী পরিশ্রম করিতে বাধ্য করিতেছে, তাহাদের চক্ষের সমক্ষে তোমাদের ওখানকার দৃষ্টান্তটী সগৌরবে ধরিবার মত জিনিষ। তোমরা তোমাদের কার্য্য দ্বারা যশস্বী হইয়াছ,—আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুদীর্ঘায়ুও হও। কাজের লোকেরই দীর্ঘকাল বাঁচিবার অধিকার, সাহসী নরনারীদেরই দীর্ঘায়ুতে জগতের কুশল।

চারিদিকের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ আমি বিভিন্ন জনের পত্রে

পাইতেছি। সংবাদপত্রে এ সকল খবর অতি অল্পই বাহির হইয়াছে বলিয়া অবস্থার গুরুত্ব আমি ততটা বুঝিতেও পারিতেছিলাম না। এমন সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের পত্র হইতে সকল অবস্থা সঠিক উপলব্ধি করিলাম। যাহারা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ যে, বিপদ আপদ দেখিয়া পলাইয়া গিয়া প্রাণরক্ষা করিবে না, আমি তাহাদের সাহসকে শত ধন্যবাদ দিতেছি এবং আমার সুদৃঢ় ধরণা এই যে, তোমাদিগকে কোনও বিপদ-আপদ স্পর্শও করিবে না। তোমরা ধর্ম্মের বিমল পতাকা ঊর্দ্ধে ধরিয়া আদিবাসী খণ্ডজাতি সমূহের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক প্রেমধর্ম্ম প্রচারের যে উদ্যম নিয়াছ, তাহা কখনও বিফল হইতে পারে না। নামে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জীবে জীবে প্রেম বিতরণের অক্ষয় ব্রত পালন করিয়া যাও। পশুকে মানুষের স্তরে আনিতে হইবে, মানুষকে দেবতার স্তরে তুলিতে হইবে, দেবতাকে ব্রহ্মত্বের অধিকারী করিতে হইবে। তোমাদের মহল্লক্ষ্য তপস্যা সকল জীবকে মহদ্ভাগ্যে মণ্ডিত করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। দীক্ষা নিয়া পরম

শান্তি পাইয়াছ। যে জীবনকে এতদিন বিষময় মনে হইত, এখন তাহা অমৃতময় মনে হইতেছে। তোমার এই কয়টী কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি হেলায় খেলায় দীক্ষার ঘরে গিয়া বস নাই। প্রাণভরা আবেগ এবং হৃদয়ভরা বিশ্বাস লইয়া যাহারা দীক্ষা নেয়, সত্যই তাহাদের নবজন্মলাভ হইয়া থাকে।

প্রাণপণ সাধন করিয়া দীক্ষালব্ধ এই নবজন্মকে সার্থক কর। তোমার দীক্ষা তোমার সাধনার উৎসস্বরূপ হউক। তোমার সাধনা জগতের প্রতি তোমার অফুরন্ত প্রেমের হউক গোমুখী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। জগতের সকল গুরুতে তুমি তোমার নিজগুরুকে দর্শন করিতেছ। তোমার মতন ভাগ্যবতী কে? সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দিয়া যেই সময়ে মানুষ নিজেকে ঘিরিয়া রাখাকেই নিষ্ঠা বলিয়া ভ্রম করে, সেই সময়ে জগতের সকল গুরুতে তুমি নিজ গুরুর শ্রীমুখ দর্শন করিতেছ। ইহা কত বড় প্রশংসার কথা!

সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তুমি তোমার সাধন করিয়া যাও। সাধন করিতে করিতেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান

আসিয়া যাইবে। যে সাধন করে, নিখিল ভুবন তাহার আপন হইয়া যায়। যে সাধন করে, কেহ আর তাহার পর থাকে না। যে সাধন করে, তাহার অফুরন্ত প্রেম জন্মে। যে সাধন করে, তাহার প্রেম সকলের প্রতি সমভাবে বিকশিত হয়। তাহার প্রেম সকল কলুষ ও কালিমা হইতে মুক্ত থাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া তুমি আমাকে সেবা করিয়াছিলে। তোমার এক কণা ক্ষুৎ-পিপাসার লক্ষণ কেহ দেখে নাই। এতদিন চলিয়া গিয়াছে, তবু তোমার সেই সেবাপর আগ্রহী মুখখানা আমার চোখের সুমুখে উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে।

সেবা সর্ব্বাবস্থাতেই বিনা সর্ত্তে হওয়া প্রয়োজন। সর্ত্ত থাকিলেই সেবা পণ্য বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়। সেবা নিয়া কেহ বণিগ্‌বৃত্তি করুক, ইহা সেবাধর্ম্মের আদর্শ নহে। তোমার মধ্যে সেবাধর্ম্ম নিজ আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণ পাইয়াছিল। এই কারণে তুমি প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইয়াছ।

কিন্তু একদিনের সেবাকে এক জীবনের সেবায় রূপান্তরিত করা

চাই। এক ঘণ্টার সেবাকে অনন্তকালব্যাপী করা চাই। তাহার কৌশল বাহির করিবার জন্য এখন তোমাকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কিন্তু জানিতে যদি চাহ, তবে কৌশলটী আমিই তোমাকে বলিয়া দিতে পারি। সেবাকে শাশ্বত করার উপায় প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমার পত্র পাইয়াছি। এত হা-হুতাশ কেন করিতেছ? "গুরুদেব, পথ দেখাইয়া দাও, পথ দেখাইয়া দাও" বলিয়া কেবল অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু গুরু যে দীক্ষাদান-কালেই তোমাকে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই পথে কতটুকু চলিতেছ, তাহা ত' কিছু লিখ নাই। গুরুদেব পথ দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তুমি সেই পথে না চলিয়া কেবল হাহাকার করিয়া কাঁদিতেই থাকিলে "হায় পথ", "কৈ পথ", তাহা হইলে আর কি লাভ হইবে? দীক্ষা নিয়াছ, এখন সাধন কর। সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাও। দীক্ষা নিয়া তারপরে সাধন না করা ত' একটা মূর্খতা। পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকিলে ত' পথ ফুরাইবে না! পথ চলিতে হইবে। দীক্ষাগ্রহণকে একটা লোকাচার মাত্র মনে না করিয়া জীবন-পথের

এক অনির্ব্বচনীয় গতি-পরিবর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যে নামে দীক্ষা পাইয়াছ, সেই নাম যদি অবিচল নিষ্ঠায় কেবল করিয়াই যাইতে থাক, তাহা হইলে অল্প দিন মধ্যেই টের পাইবে যে দয়াল গুরু তোমাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া নিয়া যাইতেছেন। বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিও না। এই কান্নার কোনও শুভফল নাই। নাম কর আর নামের সঙ্গে কাঁদ, পথ চল আর চলার সঙ্গে কাঁদ, অবিরাম ভগবানকে স্মরণ কর আর স্মরণের সঙ্গে কাঁদ। সেই কান্নার অনেক মূল্য, সেই কান্নার অনেক ফল। মনে রাখিও, হিষ্টিরিয়ার ব্যারামে ভোগা আর ভক্তিলাভ করা এক কথা নহে। হিষ্টিরিয়ার উচ্ছ্বাস দুর্ব্বলতার ফল, ভক্তির উচ্ছ্বাস বলবত্তার ফল। দুর্ব্বলের ভক্তি হয় না। দুর্ব্বলেরা ভয় আর হতাশাকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করে। এই জন্যই নিষ্ঠার বলে আগে শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। তবে ভক্তি আসে। গুরুদত্ত সাধনে নিষ্ঠা আন। অন্য শত মত শত পথের কথা ভুলিয়া যাও। নিষ্ঠার বলে প্রকৃত ভক্তির অধিকারিণী হও। তখন দেখিবে, হা-হুতাশ থামিয়া যাইবে, বিমল প্রেমের আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হইবে, প্রেমের সুধায় জীবনের পাত্র কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিবে।

আর একটা কথাও আসিয়া গেল। তুমি বোধ হয় তোমার গুরুদেবের যে গুরু কে, তাহা জান না। জান না বলিয়া নিজেকে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছ। গুরুদেবের গুরুর নাম তোমার জানিতেই হইবে, নতুবা জপের মালা আর ঘুরিতে চাহে না। কেহ আসিয়া তোমাকে বলিয়া দিল, গুরুদেবের গুরু অমুক সাধক। তারপরে কি আবার প্রশ্ন হইবে না যে, তাঁহার গুরু কে? কেহ

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

আসিয়া সেই নামটীও বলিল। আবার কি প্রশ্ন হইবে না, তাঁহার আবার গুরু কে? এই ভাবে গুরুর গুরু, তস্য গুরু, তস্যাপি গুরু করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একেবারে আদি গুরুর হদিস্ কি করিয়া মিলিবে? রামের গুরু বশিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? কৃষ্ণের গুরু সন্দীপন মুনি, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? বুদ্ধের গুরু আড়ারকালাম, তাঁহার গুরু কে? চৈতন্যের গুরু কেশব ভারতী, তাঁহার গুরু কে? অঙ্গদের গুরু নানক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংস, লোকনাথের গুরু ভগবান গাঙ্গুলী কিন্তু তাঁহাদের গুরু কে? সেণ্ট জনের গুরু যীশু খ্রীষ্ট, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? আলি আবুবকর ওমরের গুরু মহম্মদ কিন্তু তাঁহার গুরু কে? রামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? ইহাদের মধ্যে আবার বুদ্ধ আড়ারকালামকে, চৈতন্য কেশব ভারতীকে বা রামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে হুবহু অনুসরণও করেন নাই। এমতাবস্থায় গুরুর গুরুকে জানিয়া লাভ কি? না জানিলেই বা ক্ষতি কোথায়? তুমি নিজে সাধনের রাস্তা জান না, তাই সাধনের পথ জানিবার জন্য একজনকে গুরু করিয়াছ। পথ জানিয়াছ, এখন এক মনে পথই চল। ভিন্ন লোকেরা তোমাকে উত্যক্ত করে, এজন্য তোমার গুরুদত্ত পথ মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। সন্ন্যাসী গুরুদেব গুরুর পরিচয় দিতে হইলে গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী ইত্যাদি উপাধিধারী একজন দশনামী সন্ন্যাসীর প্রতি সশ্রদ্ধ নয়ন নিক্ষেপ করিতে হয়। কিন্তু পরম্পরাক্রমে একেবারে শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্মে পৌঁছিবার পরেও প্রশ্ন থাকে, তাঁহার গুরু কে, তাঁরও আবার গুরু কে? গোবিন্দপাদাচার্য্য, গৌড়পাদাচার্য্য এবং পরিশেষে দত্তাত্রেয় হইয়া

শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের আদি গুরু কে সাব্যস্ত হইবেন? কোনও কোনও সম্প্রদায় ত' শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বা বিষ্ণুকে আদি গুরু করিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু কে? কোনও কোনও সম্প্রদায় শিবকে আদি গুরু করিয়াছেন কিন্তু তাঁর গুরু কে? কে দেখিয়াছে তাঁহাকে, যিনি জগতের সকল আচার্য্যদেরও আগের আচার্য্য? আর সেই আদিতম আচার্য্যেরই বা গুরু কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা পাইবে তখন, যখন জানিবে, তুমি কে, আমি কে, পরমেশ্বর কে? তখন এই তিন মিলিত হইয়া সত্য শাশ্বত গুরুর পরমসুন্দর মূরতি ধারণ করিবে। সুতরাং বৃথা প্রশ্নে কাল না কাটাইয়া প্রাণপণে সাধন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সমবেত উপাসনায় বসিলে তোমাদের সকলের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের সহিত আমার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাও, ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। যতস্থানে যাহারা অন্তরের ভক্তি, বিনয় ও নম্রতা নিয়া, আমার বাক্যে বিশ্বাস নিয়া, আমার নির্দ্দেশের প্রতি আনুগত্য নিয়া নিরহঙ্কার, নিরভিমান চিত্তে সমবেত উপাসনায় বসিতেছে,—সর্ব্বত্র সকলে তাহাদের

সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের সহিত আমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছে।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে যে, আমি কেন বলিয়াছি, সমবেত উপাসনা আমার প্রাণ। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের সমবেত উপাসনার আসরে আমার জন্য একখানা আসন রাখিতে কি জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। এখন বোধ হয় বিশ্বাস করিবে যে, যেখানে সমবেত উপাসনা হয়, আমি সেখানে নিয়ত উপস্থিত থাকি।

এই জন্যই আমি চাহি যে, সমবেত উপাসনা নিয়া যেন কোনও স্থানে কোনও দলাদলি না হয়। আমি ত' তোমাদের নিকট নিজের পূজা চাহি নাই। আমি চাহিয়াছি, তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে লইয়া এক বিশ্বদেবের বন্দনা কর। তোমরা আমার অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিবার জন্য চেষ্টিত হও।

সমবেত উপাসনা মহাশক্তির আধার। এই আধার হইতে দেবাসুর সকলে মহামৃত আহরণ করিয়া দেবতারও পরমশ্লাঘ্য ঊর্দ্ধগতি লাভ করুক, সকল বৈর, সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংঘর্ষ ভুলিয়া প্রাণে প্রাণে এক হউক, অন্তরঙ্গ হউক, আত্মার আত্মীয় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোনও দরিদ্র ব্যক্তি যদি এমন অভিযোগ করে যে, সে নিজগৃহে সমবেত উপাসনা দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে গরীব বলিয়াই বোধ হয় তাহার গৃহে এই পুণ্যানুষ্ঠানটী হইয়া উঠিল না, শেষে ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন আদর্শের লোক আনাইয়া কোনও প্রকারে তাহার উপাসনা ও কীর্ত্তনের সাধ মিটাইতে হইল, তাহা হইলে তোমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে এই জাতীয় অভিযোগের মূল উৎপাটন করিতে হইবে। সববেত উপাসনার ব্যাপারে গরীব বা ধনী বলিয়া বিচার থাকিবে কেন?

অবশ্য একই দিনে দুই বা ততোধিক স্থানে সমবেত উপাসনা হইলে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। সেই সকল স্থলে কাহারও কাহারও মনোভঙ্গও অনিবার্য্য। এই কারণে একই দিনে একই সহরের দুই বা ততোধিক স্থানে যাহাতে প্রতিযোগিতা করিয়া সমবেত উপাসনা না হয়, সকলে যাহাতে একটী স্থানেই আসিয়া মিলে, তাহাই তোমরা করিবে।

তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া কীর্ত্তন, উপাসনা ও পাঠ প্রভৃতি দ্বারা সংগঠন আরম্ভ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘই যেরূপ নিপুণতার সহিত কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই, তোমাদিগকে তেমন ভাবে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিও, তোমাদের সংগঠন-প্রয়াসের মধ্যে যেন অন্যান্য ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধতা না আসে।

তোমাদের সঙ্ঘের বা ইহার বাহিরের প্রতিটি নরনারীর প্রতি সমান প্রেমবুদ্ধি লইয়া চলিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ৮ই বৈশাখের পত্র পাইয়াছি। জীবে জীবে প্রেম, প্রীতি ভালবাসা বিলাইয়া তোমরা পরমমঙ্গলনিলয় পরমপ্রভুর স্নেহের কোল অধিকার করিবার যোগ্য হও, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার অকপট আশীর্ব্বাদ।

দেবতা আমি মানুষ-দেহ ধারণ করিয়াছি, বিষ্ণু আমি অবতার হইয়া আসিয়াছি, ভগবান আমি ভূভারহরণ করিবার জন্য হইয়াছি আবির্ভূত, এই জাতীয় কথা ভাবিয়া তোমরা আমার প্রতি প্রাণের ভক্তি বাড়াইতে চেষ্টা করিও না। কারণ, ইহার ফলে তোমাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব সহজ হইয়া যাইবে।

তোমারই প্রতিমূর্ত্তি আমি আর একটী রূপ ধরিয়া জগৎকল্যাণ-প্রয়োজনে করিতেছি বিরাজ ও বিচরণ, আমারই অভিন্ন সত্তা তুমি ভক্তিলাভের প্রয়োজনে আলাদা মূর্ত্তি ধারণ করতঃ করিয়া যাইতেছ সাধন, ভজন, কীর্ত্তন, জপ, ধ্যান, সংযম ও অপরিগ্রহ পালন,—এই কথা ভাবিয়া তোমার আমার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা কর। কারণ, তাহা হইবে নিতান্তই তোমার ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য বা বৈষ্ণব প্রভৃতি কাহারও অন্তরগত আনুগত্য বা প্রাণগত সংস্কারের সহিত কোনও বিরোধ করিবার প্রয়োজনই হইবে না।

আমাকে তুমি জানিয়াছ। জানিয়াছ তোমার জীবনের সকল পিপাসার পরিতৃপ্তি রূপে। এই পর্য্যন্ত তোমার সবই ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি জগতের সকলের প্রাণদাতা রূপে প্রচার করিতে গেলেই দেখিও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যাইবে। সকলে নিজ নিজ প্রাণের গতি অনুযায়ী এক একজন মহাপুরুষকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে যত্নবান্। কোথাও এই যত্নের লক্ষ্য নিতান্তই বৈষয়িক, কোথাও ইহার লক্ষ্য সংঘের সম্প্রসারণ, কোথাও বা ইহার লক্ষ্য নিজের অন্তরের প্রেম-ভক্তির ভাবকে বৃদ্ধি করা, কোথাও বা ইহার লক্ষ্য বা মূলগত প্রেরণা জগতের কল্যাণ-সাধন। কিন্তু একজনকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে অন্য দশ জন অবতারের ভক্তদের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসিয়া যায়, "আমাদের অবতারকে খাটো করিবার ইহা ফন্দী নয় তো?

তোমরা অবতার-বাদের দিকে ঝুঁকিও না।

অবতাররূপে পূজিত আর দশজন মহাপুরুষ যখন বলিয়াছেন,—"জান্‌লি, আমিই ছিলাম কৃষ্ণ, আমিই ছিলাম রাম, আমাতে নির্ভর কর্, আমাকে বিশ্বাস কর্", তখন তাঁহারা এই ধারণা কেহই করেন নাই যে, তাঁহাদের অনুগামীরা জগতে অপর কোনও নূতন অবতারের আবির্ভাব-সংবাদে রুষ্ট, বিরক্ত, ক্ষিপ্ত হইবেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখ, তাহাই হইতেছে। কাহারও অবতারত্ব প্রতিপাদনের জন্য নানা প্রকার আষাঢ়ে গল্প প্রচারিত হইতেছে, কাহারও অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিন শত বৎসরের পুরাতন হাতে লেখা পুঁথি খুঁজিয়া বাহির করা হইতেছে।

দেশের এইরূপ পরিস্থিতি দেখিয়াও কি তোমাদের সাবধান হইবার ইচ্ছা আসে না? জগতে কত কত অবতার আসিয়া জগতের কত হিতসাধন করিলেন, তাঁহারাই কি একটা ক্ষুদ্র জগতের পটে যথেষ্ট নহেন? পুনরায় আমাকে অবতার বানাইয়া তোমরা জগতের নূতন হিতসাধন কি করিবে?

আমাকে সাধারণ একটী মানুষ থাকিতে দাও। এমন সাধারণ মানুষ, যাহার সহিত জগতের প্রত্যেকটী ব্যক্তি নিজেকে একাত্ম অনুভব করিতে পারে। পূজার পাত্র হইয়া বেদীর উপরে উঁচা হইয়া দাঁড়াইতে চাহি না, তোমার হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া, তোমার নয়নে নয়ন মেলিয়া, তোমার শরীরে, মনে, প্রাণে অভেদ-সত্তায় বিরাজ করিয়া তোমার সহিত আমি অভিন্ন অখণ্ড হইতে চাহি। তোমার অস্তিত্ব আমার আস্তিত্ব হউক। তুমিও অমৃত হও, আমিও অমৃত হই।

জগতের সাধন-ভজন-প্রণালীর মধ্যে কত বড় এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন যে আমার নরদেহ গ্রহণের মধ্য দিয়া সার্থক হইতে চাহে, তাহার দিকে দাও তোমরা প্রেমময় বিশ্বাসের দৃষ্টি। আমাকে অবতার করিয়া ছোট করিয়া দিও না। আমি প্রতিটী জীবের সহিত অভেদ, অভিন্ন, অপরিহার্য্য একত্বে রহিতে চাহি। কারণ, উহাই আমার স্বরূপ।

আমাকে যাহারা ভালবাস, তাহারা আমার কথাগুলিকে অন্তর দিয়া গ্রহণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ

লক্ষ্মণনাথ (উড়িষ্যা)

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্রকে বিবাহ দিবে জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তাহার বিবাহিত জীবন সুখময়, শান্তিময় হউক। তুমি কিন্তু ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কর্ত্তব্য করিতেছ জানিয়া অনাসক্ত ভাবে সব করিবে। পুত্রের বিবাহ দ্বারা জগতের মঙ্গল এবং ভগবানের সেবা হইলেই তুমি কৃতকৃতার্থ হইও। পুত্রের বিবাহ হইতে নিজের কোনও সুখ-কামনা রাখিও না। প্রাচীন কালে রাজারা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া নিজেরা বনে যাইতেন তপস্যা করিতে। পুত্রের কাছে প্রত্যাশা থাকিত প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিপালন আর বনের কাছে প্রত্যাশা থাকিত এই জীবনেই ঈশ্বরদর্শন। প্রাচীনের সবটুকু না হউক, যতটুকু সম্ভব কল্যাণাংশ আধুনিক জীবনেও প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। শান্তি অনাসক্ত কর্ত্তব্যপালনে, আসক্তির পিছনে ছুটাছুটি নহে।

পরমেশ্বরে প্রেম আসিলেই অনাসক্ত জীবন যাপন করা সম্ভব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ধৃতং প্রেম্না

(৬৮)

হরি-ওঁ

নারায়ণপুর (উড়িষ্যা)
২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

তোমার বিস্তারিত পত্রখানা পাইলাম। তুমি নিজ সাধ্যমত মনকে পবিত্র রাখিতে এবং সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধাচারে চলিতে চেষ্টা করিতেছ। ইহার বাড়া আর তোমার করণীয় কি আছে? নিজেকে সাধ্যমত শুচিশুদ্ধ, সংযত রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করার পরে বাকীটুকু ভগবানের হাতে সঁপিয়া দাও। নিজেকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিবার পরে তিনি যাহা ভাল মনে করেন, করুন। তাহা নিয়া আর মোটেই দুশ্চিন্তা করিবে না।

পিঁয়াজ-রসোণ আমাদের দৃষ্টিতে তামসিক খাদ্য। রসোণে বাতাদি রোগ নিবারণের যোগ্যতা থাকায় ঔষধ রূপে ইহা ব্যবহার অবশ্য দূষ্য জ্ঞান করা হয় নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা এই দুইটী জিনিষ পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া আদরের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আর, পাশ্চাত্ত্য জগতে পিঁয়াজ অত্যন্ত হিতকর খাদ্য বলিয়া বিবেচিত। এই কারণেই একথা মনে করিতে পারা যায় না যে, সামরিক বিভাগের খাদ্য-তালিকা হইতে এই দুই জিনিষ সহজে নির্ব্বাসিত হইবে। দেশ স্বাধীন হইয়া থাকিলেও দেশের নেতারা খাদ্যাদি সম্পর্কে পাশ্চাত্য

জগতের ভিষগ্‌বর্গের অভিমতকে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের অভিমত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

সুতরাং তোমার এক্ষণে কর্ত্তব্য হইবে, খাদ্যবস্তুরূপে তোমার বিভাগীয় নিয়মানুযায়ী যাহা যাহা পরিবেশিত হইবে, তাহাকেই ব্রহ্মময় জানিয়া এবং ভোক্তা তুমিও যে ব্রহ্মময়, এই কথা স্মরণে রাখিয়া শরীর রক্ষার উপযুক্ত পরিমাণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা।

শারীরিক কোনও উৎপাতের জন্যই দুশ্চিন্তা করিও না। দুশ্চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দাও। নিজেকে ভগবানের যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করতঃ যতটা সম্ভব, তেমন শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া চল। তারপরে বাকীটুকু ভগবান নিজে দেখিবেন।

যেই সকল সহকর্ম্মীরা তোমার উচ্চচিন্তার পরিপন্থী, তাহাদের কাছ হইতে যতটা পার দূরে থাক এবং আস্তে আস্তে এমন শক্তি সঞ্চয় কর, যেন অদূর ভবিষ্যতে ইহারা তোমার সংসর্গে আসা মাত্র রূপান্তর পরিগ্রহ করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরি-ওঁ

জলেশ্বর (উড়িষ্যা)
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। যখনি পত্র

দাও, নিজের পূর্ণ ঠিকানাটা সর্ব্বদা লিখিবে। আমার স্মরণশক্তি প্রখর হইতে পারে কিন্তু পত্র লিখিতে নিজের পূর্ণ নাম-ঠিকানাটা না লেখা একপ্রকার অসৌজন্য।

চাকুরী, হাট-বাজার, প্রতিবেশীদের প্রতি কর্ত্তব্য—সবই বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু সংসারের কর্ত্তব্যের পরেও জগতের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। তাহা ভুলিয়া যাইতে পার না। কেবল নিজেকে নিয়া বিব্রত থাকা ত' মূর্খের কাজ। নিজের সহস্র ব্যস্ততার মাঝেও বিশ্বের সহিত তোমার যোগরক্ষার চেষ্টা তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না।

সংসার সংগ্রামমুখর হইয়াছে বলিয়াই মানুষের অন্তরাত্মা প্রেমহীন হয় নাই। জীবনের সংগ্রামকেই বড় করিয়া না দেখিয়া প্রেমকে বড় আসন দাও। তোমার জীবন এবং তোমার সংগ্রাম প্রেমের আলোতে ঝলমল করুক।

এতগুলি বৎসরেও আমাকে তোমরা বোঝ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি ত' আর আমার কর্ত্তব্য ভুলিতে পারি না। যাহাদের সহিত সপ্তাহে একটা দিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিলিত হইলে ভগবদুপাসনার মধ্য দিয়াই পরস্পরের ঐক্য, প্রীতি, আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হয়, আমি তোমাকে, তাহাদের খোঁজই করিতে লিখিয়াছিলাম। বাড়ী বাড়ী গিয়া লোকের সঙ্গে গল্প করিয়া আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিতে বলি নাই।

বাড়ী বাড়ী গিয়া কুটুম্বিতা করিতে সময়ের অপচয় হয়। সকলে

একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত উপাসনায় মিলিত হইলে তাহার আশঙ্কা থাকে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি-ওঁ

বালাগোবিন্দপুর (মেদিনীপুর)

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

১৬ই চৈত্রের পত্রে আমি ইহাই বলিতে চাহিয়াছি যে, সমবেত উপাসনা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়কে হরি-ওঁ কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা লঙ্ঘন করা চলিবে না। কীর্ত্তনের দিন কীর্ত্তনই করিবে এবং অঞ্জলি দিয়া প্রসাদ নিয়া ঘরে ফিরিবে। সমবেত উপাসনার দিন উপাসনাই করিবে এবং উপাসনার নির্দ্ধারিত নিয়মের ভিতরে কীর্ত্তন হইবে, অনিয়মে নহে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সমবেত উপাসনার নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক আগেই বহু লোক সমবেত হইয়াছ, এই সময়টা তোমরা কি ভাবে কাটাইবে! সমবেত উপাসনা আরম্ভ করার নির্দ্ধারিত সময়ে ত' অখণ্ড-সংহিতা পাঠ দিয়া কাজ সুরু হইয়া যাইবে, কিন্তু তারও যদি দুই ঘণ্টা আগে কতক জনতা আসিয়া জড় হয়, তবে তাহারা কি করিবে? নিশ্চয়ই হট্টগোল করার চেয়ে তাহাদের পক্ষে

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD

নামকীর্ত্তন করিয়া এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার শ্রেয়ঃ হইবে। এইরূপ নামকীর্ত্তনাদিকে সমবেত উপাসনার নিয়মভঙ্গকর মনে করা যায় না।

তবে, সব কাজেরই আরম্ভের একটা মর্য্যাদা আছে। সমবেত উপাসনাটী যখন আরম্ভ হইবে, তখন যেন অনুভব করা যায় যে, তোমরা এখন সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিতেছ। তজ্জন্য কীর্ত্তনকারীদের কীর্ত্তনান্তে সরিয়া গিয়া স্থানের বিন্যাস আদির পুনর্ব্যবস্থায় সহায়তা করা উচিত। সভা-সমিতি হইলে তাহাতেও জনতার সরিয়া যাইবার পরে স্থানের ও ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়। সারাদিনব্যাপী কর্ম্ম-তালিকা থাকিলে সমবেত উপাসনার আগে সভা, বক্তৃতা বা কীর্ত্তন থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যেকটী কার্য্য অপেক্ষা সমবেত উপাসনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুতরাং এই কাজটী আরম্ভ করিবার আগে প্রতিজনের মনে এই বোধ জাগা আবশ্যক যে, সত্যই সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইতেছে। হস্তপদমুখ-প্রক্ষালনাদি না করিয়া সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইতে পারে না। স্নান ও হস্তপদমুখধাবনাদি অন্তরের একাগ্রতা ও শুচিতাবোধ বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। সমবেত উপাসনাকে হেলা, খেলা বা আড়ম্বরের জিনিষ মনে করা অত্যন্ত অসঙ্গত। বহুলোক মিলিত হইয়া সমবেত উপাসনা করিতেছ। এইটুকুই ইহার একমাত্র বহির্ম্মুখিনতা। তাহা ছাড়া ইহার বাকী সবই অন্তর্ম্মুখ। তোমরা সমবেত উপাসনাকে একটা নব-প্রবর্ত্তিত হুজুগ-বিশেষ মনে না

করিয়া ইহার যোগ্য শুচি, শুদ্ধ, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ইহার দিকে তাকাইও।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের আরও একটী জ্ঞাতব্য জানিয়া রাখা প্রয়োজন। আমি বলিয়াছি যে, কীর্ত্তনের জন্য নির্দ্ধারিত দিনে হরি-ওঁ কীর্ত্তনের সহিত অখণ্ড-তত্ত্ব-মূলক সঙ্গীত চলিতে পারে। কিন্তু হয়ত উদয়াস্ত হরি-ওঁ কীর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছ। তার মধ্যে কি সঙ্গীত চলিতে পারে? না, তাহা পারে না। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া কীর্ত্তন সুরু হইল সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে, মধ্যপথে আর কীর্ত্তন থামিল না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে পরে অখণ্ডস্তোত্র সহকারে অঞ্জলি দানের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন শেষ হইল,—ইহারই নাম উদয়াস্ত কীর্ত্তন। ইহার মধ্যে আর সঙ্গীতাদির অবসর নাই।

কোনও সঙ্কল্পিত কীর্ত্তন করিতেছ না কিন্তু কীর্ত্তনের নামে সকলে সমবেত হইয়াছ। এমন অবস্থায় কয়েকটী অখণ্ড-ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত গাহিবার পরে কীর্ত্তন দোষের নহে। তবে যখন হরি-ওঁ কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে, তখন এক-নাগাড়ে কীর্ত্তনই চলা উচিত। একটু হরি-ওঁ কীর্ত্তন, একটু সঙ্গীত, এভাবে চলা উচিত নহে। গানের পদ হইতে নানা সদ্‌-ভাব আহরণ করিবে, এজন্যই সঙ্গীত। কিন্তু হরি-ওঁ কীর্ত্তন গাহিবার কালে মন কেবল এই একটী কথাতেই লগ্ন থাকিবে,—হে ওঙ্কার, তুমিই সব। হরি মানে সব। হরি-ওঁ মানে ওঙ্কারই সব। হরি-ওঁ মানে ওঙ্কারই সব। ওঙ্কারে আত্ম-নিমজ্জনই সব কিছুকে পাইবার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অভ্রান্ত অকাট্য শাশ্বত সনাতন

পরমোত্তম উপায়। কীর্ত্তনের মাঝে মাঝে গান গাহিলে এই ভাবটীকে জমাট বাঁধান কঠিন হইতে পারে।

প্রেম এবং বিবেচনা দুইটীকে সমান ভাবে জাগরূক রাখিয়া কাজ করিলে তোমাদের কাজে ভুল কম হইবে। প্রেম অন্ধ, বিবেচনা শুষ্ক। দুইটীর সমন্বয়েই অনিন্দনীয় শুভ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি-ওঁ

প্রতাপদীঘী (মেদিনীপুর)

১লা আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ সকালে ছিলাম বনপুকুর আশ্রমে। মোচাগড়া আশ্রমের কথাই মনে পড়িল। সন্ধ্যার মুখে প্রতাপদীঘী আসিয়াছি। একজন সাধুবাবা তাঁহার আশ্রমে টানিয়া নিলেন। প্রেমিক, ভক্তিমান, সাধক-পুরুষ। একটী ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়াছি। লোকে লোকারণ্য। এখনি মটরে খড়্গপুর রওনা হইব। মানুষের মনে ঈশ্বর-প্রেমের এই দীপান্বিতা দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতেছে।

কবে দেখিব, তোমরাও এরূপ ঈশ্বরে ভক্তিমান হইয়াছে। ভক্তিই জীবনের সার সম্বল। বাকী সব ফক্কিকার মাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরি-ওঁ

খড়্গাপুর

২রা আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকল সময়েই প্রাণে প্রাণে আমার সহিত কথা কহিতেছ। তবে আর তোমার উতলা হইবার কি আছে? যে আমাকে ভুলিয়া যায়, বিপদে ভয় করিতে হয় ত' সে-ই করুক। ডর-ভয় তোমাদের জন্য নহে। নিত্যা স্মৃতি জাগরিত থাকিলে কালকে জয় করা যায়।

পৃথিবীর সকলেই নিঃস্ব ও দুর্ব্বল। ভগবানে নির্ভর করিয়া, ভগবানের দেওয়া শক্তি-বুদ্ধি-চেতনার সদ্ব্যবহার করিয়া জীব রিক্ততা ঘুচায়, দুর্ব্বলতা দূর করে। ইহা তোমারও পথ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরি-ওঁ

ঝাড়্গ্রাম (মেদিনীপুর)

৩রা আষাঢ়,, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। প্রখর গ্রীষ্মে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া দেশ-ভ্রমণ করিতেছি। প্রত্যহ আমাকে ও সাধনাকে হাজার হাজার লোকের সমক্ষে দীর্ঘ ভাষণ দিতে হইতেছে। এজন্য পত্র লিখিবার অবসর পাই না।

তোমাদের নববর্ষের প্রণাম পাইলাম।

একই সহরে দুইটী মণ্ডলী করাতে প্রতিযোগিতা করিয়া সৎকর্ম্ম করার চেষ্টা আসিয়া থাকে। কোন্ মণ্ডলী কত বেশী কাজ করিতে পারে, তার চেষ্টা আসিয়া থাকে। ইহা অতীব শুভ লক্ষণ।

অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধুদের প্রচার-কার্য্যের ফলে তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া কখনও ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। তবে নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটী লোক যাহাতে দিনের পর দিন সাধন-ভজনে অধিকতর মনোযোগী হয়, প্রত্যেকে যাহাতে ইন্দ্রিয়-সংযমী, সচ্চরিত্র, মিতাচারী, জনহিতব্রত ও সর্ব্বজীবে প্রেমভাব-সম্পন্ন হয়, নিজেদের মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারের আদান-প্রদানে প্রত্যেকে যাহাতে কঠোর ভাবে সততা-সম্পন্ন হয়, কোনও নারী পুরুষদের প্রতি কোনও পুরুষ নারীদের প্রতি দেহে, মনে বা জ্ঞানে কোনও প্রকার অসৌজন্য বা আসক্তির ভাবকে যাহাতে প্রশ্রয় না দেয়, সাধারণ জন-মাত্রেরই প্রতি যাহাতে গুণগ্রাহী এবং পরদোষে ক্ষমাশীল হয়, তাহা করিতে হইবে। শ্রমশীলতা, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং আর্থিক সততা রক্ষার দিকে যেই সম্প্রদায়ের লোক একান্ত ভাবে আগ্রহী, তাহাদিগকে প্রতিযোগিতায় কেহ হঠাইতে পারে না। নৈতিক চরিত্র যাহাতে তোমাদের প্রতিজনের থাকে সর্ব্বদা নিষ্কলঙ্ক, এই দিকে তোমরা প্রখর লক্ষ্য রাখিও। কারণ, নৈতিক-বল-সম্পন্ন নিষ্কলুষ-চরিত্র ব্যক্তিদের সংঘই জগতে অপরাজেয় হইয়া থাকে।

নারী-পুরুষ-ঘটিত ব্যবহারে তোমাদের সঙ্ঘের প্রত্যেকটী প্রাণী যাহাতে নিষ্কলঙ্ক, নির্লালস, নিরাসক্ত থাকিয়া চলিতে পারে, ইহা

তোমাদের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। তোমাদের সামাজিক ব্যবহার ও ব্যক্তিগত আচরণ সকলই সর্ব্বদা অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক। তোমরা জগৎকল্যাণের পূজারী, নির্দ্দিষ্ট একটা সঙ্ঘের বিস্তারেই তোমাদের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় না। তোমাদিগকে জগৎ-কল্যাণের জন্যই জগদাদর্শ হইতে হইবে। যে যাহার আদর্শ নহে, সে তাহার কল্যাণ-সাধন করিতে পারে না। নিজেদের তপস্যার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা নিখিল জগতের শ্রদ্ধার আসন অধিকার কর, তবে ত' জগৎকে আপন করিতে পারিবে! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরি-ওঁ

ঘাটশিলা (সিংভূম)

৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ভগবানের নাম পর্য্যন্ত ভুলিতে চলিয়াছ। ইহা কেবল তোমারই ললাট-লিখন নহে। আজ লক্ষ লক্ষ লোকের এই দুরবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই লক্ষ লক্ষ লোকই অতল অন্ধকারে চিরতরে ডুবিয়া যাইতে সম্মত হইবে?

আমি তোমাদিগকে শত শত বার বলিয়াছি, খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না। ইহাও বলিয়াছি, সদ্‌ভাবে উদরান্ন সংগ্রহ না করিলে তাহাও

দেহ-মনকে অধর্ম্মের আবাসস্থলে পরিণত করে। একথা বলিতেও ভুল করি নাই যে, সদ্‌ভাবে উদরান্ন সংস্থানের জন্য তোমাদিগকে মরণ-পণ করিতে হইবে। যাহারা পরিশ্রম না করিয়া শ্রমশীল জনসাধারণের মুখের গ্রাসগুলিকে কেবল বুদ্ধিবলে আর কৌশলের সহায়তায় লুট করিয়া নিয়া যাইতেছে, তাহাদের ষড়যন্ত্র রুখিবার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে যাহার প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, একটী অবধি প্রাণীর এই প্রতিজ্ঞা করা, "না খাইয়া মরিয়া যাইব, তথাপি নিজের অন্নগ্রাস মিথ্যার পথে, পাপের দ্বারা, প্রতারণা-মূলে সংগ্রহ করিব না।" এই প্রতিজ্ঞাকে পালন করিবার জন্যই, এই সঙ্কল্পকে সাধন করিবার জন্যই আজ তোমাদের ভগবানের নামের আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন। এক এক জন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান, সমুদ্রগুপ্ত অস্ত্রবলে যাহা করিয়াছেন, আমি প্রণব-মন্ত্র-বলে তোমাদের দ্বারা তাহার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ দিগ্বিজয় করিতে চাহি। সশস্ত্র বিপ্লব, তুমুল বিদ্রোহ, দেশব্যাপী গুপ্ত ষড়যন্ত্র যাহা করিতে পারে নাই, আমি একমাত্র প্রণব-মন্ত্রের বলে তোমাদের দ্বারা তাহা করাইতে চাহি। তোমরা দারিদ্র্যে পরিক্লিষ্ট, অভাবে নিষ্পিষ্ট, মানুষের দুর্ব্ব্যবহার আর অবিচারে পরিতপ্ত,—তাই বলিয়াই কি তোমরা বিনা যুদ্ধে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে? আসিয়াছিলে জগতে মনুষ্য-দেহ ধরিয়া, আসিয়াছিলে সংসারে মহাকার্য্য সাধনার্থে। মনুষ্য-জীবনকে সার্থক না করিয়াই কি তোমরা এই পৃথিবী হইতে সকলের আগোচরে সরিয়া পড়িবে? ধরিত্রী-বক্ষে কর-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইবার মত

কাজ করিবার আগেই নবোদিত অরুণ অস্তাচলে আরোহণ করিবে?

নিশ্চয়ই না। সহস্র বিপত্তির মধ্য দিয়াও মানুষের মত মানুষেরা মাথা জাগাইয়া তুলিবে। তুমিও তাহাদের অন্যতম। হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না। আমি তোমাদিগকে বীরের ধর্ম্ম দিয়াছি, যে ধর্ম্ম কেবল আত্মার উদ্ধারই কামনা করে না, যে ধর্ম্ম জগদুদ্ধারের দুঃসাহস রাখে। এই ধর্ম্মের যজনা করিয়া তোমরা হতাশার দাস হইতে পার না।

তোমাদের মত কে আর শুনিয়াছে যে, তোমাদের নাম-সেবা জগদুদ্ধারের জন্য? কে আর শুনিয়াছ যে, তোমাদের অস্তিত্ব জগদুদ্ধারেরই জন্য? কে আর শুনিযাছে যে, তোমাদের জীবপ্রীতি, জনসেবা, ভগবৎ-প্রেম সবই জগদুদ্ধারের প্রয়োজনে? একথা অপরিহার্য্য রূপে তোমরাই মাত্র শুনিয়াছ। তোমাদের দায়িত্ব জগতের অপর যে-কোনও সাধক-সম্প্রদায়-ভুক্তদের অপেক্ষা এই জন্য অধিক। তোমাদের মন দুর্ব্বল হইলে চলিবে কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরি-ওঁ

ঘাটশিলা

৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। হাঁ বাবা, জাগরণের

ধৃতং প্রেম্না

ভৈরবী গাহিয়া কোটি ঘুমন্তকে উন্নিদ্র করাই তোমার জীবনের একমাত্র তপস্যা। আর কোনও লক্ষ্য, আর কোনও কর্ত্তব্য তোমার নাই। নিজের কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতায় পালন করিতে সক্ষম হইবার জন্য যত দিক দিয়া যতটা পার স্বাবলম্বী, অপরিগ্রাহী এবং অঋণী থাকিবার চেষ্টা করিও আর, প্রাণময় প্রাচুর্য্যে অনাসক্ত প্রেমের অনুশীলন করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee TK, DHANBAD